জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক মূল্য ২০ টাকা

ক্রীড়াজগত

বর্ষ ৪৮ # সংখ্যা ১১ # ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪ # ১ পৌষ ১৪৩১

যুব বিশ্বকাপ হকিতে বাংলাদেশ ২৮

এবারই প্রথম যুব বিশ্বকাপ হকিতে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২১ জাতীয় দল। ওমানের মাসকটে ১০ জাতির জুনিয়র এশিয়া কাপে পঞ্চম হয়ে এই কৃতিত্ব দেখিয়েছে। বিকেএসপির খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া দলটি চমৎকার ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করে ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছে। এই দলের খেলোয়াড়রা দীর্ঘদিন একসঙ্গে প্রশিক্ষণ নেওয়ায় পারস্পরিক সমঝোতা গড়ে ওঠে।

সূচিপত্র

আমাদের যুবা বাহিনীর এশিয়া বিজয় ২
সম্পাদকীয় ৩
আমরা ক্রীড়ামোদী ৪
সেরা সাফল্য তবুও একটু আক্ষেপ ৬
সিরিজসেরার 'অর্ধেক' পুরস্কার! ৮
পঞ্চপাণ্ডবকে ছাড়া প্রথম টেস্ট জয় ১০
ডাবল হ্যাটট্রিক মিশনের শুরুতেই ১২
চ্যাম্পিয়ন-রানার্সআপদের দুই রকম ১৪
১০ বছর পর ১৬
অধিনায়ক লিটন ১৮
জীবন দুদুান্ত ১৯
সেই রংপুর রাইডার্সই চ্যাম্পিয়ন ২০
দেশে খেলোয়াড়বান্ধব হকি চাই ২২
শারমিনের দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন ২৪
একান্ত ব্যক্তিগত ২৫
বিপিএলের মাসকট উন্মোচন ২৬
পরিকল্পনা করে এগোতে পারলে ২৭
যুব বিশ্বকাপ হকিতে বাংলাদেশ ২৮
আবারও যুবাদের শিরোপার হাসি ৩০
টিকে রইল সরাসরি বিশ্বকাপ ৩২
এভাবেও ফিরে আসা যায়! ৩৪
অভিমানী শুটার সাদিয়া সুলতানার ৩৬
বইয়ের ব্যাগে জার্সি লুকিয়ে ৩৮
হ্যান্ডবলে নজর কাড়ছেন ইলমি ৩৯
এসএ গেমসে অনেক ভালো ৪০
বিশ্বজুডোয় প্রতিষ্ঠা পেতে ৪১
এ নয় শুধু সমতা ৪২
শাহাদাতকে ছাড়িয়ে হাসানের ৪৩
টি-টোয়েন্টিতে টাইগ্রেসদের উল্টো ৪৪
বিদায় বললেন ফরহাদ রেজা ৪৫
দেশকে দ্রুতসময়ে দুইজন গ্র্যান্ডমাস্টার ৪৬
এ ছবি কার ৪৯
এনসিএলে রানার্সআপ ঢাকা মহানগর ৫০
রানার্সআপ বাংলাদেশ ব্লাইন্ড ক্রিকেট ৫২
শহীদ ফুটবলার মজিবর রহমান ৫৪
ফুটবল উন্মাদনা ও উত্তাল দিনের ৫৫
অপেক্ষাটা রাজিনেরও ছিল ৫৬
শব্দজট ৫৭
ঢাকার ফুটবলের গোড়ার কথা ৫৮
প্রগতি সেবা সংঘ চ্যাম্পিয়ন ৬০
কুইজমালা ৬১
স্কুল ফুটবল উন্মদনা ও চ্যাম্পিয়ন ৬২
ক্রীড়াঙ্গনের তৃণমূলের নায়কেরা ৬৪

আবারও যুবাদের ৩০

অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ক্রিকেটে আবারও শিরোপা জয় করেছে বাংলাদেশ। সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে উপর্যুপরি দ্বিতীয়বার এই সাফল্য এসেছে।

টিকে রইল ৩২

সফরকারি নারী ক্রিকেট দলে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে ক্রিকেট সিরিজ সহজেই জিতেছে বাংলাদেশ। এরফলে আইসিসি বিশ্বকাপে সরাসরি খেলার আশাও টিকে থাকল টাইগ্রেসদের।

এভাবেও ফিরে ৩৪

টেস্ট ক্রিকেটে একের পর পরাজয়ের বৃত্তে আটকে যাচ্ছিল বাংলাদেশ। সফরকারী ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে হেরে সিরিজ হারানোর শঙ্কায় থাকা টাইগাররা ফিরে আসে দ্বিতীয় টেস্টে।

অভিমানী শুটার ৩৬

একবুক অভিমান নিয়ে চলে গেলেন দেশবরেণ্য শুটার সৈয়দা সাদিয়া সুলতানা। কমনওয়েলথ ও এসএ গেমসে স্বর্ণজয়ী এই শুটার বাসার ছাদ থেকে উড়াল দিয়েছেন অজানা দেশে।

আমাদের যুব বাহিনীর এশিয়া বিজয়

আশরাফ উদ্দিন খান

MEN'S U19 ASIA CUP

ক্রীড়াক্ষেত্রে যে কোনো সাফল্যই একটি দেশের জন্য সেরা উপহার। বিশ্ববিচারে আমরা প্রায় সব দিক দিয়েই পিছিয়ে আছি। খেলাধুলার ব্যাপারেও প্রায় নামগোত্রহীন। এরই মাঝে ক্রিকেট অভিজাত শ্রেণির মাঝে নাম লেখানোর জন্য বিভিন্নভাবে আঁক পাঁকু করছে। কখনো কিছুটা সাফল্য আছে, বেশি ক্ষেত্রেই তা থেকে যায় অধরা। এবারে দুবাইয়ে বসলো যুব (অনূর্ধ্ব-১৯) এশিয়া কাপের একাদশ আসর। আমরা গতবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। এই হেতু সবারই একটু সমীহ আদায় করতে বেগ পেতে হয়নি। দৃষ্টি সবারই ভারতের দিকে। কারণ, তারা আট বারের চ্যাম্পিয়ন। ক্রিকেট এশিয়ার দিকে সবারই নজর আছে। বৃহৎ শক্তি ভারত পাকিস্তান তো আছেই, এদের পরই আমরা। সাথে আছে শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান। এর পরও রয়েছে বেশ কটি সহযোগী দেশ। এর মাঝে অভিবাসীর কল্যাণে আরব আমিরাতও খুব একটা দুর্বল নয়। নতুনদের মাঝে নেপাল, কুয়েত, ওমান, পাপুয়া নিউগিনি, মালয়েশিয়া হংকং এবং আরও কয়েকটি দেশ ক্রিকেটের দিকে ঝুঁকছে। সব মিলিয়ে বলা যায়, ফুটবলের পরই এসব অঞ্চলে ক্রিকেটের স্থান। এর জনপ্রিয়তাও দিন দিন বাড়ছে। আমাদের দেশও শুরু থেকে হাডুডু, কাবাডি, গোল্লাছুটের শৈশব পেরিয়ে গোটা ধমনীতে ফুটবলের উপর আস্তানা গাড়ে। ফুটবল নিয়ে এখনও উন্মাদনার অভাব নেই– কিন্তু খেলাটি আমাদেরকে বিদায় বারতা জানিয়ে ইউরোপ, (বিশেষ করে পশ্চিমাঞ্চল); ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকার কিছু কিছু এলাকা এবং পূর্ব এশিয়ার জাপান কোরিয়ার দিকে ধাবিত হচ্ছে। মধ্য প্রাচ্য ছেড়ে কথা বলছে না। এ জন্যই আমরা ক্রিকেটকে দু'বাহু বাড়িয়ে বরণ করে নিতে উদ্যোগী হয়েছি। ফুটবলে যাই হোক ক্রিকেটকে ছাড়তে রাজি নই। এই মাসেই অনূর্ধ্ব-১৯ বা যুব ক্রিকেটে আমরা আত্ম নিয়োগ করছি। যুব এশিয়া কাপে ভালো করতে পারলে গোটা বিশ্বই আমাদেরকে গুরুত্ব দিবে– এই আশায়ই দুবাই-এ হাজির হয়েছি। দুই গ্রুপে আটটি দলে বিভক্ত। আমাদের গ্রুপে শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান আর নেপাল। শেষোক্ত দেশটি নিয়ে সমস্যা না হলেও অপর দেশ দু'টিতো সমশক্তির অধিকারী। দুই বাধা পার হলেও শ্রীলঙ্কার কাছে আটকে যাই। সাত রানে আমাদের পরাজয় হয়। তবু সেমি ফাইনালে যেতে বাধা পেতে হয় না, কেন না আগেই ঝুলিতে দু'টি বিজয় এসেছে। সেমিফাইনালে ক্রিকেটের পরাশক্তি পাকিস্তান উভয় দেশেরই অনূর্ধ্ব-১৯ দল মুখোমুখি হয়। আমাদেরই জয় আসে বিরাট ব্যবধানে। সাত উইকেটে। আমাদের যুব শার্দুলদের অগ্নি গোলায় বিধস্ত হয় পাকিস্তান। ৩৭ ওভারেই ১১৬ রানে তারা গুটিয়ে যায়। মারুফ মৃধাও ইকবাল ইমনের বোলিং-এ তাঁদের এই অবস্থা হয়। এই ছোট বাধা পার হতে বেশি কাঠখড় পোড়াতে হয় না। ক্যাপ্টেন আজিজুল হাকিম তামিমের ৬১ রানের সুবাদে সহজেই বিজয় ঘরে আসে। ফাইনালে প্রতিপক্ষ ভারত খেলাধুলার ময়দানে আমাদের ভারত ভীতি আছে। এই অনুভূতিটা মানসিক, আত্মবিশ্বাস আর সচেতনতার মাধ্যমে তা কাটিয়ে উঠা কষ্টকর নয়– তা প্রমাণিত হলো ৮ই ডিসেম্বরের ফাইনালের আসরে। ভারতের বিপক্ষে আমাদের ব্যাটাররা আহামরি কিছু উপহার দিতে পারেনি। শিহার জেমস (৪০) রিজান হোসেন (৪৭) এবং ফরিদের (৩৯) চেষ্টায় বাংলাদেশেরে রান উঠে ১৯৮। এই রান ৫০ ওভারের খেলায় বিজয়ের জন্য যথেষ্ঠ নয়। কিন্তু অলৌকিক ঘটনা ঘটতে থাকলো ভারতীয় ইনিংস আরম্ভ হওয়ার পর। অধিনায়ক আজিজুল হাকিমের আট রানে তিন, ইকবাল হোসেন ইমনের চব্বিশে তিন, আল ফাহাদের চৌত্রিশে দুই; সাথে মারুফ মৃধা, দেবাশীষ ও রিজান হোসেনের সফল বোলিংয়ের কারণেই ভারতের ইনিংস শেষ হয় ১৩৯ রানে। তাঁদের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক অধিনায়ক মোহাম্মদ আমান (২৬)। বিজয় শিরোপা ঘরে এল উপরি উপরি দুই বার। আমরা হলাম এশিয়ার চ্যাম্পিয়ন যুব ক্রিকেট দল। এই আনন্দ ধরে রাখার বিকল্প নেই। উক্ত খেলায় তিন ও সেমি ফাইনালে চার উইকেটসহ ১৩ জনকে সাজ ঘরে ফিরিয়ে দিয়ে ইকবাল ইমন হন টুর্নামেন্ট সেরা। আমাদের লেখক সমাজের তরফ থেকে তাঁকে শতশত অভিনন্দন জানাচ্ছি। শুভেচ্ছা জানাই, নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী দলীয় অধিনায়ককে তাঁর সাথে গোটা দল ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে। এমন জয় যেন বার বার ফিরে আসে এটাই সবার কামনা।

সব খেলারই জোয়ার ভাটা আছে। এটা দেশের জন্য যেমন সত্য, ব্যক্তির জন্যও তেমনি। বিজয় মুকুট কখনো একই শিরে চিরদিন অবস্থান করে না। তেমনি প্রতিটি আসর থেকে মাত্র দু' এক জন ক্ষণজন্মা খেলোয়াড়ের সন্ধান মিলে। পাকা জহুরীর মতো তাঁকে চিনে নিয়ে সার্থকভাবে কাজে লাগানো দরকার। কয়েক বছর আগে দক্ষিণ আফ্রিকার মাঠে এই ধরনের বয়সভিত্তিক খেলায় বাংলাদেশ ভারতকে হারিয়ে ছিল। প্রতিপক্ষের অধিনায়ক ছিলেন আজকের ভারতীয় ক্রিকেটের অমূল্য সম্পদ জওসওয়াল। আমাদের মাঝেও দু'একজন আবিষ্কাত হয়েছে। তবুও অতোটা দামী নন। কে জানে, এবারের বিজয়ী যুব ক্রিকেটারদের মাঝ থেকে অমূল্য রত্ন হয়তো মিলে যেতে পারে। এর জন্য কর্তৃপক্ষও নিয়ামকবৃন্দকে অত্যন্ত সজাগও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। অবহেলা যেন হীরকখন্ড হাত ফসকে না যায়। সেই দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এবারের বিজয় এসেছে খেলোয়াড়দের যথাযথ বোলিং, ব্যাটিং এবং ফিল্ডিংয়ে সফলতার কারণে। অনেকটা অযাচিতভাবেই আমাদের ঘরে অমূল্য সম্পদ ক্রিকেট শিরোপা এসেছে। তাঁকে চিরস্থায়ীভাবে ধরে রাখতে আমাদের সকল প্রচেষ্টা প্রয়োজন। আমাদের জাতীয় ক্রিকেট দলের যে সমস্ত ফাঁক ফোকর রয়েছে– এদের মাঝ থেকে তার উপর প্রলেপ দেওয়া সম্ভব। এবারের যুব আসরের আট দলের মাঝে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক অধিনায়ক আজিজুল হাকিম (২৪০), সর্বোচ্চ এবং দ্বিতীয় উইকেট শিকারী ইকবাল (১৩) ও আল ফাহাদ (১২)। শ্রেষ্ঠ সুসংবদ্ধ দল আমাদেরই সোনার সন্তানেরা। তাই কারো অবহেলা বা ভুল সিদ্ধান্তে যদি এই সুবাসিত ফুলের মালা ঝরে যায় তবে দেশবাসীর কাছে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দকে কৈফিয়ত দিতে হবে। আমরা সেই সুদিনের প্রত্যাশা করছি যেন এই দল, এই যুবারা বিশ্বের ক্রিকেট অঙ্গনে এদেশের পতাকা দীর্ঘদিনের জন্য প্রোথিত করে রাখতে পারে।

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক

ক্রীড়াজগত

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া

উপদেষ্টা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

এবং

চেয়ারম্যান, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

সম্পাদক

মাহমুদ হোসেন খান দুলাল

প্রোডাকশন ম্যানেজার

মো. মোশারফ হোসেন

উপ-সহকারী সম্পাদক

মো. মাহমুদুল হাসান খান ফাহাদ

রিপোর্টার

মোহাম্মদ আবদুল অদুদ চৌধুরী তুহিন

এটিএম শরিফুল ইসলাম রুবেল

কম্পিউটার গ্রাফিক্স

মো. শাহ্ জামাল

অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর

মো. ফরিদুল ইসলাম

গ্রুপ রিডার

মো. সাজ্জাদ হোসেন সবুজ

গ্রাফিক্স ডিজাইন

আবির মাহমুদ

সম্পাদকীয়

জুনিয়র বিশ্বকাপ হকির জন্য এখন থেকে প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন

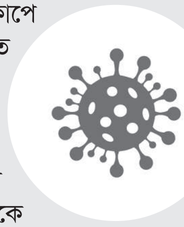

প্রথমবার যুব হকি বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পেয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২১ হকি দল। হকিতে বাংলাদেশের কোনো দলের যে কোনো পর্যায়ে এটিই হতে যাচ্ছে প্রথম বিশ্বকাপে খেলা। ওমানের মাসকাটে এশিয়ান অনূর্ধ্ব-২১ হকিতে থাইল্যান্ডকে হারিয়ে যুব বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করে বাংলাদেশ। পরে চীনকে হারিয়ে ১০ জাতির জুনিয়র এশিয়া কাপে পঞ্চম হয়েছে। আগামী বছর ভারতে যুব বিশ্বকাপে এশিয়া থেকে যে সাতটি দেশ খেলবে, বাংলাদেশ তার মধ্যে একটি। এমন এক পরিস্থিতিতে এই অর্জন এসেছে, আশা করা যায়, এই সাফল্য বাংলাদেশের হকিকে চাঙ্গা করতে ভূমিকা রাখবে।

দীর্ঘদিন ধরে নানান কারণে আলোচনা-সমালোচনায় বিদ্ধ হচ্ছে দেশের হকি অঙ্গন। মূলত খেলা বহির্ভূত কারণে সবার মনোযোগ কেড়ে নেয় বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন। এমনিতেই হকি সংগঠকদের মধ্যে দলাদলি ও রেষারেষি ওপেন সিক্রেট। সম্মিলিতভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয় না। যে কারণে ঘরোয়া হকির প্রধান আকর্ষণ প্রিমিয়ার হকি লিগ নিয়মিতভাবে আয়োজিত হয় না। গত ২৬ বছরে লিগ অনুষ্ঠিত হয়েছে মাত্র ১৪ বার। প্রিমিয়ার লিগের যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে অন্যান্য খেলার অবস্থা সহজেই অনুমান করাই যেতে পারে। এই অচলাবস্থার কারণে হকির প্রতি খেলোয়াড়দের আগ্রহ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। খেলে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া যাবে, এমন কোনো নিশ্চয়তাও নেই। এমনকি অনেক ক্লাবও হকির প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে না। এরফলে অন্যতম জনপ্রিয় এই খেলাটি তাঁর কৌলীন্য হারিয়ে ফেলছে। এই কিছুদিন আগেও হকির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে এমন একজন দায়িত্ব পালন করেছেন, যার ফলে ফেডারেশন ইমেজ সমস্যায় ভুগেছে। নানান কারণে তাঁর কুখ্যাতি রয়েছে। আর যা হোক, ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে তাঁর পরিচিতি ছিল না। কিন্তু রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে তিনি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদকের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ বাগিয়ে নেন এবং নিজের একক আধিপত্য স্থাপন করেন। আওয়ামী সরকারের পতনের পর বিতর্কিত এই সাধারণ সম্পাদক পালিয়ে যাওয়ায় ফেডারেশন মারাত্মক সংকটে পড়ে যায়। এই সংকট নিরসনে ইতোমধ্যে ফেডারেশনের নতুন অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়েছে। যদিও এই কমিটি এখনও তাদের কার্যক্রম পুরোপুরিভাবে শুরু করতে পারেনি। তবে ফেডারেশনকে কীভাবে উজ্জীবিত করা যায়, সে বিষয়ে তাদের প্রথম সভায় আলোচনা করা হয়েছে। খেলাটিকে তৃণমূলে ছড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি নিয়মিতভাবে টুর্নামেন্ট আয়োজনের কথা জানানো হয়েছে। এটা তো অস্বীকার করা যাবে না, হকির জনপ্রিয়তা ফিরিয়ে আনতে হলে সাংগঠনিক দক্ষতার কোনো বিকল্প নেই।

ঘরোয়া হকির আয়োজন নিয়মিত না হলেও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ নিয়মিতভাবে অংশ নিয়ে থাকে। এএইচএফ কাপেও চ্যাম্পিয়ন হয়। এবার যুব বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। এটা নিঃসন্দেহে অভাবিত। অবশ্য এবারের টিমটি গঠিত হয়েছে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)-র বর্তমান ও সাবেক খেলোয়াড়দের নিয়ে। কোচও বিকেএসপির। তা ছাড়া দলটি বিকেএসপিতে অনেক দিন নিবিড় প্রশিক্ষণ নিয়েছে। যে কারণে ইচ্ছে, নিবেদন, সংহতি ও পারস্পরিক সমঝোতা দলকে দারুণভাবে উজ্জীবিত করতে পেরেছে। তারা খেলেছে নিজেদের নিংড়ে দিয়ে। তার প্রতিফলন ঘটেছে খেলার মাঠে। জুনিয়র বিশ্বকাপে ভালো করতে হলে এই দলটিকে আরও শক্তিশালীভাবে গড়ে তুলতে হবে। যথাযথ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হলে দলটি ভালো করতে পারবে। সেজন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন।

সম্পাদকীয় কার্যালয়

৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পক্ষে সচিব কর্তৃক ৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।

সম্পাদক কর্তৃক দি গুডলাক প্রিন্টার্স, ১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।

রেজিঃ নং ডিএ-৪২২। ফোন : ৪১০৫০৫৩৭। ফ্যাক্স : ৪১০৫০৫৫৭।

e-mail : krirajagat@gmail.com এবং krirajagat@yahoo.com

সেরা চিঠি

খেলাধুলায় বৈরিতা কাম্য নয়

খেলাধুলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাইরে অনেক বির্তক জড়িয়ে থাকে। দুই দেশের মধ্যে বৈরি ভাব থাকার কারণেই এমন বির্তকের সৃষ্টি হয়। যা খেলাধুলায় মোটেই কাম্য নয়। দু'দেশের মধ্যে বৈরিতার কারণে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বৃহৎ টুর্নামেন্টের আগে এমন সমস্যা সচরাচর দেখা যায়। উপমহাদেশীয় বলয়ে ক্রিকেট অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা। আর তা যদি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে হয়, তাহলে তো কথাই নেই। সাম্প্রতিককালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আগের মতোই ক্রিকেট খেলা হয়। সেখানে থাকে টান টান উত্তেজনা। সত্যিই দুই দেশের ম্যাচটি যেন ক্রিকেটের বড় বিজ্ঞাপন। কিন্তু সম্প্রতি ভারত যেখানে সমস্যার বাঁদ বেঁধেছে তা হলো পাকিস্তানের মাটিতে তারা কোনো ম্যাচ খেলতে যাবে না। তাই দুই দেশের ম্যাচটি গড়ায় ভিন্ন কোনো দেশে। ভারতের বারবার এমন আচরণের পরও আইসিসি যেন নির্বিকার। এমন অবস্থায় ভারতকে ছাড়াই আইসিসি যেকোনো টুনার্মেন্ট আয়োজন করলে তা অযৌক্তিক হবে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২০০৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে একদেশ আরেক দেশে খেলতে না গেলে আয়োজক দেশ সেই পয়েন্ট পেয়ে যায়। আর এমন পরিস্থিতে আইসিসি কেন ভারতের প্রস্তাব গ্রহণ করে? অথচ পাকিস্তান কোনো শঙ্কা বা সংশয় প্রকাশ না করেই ভারতে খেলতে যায়। যে নিরাপত্তার কথা বলে ভারত পাকিস্তানে খেলতে যায় না সেই নিরাপত্তার শঙ্কাকে উপেক্ষা করেই পাকিস্তান ভারতে খেলতে যায়।

২০০৫ সালের শুরুতেই আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজিত হতে যাচ্ছে। আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ৯ মার্চ পাকিস্তানের মাটিকে টুর্নামেন্টটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে ভারত পাকিস্তানের উত্তেজনা তুঙ্গে উঠেছে। ভারত টুর্নামেন্টটি খেলতে পাকিস্তানে যেতে রাজি নয়। তাই ভারত চায় নিরপেক্ষ কোনো দেশে নিজেদের ম্যাচগুলো খেলতে। ভারতের এমন সিন্ধান্তের পরও আইসিসি অনাপত্তি জানায় না। বরং বলা হয়েছে, পাকিস্তান যদি আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে বাড়াবাড়ি করে তাহলে টুর্নামেন্টটি দক্ষিণ আফ্রিকায় গড়াবে। এখানে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে পাকিস্তান বাড়াবাড়ি করছে না বরং বারবার ভারত পাকিস্তানে খেলতে না গিয়েই বাড়াবাড়ি করছে। বারবার চেষ্টা করছে যেন আইসিসি ইভেন্টে পাকিস্তানের মাটিতে ভারত খেলতে আসে। ২০২৩ এশিয়া কাপেও একই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। সে সময় হাইব্রিড মডেলে পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায় টুর্নামেন্টটি আয়োজিত হয়েছিল। ২০০৫ সালের ১৬ এপ্রিল পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যকার ক্রিকেট সিরিজের খেলার দেখার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফ ৩ দিনের এক রাষ্ট্রীয় আমন্ত্রণে ভারতে আসেন। বৈরি এ দুই প্রতিবেশি দেশের মধ্যে সম্পর্কের যে সুবাস বইছিল তারই বহিপ্রকাশ ঘটে ক্রিকেটের মাধ্যমে। ২০১১ সালেও ওয়ানডে বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল ম্যাচ দেখতে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ভারতে আসেন। পাকিস্তান এমন নজির গড়লেও ভারত কেন বিমুখ। এমন বৈরি ভার অন্যান্য খেলায় বিভিন্ন দেশের মধ্যে যেন নেই তা নয়। অতি সম্প্রতি ২০২৪ সালের নভেম্বর ইউরোপা লিগের ম্যাচে নেদারল্যান্ডসের রাজধানী আমস্টারডামে মুখোমুখি হয়েছিল ইসরায়েলি ক্লাব ম্যাকাবি তেল আবিব ও আয়াঙ। ম্যাচটিতে ৫-০ গোলে ইসরায়েলি ক্লাবকে উড়িয়ে দেয় আয়াঙ কিন্তু ম্যাচের আগে ইসরায়েলি সমর্থকরা তান্ডব চালায় আমস্টারডামে। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা কামীদের উপর হামলা চালায় তারা। যা ক্রীড়াঙ্গণের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে। এমনকি অলিম্পিক গেমসেও রাশিয়া অংশ নিতে পারেনি। খেলাধুলার মাধ্যমে দু'দেশের মধ্যে বিদ্যমান বৈরিতা এড়ানো সম্ভব। যেমন সম্ভব হয়েছে গত শতকে সত্তর দশকের প্রথম দিকে চীনের জাতীয় খেলা পিংপংয়ের মাধ্যমে চীন-মার্কিন সম্পর্কের গুণগত পরিবর্তন ঘটে। সে সময়ের পিংপং কূটনীতির মতো ক্রিকেট কূটনীতিও উপমহাদেশের দুই শক্তিধর দেশের সম্পর্কোন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। পারস্পরিক যুদ্ধের কারণে খেলাধুলা বন্ধ নয় বরং খেলাধুলার মাধ্যমেই যেন যুদ্ধ ও বৈরিতা নিরসন হয়। আর খেলাধুলায় কখনোই বৈরিতা কাম্য নয়।

তৌহা বকর
প্রবাহ ভবন (টিএন্ডটি অফিসের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত)
উপজেলা- কাহালু, জেলা- বগুড়া।

সেরা চিঠি লেখককে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ক্রস চেক/ বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ২৫ ডিসেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে। - সম্পাদক

আমরা ক্রীড়ামোদী

ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে নাহিদ রানার দুর্দান্ত ৫ উইকেট

বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের পেস বোলার নাহিদ রানা, ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় টেস্টে এক বিস্ময়কর বোলিং পারফরম্যান্স প্রদর্শন করেছেন। ২২ বছর বয়সী এই তরুণ বোলার পাঁচ উইকেট নিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন এবং বাংলাদেশের বোলিং আক্রমণের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হিসেবে নিজেকে তৈরি করছেন। নাহিদ রানা, বাংলাদেশের টেস্ট দলের জন্য পেস বোলিংয়ের একটি শক্তিশালী অস্ত্র হয়ে উঠছেন, সেই যুবক সম্প্রতি প্রথমবারের মতো একটি টেস্ট সিরিজে নিজের জাত চিনিয়েছেন। তাঁর বোলিংয়ে ছিল অভিজ্ঞতার ঝলক, কিন্তু তাঁর কিছু বিশেষ ডেলিভারি ও সঠিক কৌশল প্রমাণ করে দেয় যে, তিনি কতটা পরিণত।

উইন্ডিজের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে নাহিদ রানা একটি দুর্দান্ত বোলিং স্পেল উপহার দেন। শুরুর দিকে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত বোলিং করলেও, ম্যাচের মধ্যভাগে এসে তিনি শিকার করেন একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ উইকেট। তাঁর সুইং এবং বাউন্স ব্যবহারের কারণে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটসম্যানরা একের পর এক বিপদে পড়ে। নাহিদ তার বোলিং স্পেলে সফলভাবে বাউন্সার দিয়েছিলেন যা ওয়েস্ট ইন্ডিজের বেশ কিছু ব্যাটসম্যানের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। নাহিদ রানার ৫ উইকেটের মধ্যে একাধিক সেরা ব্যাটসম্যানদের শিকার ছিল। তিনি ৫টি উইকেটের মধ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উইকেট নিয়েছেন, যার মধ্যে ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের শীর্ষ ব্যাটসম্যানদের। তাঁর সঠিক লাইন ও লেংথে করা ডেলিভারিগুলো প্রতিপক্ষের ব্যাটসম্যানদের চাপে ফেলে, এবং তাদের আত্মবিশ্বাস হরণের পাশাপাশি দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে উইকেট নিয়ে আসতে সক্ষম হন। নাহিদ রানার এই ৫ উইকেট বাংলাদেশের দলকে পুরো ম্যাচে বড় এক সুবিধা এনে দেয়। তাঁর এই পারফরম্যান্স দলের আত্মবিশ্বাসকে বাড়িয়ে দিয়েছে এবং বাংলাদেশের ক্রিকেটের উন্নতির এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। বাংলাদেশের বোলিং আক্রমণ বর্তমানে বেশ শক্তিশালী এবং নাহিদ রানার মতো তরুণ প্রতিভা এই দলের ভবিষ্যতের জন্য একটি বড় আশার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পাঁচ উইকেট বাংলাদেশের টেস্ট ক্রিকেটে এক নতুন অধ্যায় খুলে দিয়েছে। নাহিদ রানার বোলিং শুধু দলের জন্য নয়, ব্যক্তিগতভাবে তাঁর জন্যও একটি বড় অর্জন। ভবিষ্যতে আরও পরিণত হয়ে তিনি দেশের ক্রিকেটে আরও বড় ভূমিকা পালন করবেন, এমনটাই আশা করা যায়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে নাহিদ রানা যে অসাধারণ বোলিং করেছেন, তা বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর ৫ উইকেটের মাধ্যমে বাংলাদেশের টেস্ট ক্রিকেটে আরও একটি নতুন মাইলফলক যুক্ত হলো। আশা করা হচ্ছে, তিনি ভবিষ্যতে আরও অনেক সাফল্য অর্জন করবেন এবং বাংলাদেশের ক্রিকেটকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবেন।

রাশেদ আহমেদ, গুলশান, ঢাকা-১২১২।

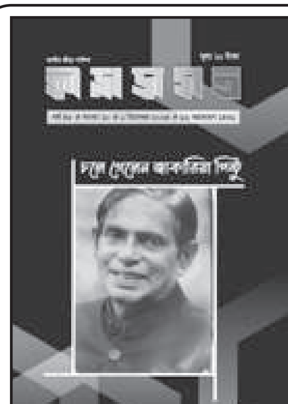

১ ডিসেম্বর ২০২৪ সংখ্যার প্রচ্ছদ

৪৮ বর্ষ ১০ সংখ্যার সেরা চিঠি লেখক
রাশেদ আহমেদ

নারী ক্রিকেট দলের সিরিজ জয়

বাংলাদেশ জাতীয় নারী ক্রিকেট দল সম্প্রতি নিজেদের ঘরের মাঠে এক ঐতিহাসিক সিরিজ জয় লাভ করেছে। আয়ারল্যান্ড জাতীয় নারী ক্রিকেট দলকে ৩-০ ব্যবধানে পরাজিত করেছে, যা বাংলাদেশের নারী ক্রিকেট দলের জন্য একটি বড় সাফল্য। এই সিরিজটি বাংলাদেশের নারীদের ক্রিকেট ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

বাংলাদেশ নারী দল আয়ারল্যান্ড নারী দলকে সিরিজের তিনটি ম্যাচেই পরাজিত করেছে, যা দলীয় পারফরম্যান্সের প্রমাণ। প্রতিটি ম্যাচে বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড়রা নিজেদের সেরা প্রতিভা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছেন। সিরিজের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ দল দারুণভাবে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেছে। তারা আয়ারল্যান্ডকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রেখে সহজ জয় লাভ করেছে। ব্যাটিং, বোলিং এবং ফিল্ডিংসহ সব দিকেই তারা শক্তিমত্তা প্রদর্শন করেছে। দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশ নারী দল আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলোতে দলের সিনিয়র খেলোয়াড়রা নেতৃত্ব দিয়েছেন, এবং তরুণদের উজ্জ্বল পারফরম্যান্স সিরিজ জয় নিশ্চিত করেছে। তৃতীয় এবং শেষ ম্যাচে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল আয়ারল্যান্ডকে একদম প্রতিরোধহীন করে দেয়। একের পর এক দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের মাধ্যমে তারা সিরিজ ৩-০ ব্যবধানে জিতে নেয়। দলের স্পিনাররা এবং ব্যাটাররা ছিলেন চমকপ্রদ পারফরম্যান্সে। এই সিরিজ জয় বাংলাদেশের নারী ক্রিকেট দলের জন্য একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। দেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে এটি উৎসাহ ও আনন্দের মুহূর্ত হয়ে থাকবে, কারণ তারা প্রমাণ করেছে যে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দিন দিন উন্নতি করছে। এই জয় শুধু সিরিজ জয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি বাংলাদেশের নারী ক্রিকেট দলের আত্মবিশ্বাস এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাদের আরও বেশি দৃঢ় অবস্থান প্রতিষ্ঠার প্রতীক।

রাশেদ আহমেদ, গুলশান, ঢাকা-১২১২।

বিজয় দিবসে দ্বিতীয় বিজয় আমাদের ক্রীড়াঙ্গনে

অর্জন হলো দ্বিতীয় আরেক বিজয়। কিছুদিন আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিপক্ষে সিরিজ খেলতে গিয়েছিল বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল। দু'টি টেস্ট ম্যাচ সিরিজে প্রথমটিতেও ওয়েস্ট ইন্ডিজ জয়ী হয়ে যখন আকাশে উড়তে শুরু করেছে ঠিক তখনি দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নেমে বাংলাদেশ দলের বোলিং এর তোপের মুখে পড়ে ১০১ রানে পরাজিত হতে হয়েছে লারার উওরসূরীরা। জ্যামাইকাতে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা তেমন সুবিধা করতে না পারলেও বাংলাদেশ দলের বোলাররা দারুণ বোলিং করার কারণে এ বিজয়টি এসেছে বা আসতে পেরেছে। তাইজুল ইসলাম, নাহিদ রানা, তাসকিনরা দারুণ বোলিং করেছে উক্ত টেস্ট ম্যাচটিতে। যাঁর ফলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এর বিপক্ষে ১৫ বছর পর আবার টেস্ট ম্যাচ জিততে পেরেছে টাইগাররা। এ জয়ের ফলে বাংলাদেশ দল হোয়াইট ওয়াশ এর লজ্জা থেকে ও বাঁচতে পেরেছে এবং সিরিজও ড্র করতে পেরেছে উক্ত জয়ের মাধ্যমে। প্রথম টেস্টটিতে ব্যাটাররা বাজে পারফরম্যান্স করার ফলে বাংলাদেশ দলকে হারতে হয়েছিল। যাক অনন্ত পক্ষে ২০২৪ সালের শেষ টেস্টটিতে হলেও জিততে পারাতে বাংলাদেশ দলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। এ বছরে মোঠ ৩টি টেস্ট জয় এসেছে তার মধ্যে হয়তোবা এটি অনত্যম এক বিজয় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে এদেশের ক্রিকেট ইতিহাসে। কেননা, এ জয়টি এসেছে আমাদের বিজয়ের মাসে তার জন্য এটা অবশ্যই বেশি কিছু। আমাদের বোলাররা দেখা যাচ্ছে ইদানীং ব্যাটসম্যানদের তুলনায় ভালো খেলতেছে। ব্যাটিং ডিপার্টমেন্টটা কেন জানি সুবিধা করতে পারতেছে না। তার মধ্যে ওপেনিং সমস্যাটা বেশ প্রখর হিসেবে দেখা যাচ্ছে ইদানীং। কি ওয়ানডে, কি টি-টোয়েন্টি, কি টেস্ট ম্যাচে কোথাও দেখা যাচ্ছে না ওপেনিংটা ভালো করতে। অথচ একটি দলের বড় স্কোর করার মূল চালিকা শক্তি তৈরি হয় প্রথমে এই ওপেনিং থেকেই।আশা রাখি, এদেশের ক্রিকেটের উন্নয়নের সার্থে সংশ্লিষ্ট সবাই এ ব্যাপারে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন, যাতে ভবিষ্যতে এ ওপেনিং সমস্যাটা দূর করা যায় এবং বাংলাদেশ দল বড় বড় স্কোর দাড় করাতে পারে প্রতিপক্ষের বিপক্ষে।

মোহাম্মদ রাসেদুল আলম রাসেল, কালাম উল্লাহর বাড়ি, আলম মঞ্জিল, আমতলী, মাইজভান্ডার, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম ৪৩৫২।

বাংলাদেশের ক্রিকেটে সমস্যা সর্বত্রই

জাতীয় ক্রিকেট দলের অবস্থানটা কোন দিকে এগুচ্ছে? বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের ইতিহাস ধরতে গেলে অনেক পুরোনো হয়ে গেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলেও সত্যি যে সে হিসেবে আমরা এখনো বেশ গুছালো ভাবে বিশ্বদরবারে এগুতে পারিনি। অথচ এদেশের যখন যে সরকারই আসনে বসুক না কেন সে সরকারই সবসময়ই এদেশের ক্রিকেট খেলাটার পাশে ছিল এবং সব সময় এ খেলাটার জন্য আলাদাভাবে অর্থ এবং সাহায্য সার্বিক সহযোগিতা করেই যায়। তারপরও আমরা সেভাবে সামনে এগুতে এখনো পারিনি। এখনো নেই কোনো আমাদের ম্যাচ জেতার ধারাবাহিকতাটা, নেই কোনো খেলোয়াড়দের মধ্যে একটানা ভালো পারফরম্যান্স করা, নেই কোনো টানা সিরিজ জেতা। সবকিছু কেন যেন এখনো অনেক অগোছালো রয়ে গেছে। বাংলাদেশের ম্যাচ দেখলে মনে হয় আমরা এখনো অনভিজ্ঞ এক দল খেলতেছি। এখনো অভিজ্ঞতা অর্জন করতে শিখতেছি, ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ আমাদের পরের সময়ে অভিষেক হওয়া অন্যান্য দলগুলো এখন কত থরথর করে বিশ্ব ক্রিকেটে শাসন করা শুরু করে দিয়েছে বা দিচ্ছে। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আফগানিস্তান, নেদারল্যান্ডস, আয়ারল্যান্ডের মতো দলগুলো। তারা বর্তমানে সময়ে ভালো ক্রিকেটে উপহার দিতে সক্ষম হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। গত ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ হচ্ছে তার একটা জলন্ত প্রমান। সে বিশ্বকাপে দেখা গেলো নেদারল্যান্ডসের মতো দল এর বিপক্ষে বাংলাদেশ দলকে হারতে হয়েছিল। আর কিছুদিন আগে এমারতে শারজা তে ২-১ সিরিজ হারতে হয়েছিল আফগানদের বিপক্ষে বাংলাদেশ দল। অথচ আমার জানামতে তাদের থেকে আমাদের দলকে বিভিন্নভাবে ফ্যাসিলিটি এবং অন্যান্য সকল সুযোগ সুবিধা বেশি দেওয়া হয় বাংলাদেশ দলকে। তারপরও আমরা কেন এত পিছিয়ে থাকবো বিশ্বদরবারে? বাংলাদেশ দল এখনো বড় কোনো টুর্নামেন্টে সেমি ফাইনাল পর্যন্ত খেলতে পারেনি, অথচ আফগানিস্তানের মতো দল ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে সেমি ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারছে। আর ২০০৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে ও কেনিয়ার মতো দল সেমিফাইনাল খেলেছিল তখন। আমরা সেদিক দিয়েও ব্যর্থ এখনো। যে দেশগুলো ভালো খেলে আসছে, তাদের নিজ মাঠিতে তেমন কোনো অনুশীলন করার সুযোগও নেই আমাদের মতো। তারপরও আজ আমরা এত পিছিয়ে রয়েছি যা কল্পনার বাইরে, ভাবতে গেলে। এখন তো মনে হচ্ছে আমাদের পঞ্চ পাণ্ডবরা যাওয়ার পর আরও খারাপ খেলতেছে বাংলাদেশ দল। আমাদের তো ভয় হচ্ছে বাংলাদেশ দলের অবস্থাটা যেন আবার লঙ্কানদের মতো না হয়। কেননা, তাদেরও গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন খেলোয়াড় একসাথে অবসর নেওয়ার পর দলের যে করুণ অবস্থা শুরু হয়ে গিয়েছিল যা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি এবং দলটা এখনো বিভিন্ন জায়গাতে ব্যর্থ হচ্ছে দারুণভাবে। যেমন কিছুদিন আগেও দক্ষিণ আফ্রিকা দলের বিপক্ষে লঙ্কানরা মাত্র ৪২ রানে অলআউট হয়ে গিয়েছে তাও আবার টেস্ট ক্রিকেটে। এমন করুণ অবসতা তাদের চলতেছে। তাই বাংলাদেশ দলের অবস্থাটাও যেন ভবিষ্যতে এমন না হয় সেদিকে এখন থেকেই সংশ্লিষ্ট সবাইকে নজরে রাখতে হবে। এমনিতে তো আমাদের দলের সমালোচনা করা লোকের অভাব নেই বিশ্ব দরবারে। সে হিসেবে আমাদের এখন থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে দলটা ভালো করার জন্য বিভিন্ন জায়গাতে। তাই আমি বর্তমান সরকার এবং ক্রীড়া উপদেষ্টার প্রতি দেশবাসীর পক্ষ থেকে অনুরোধ রাখতেছি, অন্তত পক্ষে আমাদের ক্রিকেট এর অবস্থাটা যেন ভবিষ্যতে ভালোর দিকে এগুতে পারে সেদিক দিয়ে একটু বিশেষ নজর দেওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে অনুরোধ রাখতেছি। কেননা, ক্রিকেট খেলাটা হচ্ছে আসলে আমাদের প্রাণের খেলা, ভালোবাসার খেলা তাই ক্রিকেট নিয়ে আমরা সবসময়ই পড়ে থাকি এবং তা নিয়ে একটু লেখা লেখি করে থাকি বৈকি। জয় হোক আমাদের ক্রিকেটের।

মোহাম্মদ রাসেদুল আলম (রাসেল), প্রযত্নে- আলম মঞ্জিল, কালাম উল্লাহ বাড়ি, মাইজভান্ডার আমতলী , ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম ৪৩৫২।

নিজেদের মাঠে ৬ টেস্টে ১ জয়, বিদেশের মাটিতে ৬ টেস্টে ৩ জয় বাংলাদেশের। একেই বুঝি বলে- (দেশের) বাইরে ফিটফাট, (দেশের) ভেতরে সদরঘাট!

সেরা সাফল্য তবুও একটু আক্ষেপ

মো. মুলতানুর রহমান

ওয়েস্ট হান্ডজের বিপক্ষে ১-১ এ ড্র হওয়া সিরিজ দিয়ে ২০২৩-২৫ আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের চলমান চক্রে শেষ হলো বাংলাদেশের মিশন। ৩১.২৫ শতাংশ পয়েন্ট নিয়ে এই মুহূর্তে পয়েন্ট তালিকার অষ্টম স্থানে অবস্থান করছে টাইগাররা, এক ধাপ পেছনে নয়ে রয়েছে ক্যারিবীয়রা (পয়েন্ট ২৪.২৪ শতাংশ)। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ৮ নম্বরে টিকে থাকা নিশ্চিত নয় বাংলাদেশের। ওয়েস্ট ইন্ডিজের এখনো দুটি টেস্ট খেলা বাকি। জানুয়ারিতে তাদের ওই দুই ম্যাচের প্রতিপক্ষ স্বাগতিক পাকিস্তান। কোনোভাবে উভয় ম্যাচেই জিততে পারলে বাংলাদেশকে টপকে ক্যারিবীয়রা উঠে আসবে আটে। সে ক্ষেত্রে নয় দলের মধ্যে নবম তথা সবার নিচেই ছিটকে পড়বে বাংলাদেশ।

চূড়ান্তভাবে পয়েন্ট তালিকার যেখানেই জায়গা স্থির হোক না কেন বাংলাদেশের, তাতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ, টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ইতিহাসে ইতিমধ্যেই সেরা সাফল্য অর্জন করা হয়ে গেছে টাইগারদের। এবারের চক্রে নির্ধারিত ১২ টেস্টের মধ্যে ৮টিতে হেরেছে বাংলাদেশ, জিতেছে ৪ ম্যাচে (পাকিস্তানের সঙ্গে ২ জয় এবং নিউজিল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ১টি করে)। ২ ম্যাচের মোট ৬ সিরিজের মধ্যে একটিতে (পাকিস্তানের বিপক্ষে) শেষ হাসি হাসা বাংলাদেশ ড্র করেছে ২টি সিরিজ (নিউজিল্যান্ড ও ওয়েস্ট হান্ডজের সঙ্গে) এবং শ্রীলঙ্কা, ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে অন্য ৩ সিরিজে পরাজিত হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, তৃতীয় টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশের পাওয়া ৪টি ম্যাচ জয় এবং একটি সিরিজ জিতে নেওয়া ছাপিয়ে গেছে আগের সব অর্জন।

একটু পেছনে ফিরে তাকালে দেখা যাবে, ৯ দলকে নিয়ে আয়োজিত দীর্ঘ সংস্করণের ক্রিকেটে দুই বছর মেয়াদি এই বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার প্রথম দুই আসরেই পয়েন্ট তালিকার একেবারে তলানিতে ছিল বাংলাদেশ। ২০১৯-২১ সময়কালে অনুষ্ঠিত প্রথম আসরে করোনা সংক্রমণের কারণে গোটা বিশ্ব স্থবির হয়ে পড়ায় বাংলাদেশ খেলতে পেরেছিল মোটে ৭ ম্যাচ এবং ৬ হারের বিপরীতে ১ ম্যাচে ড্র করাই ছিল সান্ত্বনা! পরের চক্রে (২০২১-২৩) ১২ ম্যাচের মধ্যে কেবল ১টিতে জয়ের মুখ দেখা বাংলাদেশ হেরেছিল ১০ ম্যাচে এবং অমীমাংসিত রাখতে সমর্থ হয়েছিল ১ ম্যাচ। আগের দুই আসর মিলিয়ে মাত্র ১ ম্যাচ জেতা এবং ২ ম্যাচ ড্র করা বাংলাদেশের জন্য এবারের চক্রে ৪টি ম্যাচে জয় পাওয়া নিঃসন্দেহে সেরা সাফল্য।

প্রাপ্তির মাঝে অপ্রাপ্তির হাহাকার

গত বছরের ডিসেম্বরে সিলেটে পূর্ণ শক্তির নিউজিল্যান্ডকে ১৫০ রানে হারিয়ে জয়ে রাঙানো শুরু, এবারের ডিসেম্বরে কিংস্টনে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ১০১ রানে ধরাশায়ী করে বিজয়ের আনন্দে শেষ- তৃতীয় টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশের যাত্রা ও সমাপ্তি পর্ব হয়েছে মধুর। মজার ব্যাপার হলো, উভয় ম্যাচই কিন্তু শুরু

সবচেয়ে বেশি ৪০ উইকেট শিকার করেছেন বাঁহাতি স্পিনার তাইজুল ইসলাম

হয়েছিল নভেম্বরে। মাঝে পাকিস্তান সফরে গিয়ে পাকিস্তানকে রাওয়ালপিন্ডিতে পরপর দুই টেস্টে হারানোর অবিশ্বাস্য কীর্তিও গড়েছে বাংলাদেশ। এত সব প্রাপ্তির মধ্যেও কিন্তু বেজে উঠছে ঘরের মাঠে প্রত্যাশিত পারফরম্যান্স করতে না পারার অপ্রাপ্তির হাহাকার!

ক্রিকেটের যেকোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সাধারণত স্বাগতিক দল হোম কন্ডিশনের ফায়দা নিয়ে লাভবান হয়। কিন্তু কেন যেন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সেটা হয় উল্টো! বেশির ভাগ সময়ই হোম কন্ডিশন বুমেরাং হয়ে যায় বাংলাদেশের জন্য, যার অকাট্য প্রমাণ এবারের টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ। পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, তৃতীয় চক্রে বিদেশে খেলা ৬ টেস্টের ৩টিতেই জিতেছে বাংলাদেশ। অথচ নিজেদের আঙিনায় ৬ টেস্ট খেলে বাংলাদেশের জয় সংখ্যা মাত্র ১! দেশের মাটিতে অন্তত গোটা দুয়েক ম্যাচ ড্র করতে পারলেও পয়েন্ট তালিকার শেষ আটে থেকে শেষ করা নিয়ে ভাবতে হতো না। আরেকটু পিছিয়ে গেলে যে তথ্যটা মিলবে, তা হলো নিজের ডেরায় টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের দলগুলোর বিপক্ষে খেলা সবশেষ ১৪ টেস্টের ১২টিতেই হেরেছে বাংলাদেশ!

২০২৩-২৫ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের সূচি চূড়ান্তের পর যখন শুরু করেছিল বাংলাদেশ, তখন বাইরের মাঠে জয় নিয়ে কোনো আশার বাণী শোনা যায়নি। জয়ের ভাবনা ছিল ঘরের মাঠের ম্যাচগুলো ঘিরে। অধিনায়ক নাজমুল হাসান শান্ত ও তখনকার কোচ চন্ডিকা হাথুরুসিংহে বিদেশের মাটিতে কেবল লড়াই ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা বলেছিলেন। দেশের বাইরে অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবে পাকিস্তানে জোড়া জয় এবং সবশেষ ওয়েস্ট ইন্ডিজে দ্বিতীয় টেস্টে বিজয়ী হওয়ার ঘটনার দেখা মিললেও নিজেদের আঙিনায় প্রত্যাশার ছিঁটেফোটাও বাস্তবায়ন করতে পারেনি বাংলাদেশ।

ভালো কিছুর আশা ছিল যে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে, গত মার্চ-এপ্রিলের সেই সিরিজে বাংলাদেশ ন্যূনতম প্রতিরোধই গড়তে পারেনি। সিলেটে ৩২৮ রানে জেতার পর লঙ্কানরা চট্টগ্রামে বাংলাদেশকে পরাজিত করে ১৯২ রানের ব্যবধানে। অক্টোবর-নভেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সুবর্ণ সুযোগ হারায় টাইগাররা। অনভিজ্ঞ প্রোটিয়াদের সঙ্গে জেতা তো দূরের কথা উল্টো তারা হয়

তৃতীয় টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ রান করেছেন মেহেদী হাসান মিরাজ, পাশাপাশি নিয়েছেন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৯ উইকেটও

হোয়াইটওয়াশ! মিরপুরে প্রথম টেস্টে ৭ উইকেটে পরাজয়ের পর চট্টগ্রামে দ্বিতীয় টেস্টে ইনিংস ও ২৭৩ রানের লজ্জাজনক পরাজয় 'হজম' করতে হয় বাংলাদেশকে। নিজেদের মাঠে বাংলাদেশের সবচেয়ে 'ছোট' হারটাও ৪ উইকেটে, গত বছরের ডিসেম্বরে মিরপুরে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে।

ঘরের মাটিতে বাংলাদেশের এমন হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পেছনে ব্যাটিং-বোলিংয়ে ব্যর্থতার পাশাপাশি বড় ভূমিকা রেখেছে বাজে ফিল্ডিং, বিশেষ করে গণহারে ক্যাচ মিস। যে ৫টি হোম ম্যাচ হেরেছে বাংলাদেশ, সেখানে অন্তত ১৭টি ক্যাচ হাতছাড়া করেছেন 'তৈলাক্ত' হাত নিয়ে খেলতে নামা ফিল্ডাররা। এর অন্তত অর্ধেকও যদি তাঁরা ঠিকঠাক জমাতে পারতেন হাতে, তবে কিছু ম্যাচের দৃশ্যপট বদলে যেতে পারত। উদাহরণ হিসেবে একটা ম্যাচের কথা বলা যাক, নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে মিরপুরে ৬৯ রানেই ৬ উইকেট তুলে নিয়েছিলেন বাংলাদেশের বোলাররা। ব্ল্যাক ক্যাপসদের চতুর্থ ইনিংসে জয়ের জন্য ১৩৭ রানের লক্ষ্যকে তখন মনে হচ্ছিল অনেক দূরের বাতিঘর। নিউজিল্যান্ডের ওই টালমাটাল অবস্থায় রানের খাতা খোলার আগে 'জীবন' পাওয়া গ্লেন ফিলিপস শেষ পর্যন্ত অপরাজিত ৪০ রান করে দলকে জিতিয়ে 'ক্যাচ মিস তো ম্যাচ মিস' কথাটি কঠিনভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন বাংলাদেশকে।

ব্যাটিংয়ে মিরাজ, বোলিংয়ে তাইজুল

নাজমুল হোসেন শান্ত ইনজুরিতে পড়ায় অনেকটা 'ঠেকায় পড়ে' ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে বাংলাদেশের অধিনায়কত্ব তুলে দেওয়া হয় মেহেদী হাসান মিরাজের হাতে। কিন্তু এই অফস্পিন অলরাউন্ডার এবারের টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে বোলিং ও ব্যাটিংয়ে দলের হাল আগেই তুলে নিয়েছেন নিজের কাঁধে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে তৃতীয় চক্রে বাংলাদেশের হয়ে সবচেয়ে বেশি রান করেছেন মিরাজ। লোয়ার অর্ডারে নেমেও ১২ ম্যাচের ২২ ইনিংসে ৫টি হাফ সেঞ্চুরির (সর্বোচ্চ ৯৭) সাহায্যে ৩৭.২১ গড়ে ৭০৭ রান এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৬২১ রান (১২ ম্যাচের ২৩ ইনিংসে, গড় ২৯.৫৭, সেঞ্চুরি ১টি, ফিফটি ৫টি) করেছেন 'টেস্ট স্পেশালিস্ট' মুমিনুল হক এবং তিনে থাকা নাজমুল হোসেন শান্তর রান ৪৮৩ (১০ ম্যাচের ১৯ ইনিংসে ২৫.৪২ গড়ে, সেঞ্চুরি ১টি, ফিফটি ১টি)।

'মূল কাজ' অর্থাৎ অফস্পিনের ক্যারিশমায় মিরাজ ২২ ইনিংসে ৩৪.১৫ গড়ে শিকার করেছেন ৩৯ উইকেট। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে 'ফাইফার' অর্জন করে তাইজুল ইসলাম এক ধাপ ছাড়িয়ে গেছেন মিরাজকে, বাঁহাতি স্পিনের সৌজন্যে এবারের চক্রে ৯ টেস্টের ১৭ ইনিংসে ২৯.৮৫ গড়ে পেয়েছেন বাংলাদেশের পক্ষে সর্বোচ্চ ৪০ উইকেট। তৃতীয় সর্বোচ্চ ৩০ উইকেট (৯ টেস্টের ১৬ ইনিংসে ২৮.৩০ গড়ে) নিয়েছেন ডানহাতি পেসার হাসান মাহমুদ। বোলিংয়ে শুধু 'বাঁহাতের খেল' দেখিয়েই ক্ষান্ত হননি তাইজুল, একইসঙ্গে ব্যাট হাতেও যথেষ্ট দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে ১৮ ইনিংসে ১৪.৬৮ গড়ে করেছেন ২৩৫ রান। তৃতীয় টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের শুরু (বিপক্ষ নিউজিল্যান্ড) এবং শেষে (বিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ) বাংলাদেশের দুই জয়ে প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের পুরস্কারও উঠেছে তাইজুলের হাতে। টাইগারদের জয় পাওয়া অন্য দুই ম্যাচের সেরা হয়েছেন মুশফিকুর রহিম (পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম টেস্টে) ও লিটন দাস পাকিস্তানের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টে)।

তৃতীয় টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ১২ ম্যাচে বাংলাদেশের পারফরম্যান্স...

নং	ভেন্যু	প্রথমে ব্যাটিং করা দল	পরে ব্যাটিং করা দল	ম্যাচ শুরুর তারিখ	ফল
১.	সিলেট	বাংলাদেশ ৩১০/১০ ও ৩৩৮/১০	নিউজিল্যান্ড ৩১৭/১০ ও ১৮১/১০	২৮ নভেম্বর ২০২৩	বাংলাদেশ ১৫০ রানে জয়ী
২.	মিরপুর	বাংলাদেশ ১৭২/১০ ও ১৪৪/১০	নিউজিল্যান্ড ১৮০/১০ ও ১৩৯/৬	৬ ডিসেম্বর ২০২৩	নিউজিল্যান্ড ৪ উইকেটে জয়ী
৩.	সিলেট	শ্রীলঙ্কা ২৮০/১০ ও ৪১৮/১০	বাংলাদেশ ১৮৮/১০ ও ১৮২/১০	২২ মার্চ ২০২৪	শ্রীলঙ্কা ৩২৮ রানে জয়ী
৪.	চট্টগ্রাম	শ্রীলঙ্কা ৫৩১/১০ ও ১৫৭/৭	বাংলাদেশ ১৭৮/১০ ও ৩১৮/১০	৩০ মার্চ ২০২৪	শ্রীলঙ্কা ১৯২ রানে জয়ী
৫.	রাওয়ালপিন্ডি	পাকিস্তান ৪৪৮/৬ ও ১৪৬/১০	বাংলাদেশ ৫৬৫/১০ ও ৩০/০	২১ আগস্ট ২০২৪	বাংলাদেশ ১০ উইকেটে জয়ী
৬.	রাওয়ালপিন্ডি	পাকিস্তান ২৭৪/১০ ও ১৭২/১০	বাংলাদেশ ২৬২/১০ ও ১৮৫/৪	৩০ আগস্ট ২০২৪	বাংলাদেশ ৬ উইকেটে জয়ী
৭.	চেন্নাই	ভারত ৩৭৬/১০ ও ২৮৭/৪	বাংলাদেশ ১৪৯/১০ ও ২৩৪/১০	১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪	ভারত ২৮০ রানে জয়ী
৮.	কানপুর	বাংলাদেশ ২৩৩/১০ ও ১৪৬/১০	ভারত ২৮৫/৯ ও ৯৮/৩	২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪	ভারত ৭ উইকেটে জয়ী
৯.	মিরপুর	বাংলাদেশ ১০৬/১০ ও ৩০৭/১০	দ.আফ্রিকা ৩০৮/১০ ও ১০৬/৩	২১ অক্টোবর ২০২৪	দ.আফ্রিকা ৭ উইকেটে জয়ী
১০.	চট্টগ্রাম	দক্ষিণ আফ্রিকা ৫৭৫/৬	বাংলাদেশ ১৫৯/১০ ও ১৪৩/১০	২৯ অক্টোবর ২০২৪	দ.আফ্রিকা ইও২৭৩ রানে জয়ী
১১.	অ্যান্টিগা	ও. ইন্ডিজ ৪৫০/৯ ও ১৫২/১০	বাংলাদেশ ২৬৯/৯ ও ১৩২/১০	২২ নভেম্বর ২০২৪	ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২০১ রানে জয়ী
১২.	জ্যামাইকা	বাংলাদেশ ১৬৪/১০ ও ২৬৮/১০	ও.ইন্ডিজ ১৪৬/১০ ও ১৮৫/১০	৩০ নভেম্বর ২০২৪	বাংলাদেশ ১০১ রানে জয়ী

২০১৭ সালের জানুয়ারিতে ওয়েলিংটনে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট অভিষেকের পর এ পর্যন্ত ১৭ ম্যাচ খেলেছেন তাসকিন আহমেদ। প্রায় আট বছরের টেস্ট ক্যারিয়ারে কখনো প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ অ্যাওয়ার্ড পাননি বাংলাদেশের এই ডানহাতি পেসার। এবার অবশ্য আরও 'বড়টা' পেয়েছেন তিনি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ১-১ এ ড্র হওয়া বাংলাদেশের এবারের টেস্ট সিরিজের ২ ম্যাচে ১৮.৬৩ গড়ে এই সংস্করণে প্রথম ফাইফারসহ (৬/৬৪) মোট ১১ উইকেট নেওয়ার সুবাদে প্লেয়ার অব দ্য সিরিজ বিবেচিত হয়েছেন তাসকিন। তবে সিরিজসেরার পুরস্কার পুরোটা নয়, তিনি পেয়েছেন অর্ধেকটা! আর বাকি অর্ধেক উঠেছে জেইডেন সিলসের হাতে। কারণ, ২ ম্যাচে ১৩.৮০ গড়ে ১০ উইকেট পাওয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজের তরুণ এই ডানহাতি পেসারকেও তাসকিনের সঙ্গে যুগ্মভাবে সিরিজের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত করেছেন অ্যাডজুডিকেটররা।

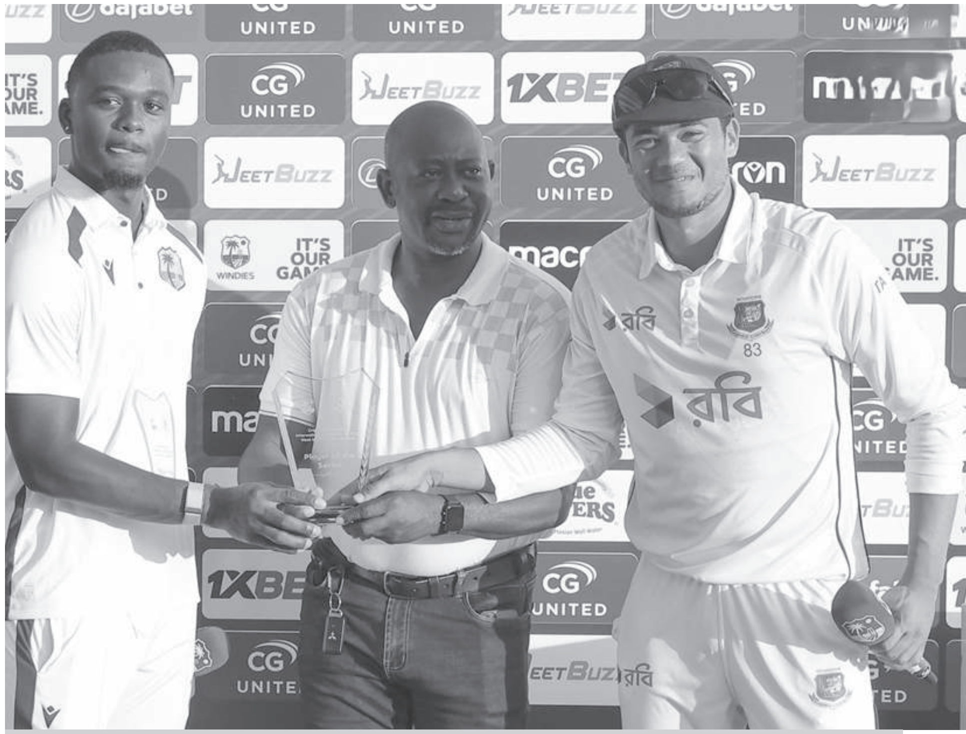

ওয়েস্ট ইন্ডিজের জেইডেন সিলসের সঙ্গে যুগ্মভাবে নির্বাচিত হওয়া প্লেয়ার অব দ্য সিরিজের ট্রফি হাতে উৎফুল্ল তাসকিন আহমেদ

সিরিজসেরার 'অর্ধেক' পুরস্কার!

মো. মুলতানুর রহমান

গত বছর সাময়িকভাবে টেস্ট থেকে অবসর নিলেও এখন থেকে নিয়মিতভাবে লাল বলের ক্রিকেট খেলতে চান তাসকিন আহমেদ

'ভাগাভাগি ফর্মুলায়' প্লেয়ার অব দ্য সিরিজ হয়ে তাসকিন আহমেদ মনে করিয়ে দিয়েছেন জাভেদ ওমর বেলিম ও তামিম ইকবালকে। টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের এই দুই খেলোয়াড়েরও রয়েছে যৌথভাবে সিরিজসেরার পুরস্কার পাওয়ার ভিন্নধর্মী অভিজ্ঞতা। ২০০৫ সালের মে-জুন মাসে টেস্ট খেলতে বাংলাদেশ দল প্রথমবার ইংল্যান্ড সফরে গিয়ে লর্ডসে প্রথম ম্যাচে ইনিংস ও ২৬১ রানে এবং চেস্টার লি স্ট্রিটে দ্বিতীয় ম্যাচে ইনিংস ও ২৭ রানে হেরে ২-০ তে হোয়াইটওয়াশ হয়েছিল। দুঃস্বপ্নের ওই সিরিজে বাংলাদেশের সান্ত্বনা ছিল ইংলিশ ওপেনার মার্কাস ট্রেসকোথিকের (২ ম্যাচের ২ ইনিংসে ১৭২.৫০ গড়ে ৩৪৫ রান, সর্বোচ্চ ১৯৪) সঙ্গে যুগ্মভাবে

টেস্টে বাংলাদেশের হয়ে প্লেয়ার অব দ্য সিরিজ হওয়া খেলোয়াড়দের তালিকা

খেলোয়াড়	প্রতিপক্ষ	স্বাগতিক	সময়কাল	পারফরম্যান্স
এনামুল হক জুনিয়র	জিম্বাবুয়ে	বাংলাদেশ	জানুয়ারি ২০০৫	২ ম্যাচে ১৬.৬৬ গড়ে ১৮ উইকেট, সেরা ৭/৯৫
জাভেদ ওমর*	ইংল্যান্ড	ইংল্যান্ড	মে-জুন ২০০৫	২ ম্যাচে ৩৮.৭৫ গড়ে ১৫৫ রান, সর্বোচ্চ ৭১
সাকিব আল হাসান	ও. ইন্ডিজ	ও.ইন্ডিজ	জুলাই ২০০৯	২ ম্যাচে ৫৩.০০ গড়ে ১৫৯ রান ও ১৩ উইকেট
তামিম ইকবাল*	ইংল্যান্ড	ইংল্যান্ড	মে-জুন ২০১০	২ ম্যাচে ৬৭.০০ গড়ে ২৬৮ রান, সর্বোচ্চ ১০৮
সাকিব আল হাসান	ও. ইন্ডিজ	বাংলাদেশ	অক্টো-নভে.২০১১	২ ম্যাচে ৫৬.০০ গড়ে ১৬৮ রান ও ১০ উইকেট
রবিউল ইসলাম	জিম্বাবুয়ে	জিম্বাবুয়ে	এপ্রিল ২০১৩	২ ম্যাচে ১৯.৫৩ গড়ে ১৫ উইকেট, সেরা ৬/৭১
মুমিনুল হক সৌরভ	নিউজিল্যান্ড	বাংলাদেশ	অক্টোবর ২০১৩	২ ম্যাচে ১৮৮.০০ গড়ে ৩৭৬ রান, সর্বোচ্চ ১৮১
সাকিব আল হাসান	জিম্বাবুয়ে	বাংলাদেশ	অক্টো-নভে.২০১৪	৩ ম্যাচে ৪১.৮৩ গড়ে ২৫১ রান ও ১৮ উইকেট
মেহেদি হাসান মিরাজ	ইংল্যান্ড	বাংলাদেশ	অক্টোবর ২০১৬	২ ম্যাচে ১৫.৬৩ গড়ে ১৯ উইকেট, সেরা ৬/৭৭
সাকিব আল হাসান	শ্রীলঙ্কা	শ্রীলঙ্কা	মার্চ ২০১৭	২ ম্যাচে ৪০.৫০ গড়ে ১৬২ রান ও ৯ উইকেট
তাইজুল ইসলাম	জিম্বাবুয়ে	বাংলাদেশ	নভেম্বর ২০১৮	২ ম্যাচে ২০.৫৫ গড়ে ১৮ উইকেট, সেরা ৬/১০৮
সাকিব আল হাসান	ও. ইন্ডিজ	বাংলাদেশ	নভেম্বর-ডিসে.২০১৮	২ ম্যাচে ৩৮.৩৩ গড়ে ১১৫ রান ও ৯ উইকেট
তাইজুল ইসলাম	নিউজিল্যান্ড	বাংলাদেশ	নভেম্বর-ডিসে.২০২৩	২ ম্যাচে ২০.৪০ গড়ে ১৫ উইকেট, সেরা ৬/৫৭
মেহেদী হাসান মিরাজ	পাকিস্তান	পাকিস্তান	আগস্ট-সেপ্টে.২০২৪	২ ম্যাচে ৭৭.৫০ গড়ে ১৫৫ রান ও ১০ উইকেট
তাসকিন আহমেদ	ও.ইন্ডিজ	ও.ইন্ডিজ	নভেম্বর-ডিসে.২০২৪	২ ম্যাচে ১৮.৬৩ গড়ে ১১ উইকেট, সেরা ৬/৬৪

* জাভেদ ওমর বেলিম ইংল্যান্ডের মার্কাস ট্রেসকোথিকের সঙ্গে, তামিম ইকবাল ইংল্যান্ডের স্টিভেন ফিনের সঙ্গে এবং তাসকিন আহমেদ ওয়েস্ট ইন্ডিজের জেইডেন সিলসের সঙ্গে যুগ্মভাবে সিরিজসেরার পুরস্কার পেয়েছেন

জাভেদ ওমর বেলিমের প্লেয়ার অব দ্য সিরিজ হওয়া। বাংলাদেশের এই ডানহাতি ওপেনার ২ ম্যাচের ৪ ইনিংসে (৬০ বলে ২২ ও ৪৪ বলে ২৫ এবং ৮৩ বলে ৩৭ ও ১০৮ বলে ৭১) করেছিলেন সাকুল্যে ১৫৫ রান। অ্যাডজুডিকেটররা জাভেদের রান সংখ্যার চেয়ে ভয়ংকর পেস অ্যাটাক সমৃদ্ধ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তখনকার নবীন টেস্ট খেলুড়ে দেশের একজন ওপেনিং ব্যাটসম্যানের বুক চিতিয়ে সাহসী লড়াই করার মানসিকতার প্রতি সম্মান জানিয়ে ওই পুরস্কার দিয়েছিলেন।

আবারও সেই ইংল্যান্ড। ২০১০ সালের মে-জুনে আবারও ইংল্যান্ড সফরে গিয়ে বাংলাদেশ হেরেছিল উভয় টেস্টে। ওই সিরিজে ব্যাটিং বীরত্ব দেখিয়েছিলেন তামিম ইকবাল। লর্ডসে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৬২ বলে ৫৫ রানে আউট হওয়া তামিম দ্বিতীয় ইনিংসে খেলেছিলেন ১০০ বলে ১০৩ রানের বিস্ফোরক একটা ইনিংস। তবু বাংলাদেশের কপালে জোটে ৮ উইকেটের পরাজয়। ম্যানচেস্টারে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে ১১৪ বলে ১০৮ রানের আরেকটি দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন বাংলাদেশের বাঁহাতি ওপেনার, দ্বিতীয় ইনিংসে অবশ্য ২ রানের বেশি করতে পারেননি। ম্যাচে বাংলাদেশ হারে ইনিংস ও ৮০ রানের ব্যবধানে। ২ ম্যাচের ৪ ইনিংসে ২টি সেঞ্চুরির সাহায্যে ৬৭.০০ গড়ে ২৬৮ রান করে সিরিজের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হয়েছিলেন তামিম। অন্যদিকে ইংল্যান্ডের ডানহাতি পেসার স্টিভেন ফিন ৪ ইনিংসে শিকার করেন সিরিজের সর্বোচ্চ ১৫ উইকেট। প্লেয়ার অব দ্য সিরিজের পুরস্কার ভাগাভাগি করে দেওয়া হয়েছিল তামিম ও ফিনকে। উল্লেখ্য, পরবর্তী সময়ে জাভেদ ওমর ও তামিম ইকবাল টেস্টে আর কখনোই সিরিজসেরা হতে পারেননি।

টেস্টে বাংলাদেশের প্রথম পেস বোলার হিসেবে প্লেয়ার অব দ্য সিরিজের পুরস্কার জিতেছিলেন রবিউল ইসলাম শিপলু

সিলসের সঙ্গে পুরস্কার এবং জাভেদ ও তামিমের সঙ্গে রেকর্ড ভাগাভাগি করার মতো আরেকটা অর্জনেরও যুগ্ম অংশীদার হয়েছেন তাসকিন আহমেদ। ইতিপূর্বে বাংলাদেশের একমাত্র পেস বোলার হিসেবে টেস্টে প্লেয়ার অব দ্য সিরিজ হওয়ার কীর্তি ছিল রবিউল ইসলাম শিপলুর। ২০১৩ সালের এপ্রিলে জিম্বাবুয়ে সফরে গিয়ে স্বাগতিকদের বিপক্ষে ১-১ এ টেস্ট সিরিজ ড্র করেছিল বাংলাদেশ। ৪ ইনিংসে ১৯.৫৩ গড়ে সিরিজের সর্বোচ্চ ১৫ উইকেট নেওয়ার সুবাদে প্লেয়ার অব দ্য সিরিজের পুরস্কার জিতেছিলেন বাংলাদেশের এই ডানহাতি পেসার। মাত্র ৯ টেস্টেই (৩৯.৬৮ গড়ে ২৫ উইকেট) ক্যারিয়ার থমকে যাওয়া রবিউলের কথাও নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশের দ্বিতীয় পেসার হিসেবে সিরিজসেরা হওয়া তাসকিন। কাকতালীয় ব্যাপার হলো, তাসকিনের মতো রবিউলও টেস্টে কখনো প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ হননি।

গত বছর (২০২৩ সালে) টেস্ট থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য অবসরের ঘোষণা দেওয়া তাসকিন আহমেদ কেবল সাদা বলের ক্রিকেটে মনোযোগী হওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। এরপর এ বছরের আগস্টে পাকিস্তান সফরে টেস্ট দলে ফেরানো হয় তাঁকে। রাওয়ালপিন্ডিতে দ্বিতীয় টেস্টে মাঠে নেমে দুই ইনিংস মিলিয়ে ৪ উইকেট নিয়ে দীর্ঘদিন পর লাল বলে প্রত্যাবর্তনকে স্মরণ করে রাখেন। এরপর ভারতের বিপক্ষে চেন্নাই টেস্টে ৪ উইকেট পাওয়ার পর ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে ২ ম্যাচে ১১ উইকেট নিয়ে দারুণ সাফল্য পেয়েছেন। শরীর সায় দিলে তাসকিন এখন থেকে টেস্টে নিয়মিতই খেলার আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

রেকর্ডের পাতা থেকে...

টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের হয়ে প্রথম প্লেয়ার অব দ্য সিরিজ হওয়ার রেকর্ড এনামুল হক জুনিয়রের। ২০০৫ সালের জানুয়ারিতে ঘরের মাঠে ২ ম্যাচের সিরিজে জিম্বাবুয়েকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়ে প্রথমবার ঐতিহাসিক টেস্ট সিরিজ জিতেছিল বাংলাদেশ। ওই সিরিজে ১৮ উইকেট নিয়ে সিরিজসেরা হয়েছিলেন এই বাঁহাতি স্পিনার। এনামুল থেকে তাসকিন- এই সংস্করণে সিরিজ সেরার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন বাংলাদেশের মোট ৯ জন খেলোয়াড়। এর মধ্যে সাকিব আল হাসান একাই ৫ বার, মেহেদী হাসান মিরাজ ও তাইজুল ইসলাম ২ বার করে এবং এনামুল হক জুনিয়র, জাভেদ ওমর বেলিম, তামিম ইকবাল, রবিউল ইসলাম, মুমিনুল হক ও তাসকিন আহমেদ একবার করে প্লেয়ার অব দ্য সিরিজ হয়েছেন।

পঞ্চপাণ্ডবকে ছাড়া এই প্রথম টেস্ট জয়

মো. মনির উদ্দিন

প্রথম টেস্টে ২০১ রানে হারার পর কিংস্টনে দ্বিতীয় ম্যাচে ঘুরে দাঁড়িয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ১০১ রানে হারিয়ে ১-১ এ সিরিজ ড্র করেছে বাংলাদেশ। ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে এটি বাংলাদেশের পঞ্চম টেস্ট জয়, দেশটির মাটিতে জয় এলো ১৫ বছর পর এবং এই সংস্করণে ১৫০তম ম্যাচে ২২ নম্বর জয়ের দেখা পেল বাংলাদেশ। মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বে 'নতুন চেহারার বাংলাদেশের' এমন সাফল্য সত্যিই অভূতপূর্ব। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হলো বাংলাদেশের ক্রিকেটের আলোচিত 'পঞ্চপান্ডবকে' ছাড়া এবারই প্রথম জয় তুলে নিল টাইগাররা। মাশরাফি মুর্তজা, তামিম ইকবাল, মাহমুদউল্লাহ, সাকিব আল হাসান ও মুশফিকুর রহিম- এর আগে পাওয়া বাংলাদেশের ২১টি টেস্ট জয়ের প্রতিটিতেই তাঁদের কারও না কারও উপস্থিতি ছিলই।

ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে প্রথম থেকে ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশের টেস্ট জয়ের সিন্ধু সেঁচে পঞ্চপান্ডবদের মধ্যে কে কোন ম্যাচে খেলেছিলেন এবং তাঁদের পারফরম্যান্সের বিস্তারিত চিত্র তুলে আনা হয়েছে এই প্রতিবেদনে...

১.

২০০৫ সালের জানুয়ারিতে চট্টগ্রামের এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে জিম্বাবুয়েকে ২২৬ রানে হারিয়ে টেস্ট ক্রিকেটে নিজেদের ইতিহাসের প্রথম জয় পেয়েছিল বাংলাদেশ। হাবিবুল বাশার সুমনের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের একাদশে ছিলেন মাশরাফি মুর্তজা এবং দলের স্মরণীয় ওই জয়ে ব্যাটে-বলে মোটামুটি অবদানও রেখেছিলেন তিনি (৪৪ বলে ৪৮ ও ১৬ বলে ১৯ এবং ৩১-১২-৫৯-৩ ও ১৭-৪-৪৫-২)।

২.

২০০৯ সালের জুলাইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে গিয়ে বোর্ডের সঙ্গে খেলোয়াড়দের বেতন-ভাতা নিয়ে বিরোধের কারণে দ্বিতীয় সারির ক্যারিবীয় দলকে সামনে পেয়েছিল বাংলাদেশ। কিংসটাউনে প্রথম টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৯৫ রানে হারিয়েছিল বাংলাদেশ, যা এই সংস্করণে বিদেশের মাঠে টাইগারদের প্রথম জয়। বাংলাদেশের সাদা জার্সি গায়ে ওই একটা ম্যাচেই পঞ্চপান্ডবের সবাই একত্রে খেলেছিলেন। অধিনায়কত্বের অভিষেক হওয়া মাশরাফি মুর্তজা (৫২ বলে ৩৯ এবং ৬.৩-০-২৬-০) চোটে পড়ে দ্বিতীয় দিন সেই যে মাঠ ছেড়েছিলেন, আর কখনোই টেস্টে ফিরতে পারেননি। মাশরাফির অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেওয়া সাকিবের পারফরম্যান্স ছিল মোটামুটি (২৩ বলে ১৭ ও ৪৮ বলে ৩০ এবং ৩৫-১০-৭৬-২ ও ২৮.১-১১-৩৯-৩)। মুশফিকুর রহিমও (৮১ বলে ৩৬ ও ৯৭ বলে ৩৭) তেমন সুবিধা করতে পারেননি। তবে ব্যাটিংয়ে ব্যর্থ (২৮ বলে ৯ ও ২৯ বলে ৮) হলেও বল হাতে অভিষেক রাঙিয়েছিলেন মাহমুদউল্লাহ (১৯.৪-২-৫৯-৩ ও ১৫-৪-৫১-৫)। ৬৬ বলে ১৪ ও ২৪৩ বলে ১২৮- দুর্দান্ত ব্যাটিং করে ম্যাচসেরা হয়েছিলেন তামিম ইকবাল।

৩.

সেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরেই গ্রেনাডায় দ্বিতীয় টেস্টে ৪ উইকেটে জিতে দেশের বাইরে প্রথম সিরিজ জয়ের স্বাদ পায় বাংলাদেশ। অধিনায়ক হিসেবে শুরু করা সাকিব আল হাসান ব্যাটে-বলে অলরাউন্ডিং নৈপুণ্য দেখিয়ে প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার পেয়েছিলেন (২১.১-৭-৫৯-৩ ও ২৪.৫-৩-৭০-৫ এবং ৫৩ বলে ১৬ ও ৯৭ বলে অপরাজিত ৯৬)। দলে ছিলেন তামিম ইকবাল (৫৯ বলে ৩৭ ও ৪২ বলে ১৮), মুশফিকুর রহিম (৫৮ বলে ৪৮ ও ৩১ বলে ১২) ও মাহমুদউল্লাহ (১৩-২-৪৪-৩ ও ১৫-১-৩৭-১ এবং ৮২ বলে ২৮ ও ২ বলে অপরাজিত ০)।

৪.

২০১৩ সালের এপ্রিলে জিম্বাবুয়ে সফরে গিয়ে বাংলাদেশ প্রথম টেস্টে পরাজিত হওয়ার পর হারারেতে দ্বিতীয় টেস্ট ১৪৩ রানে জিতে সিরিজ ড্র করে। প্রথম ইনিংসে ১৬৫ বলে ৬০ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ১৫৩ বলে ৯৩ রানের চমৎকার দুটো ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা হয়েছিলেন মুশফিকুর রহিম। উভয় ইনিংসে হাফ সেঞ্চুরির (১১৮ বলে ৮১ ও ১০৪ বলে ৫৯) পাশাপাশি সাকিব আল হাসান বল হাতেও (১৯-৪-৬৬-১ ও ১১.৩-০-৫২-৩) ভালো করেছিলেন। অবশ্য তামিম ইকবালের পারফরম্যান্স (৭৯ বলে ৪৯ ও ১৮ বলে ৭) অতটা উজ্জ্বল ছিল না।

৫.

২০১৪ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে বাংলাদেশ সফরে আসা জিম্বাবুয়েকে টেস্টে ৩-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ করে টাইগাররা। মিরপুরে প্রথম টেস্টে মুশফিক বাহিনীর জয় আসে ৩ উইকেটে। চার পান্ডবের মধ্যে তামিম ইকবাল (১০ বলে ৫ ও ৮ বলে ০) মোটেও সুবিধা করতে পারেননি। সাকিব আল হাসান ব্যাটিংয়ে ব্যর্থ (৮ বলে ৫ ও ২১ বলে ১৫) হলেও বল হাতে পুষিয়ে দিয়েছেন (২৪.৫-৫-৫৯-৬ ও ১০-২-৪৪-১)। প্রথম ইনিংসে ১২৬ বলে ৬৪ রান করা মুশফিকুর রহিমের দ্বিতীয় ইনিংসে ৬৩ বলে অপরাজিত ২৩ রান ছিল ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। ভালো ব্যাটিং করেছিলেন মাহমুদউল্লাহ (১৬০ বলে ৬৩ ও ৫০ বলে ২৮)।

৬.

ওই সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে খুলনায় জিম্বাবুয়েকে ১৬২ রানে হারায় বাংলাদেশ। একই ম্যাচে সেঞ্চুরি ও উভয় ইনিংসে ৫ উইকেট করে মোট ১০ উইকেটের 'ডাবল' কীর্তি গড়ে প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ হয়েছিলেন সাকিব (১৮০ বলে ১৩৭ ও ৫ বলে ৬ এবং ৪১-১১-৮০-৫ ও ১৮-৫-৪৪-৫)। সেঞ্চুরি এসেছিল তামিম ইকবালের ব্যাট থেকে (৩৩২ বলে ১০৯ ও ২৫ বলে ২০)। অধিনায়ক মুশফিক ছিলেন ব্যর্থ (৩৬ বলে ১১ ও ১ বলে ০)। জোড়া

হাফ সেঞ্চুরি করেছিলেন মাহমুদউল্লাহ (১৫২ বলে ৫৬ ও ১৫৮ বলে ৭১)।

৭.

সেবার চট্টগ্রামে তৃতীয় টেস্টে জিম্বাবুয়েকে ১৮৬ রানে হারিয়ে 'ধবলধোলাইয়ের' স্বাদ পায় বাংলাদেশ। ১৭১ বলে ১০৯ ও ১৪২ বলে ৬৫- দারুণ খেলেছিলেন বাঁহাতি ওপেনার তামিম ইকবাল। অন্য তিন জনের নৈপুণ্য ছিল এ রকম- সাকিব আল হাসান (১১০ বলে ৭১ ও ৩১ বলে ১৭ এবং ২৫-৪-৬৭-১ ও ১১-২-৩৫-০), মুশফিকুর রহিম (৩৬ বলে ১৫ ও ৩০ বলে ৪৬) ও মাহমুদউল্লাহ (৬৮ বলে ১৬ ও ২৮ বলে ৩০ এবং ৩-০-৭-০ ও ৪-১-৪-১)।

৮.

২০১৮ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশ সফরে এসে চট্টগ্রামে প্রথম টেস্টে হারতে হারতে ২২ রানে জিতে যায় ইংল্যান্ড। কিন্তু দ্বিতীয় টেস্টে আর রক্ষা পায়নি ইংলিশরা, মিরপুরে বাংলাদেশ তুলে নেয় ১০৮ রানে স্মরণীয় জয়। ৬-এর নামতা গুনে ১২ উইকেট নিয়ে মেহেদী হাসান মিরাজ ম্যাচসেরা হলেও জয়ে অবদান ছিল সেঞ্চুরি করা তামিম (১৪৭ বলে ১০৪ ও ৪৭ বলে ৪০) ও অলরাউন্ডিং পারফর্ম করা সাকিবের (৩২ বলে ১০ ও ৮১ বলে ৪১ এবং ১৬-৫-৪১-১ ও ১৩-১-৪৯-৪)। যদিও সুবিধা করতে পারেননি একাদশে থাকা মুশফিক (১২ বলে ৪ ও ২৯ বলে ৯) মাহমুদউল্লাহ (২৬ বলে ১৩ ও ৫৭ বলে ৪৭)।

৯.

নিজেদের শততম টেস্টে বাংলাদেশ ৪ উইকেটের দারুণ এক জয় তুলে নিয়েছিল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে, ২০১৭ সালের মার্চে কলম্বোর পি সারা ওভালে। উভয় ইনিংসে ফিফটি (৯১ বলে ৪৯ ও ১২৫ বলে ৮২) করে ম্যাচসেরা হয়েছিলেন তামিম ইকবাল। সেঞ্চুরি ও ৬ উইকেট নিয়ে দুর্দান্ত খেলেছিলেন সাকিব (৩৩-৪-৮০-২ ও ৩৬.২-৯-৭৪-৪ এবং ১৫৯ বলে ১১৬ ও ৪৩ বলে ১৫)। মুশফিকের অবদানও (৮১ বলে ৫২ ও ৪৫ বলে অপরাজিত ২২) কম ছিল না। ওই ম্যাচে মাহমুদউল্লাহকে বাদ দেওয়ায় প্রচুর সমালোচনা হয়েছিল বাংলাদেশের তখনকার কোচ হাথুরুসিংহের।

১০.

ক্রিকেটের ঐতিহ্যবাহী দল অস্ট্রেলিয়াকে বাংলাদেশ টেস্টে হারানোর গৌরব অর্জন করে ২০১৭ সালের আগস্টে। মিরপুরে সিরিজের প্রথম টেস্টে নাটকীয়ভাবে ২০ রানে জয় তুলে নেয় টাইগাররা। ব্যাটে (১৩৩ বলে ৮৪ ও ১১ বলে ৫) এবং বলে (২৫.৫-৭-৬৮-৫ ও ২৮-৭-৮৫-৫) ক্যারিশমা দেখানো সাকিবের হাতে ওঠে ম্যাচসেরার পুরস্কার। তামিমের জোড়া ফিফটির (১৪৪ বলে ৭১ ও ১৫৫ বলে ৭৮) কথাও উল্লেখ করতে হয় আলাদাভাবে। অবশ্য অধিনায়ক মুশফিকের ব্যাট বেশ নিষ্প্রভ ছিল (৫০ বলে ১৮ ও ১১৪ বলে ৪১)।

১১.

২০১৮ সালের নভেম্বরে সফরকারী জিম্বাবুয়েকে মিরপুরে দ্বিতীয় টেস্টে ২১৮ রানের ব্যবধানে হারিয়ে ১-১ এ সিরিজ করে বাংলাদেশ। পঞ্চপান্ডবের মধ্যে ওই ম্যাচে থাকা 'দুই পান্ডব' দেখিয়েছিলেন ব্যাটিং তান্ডব! ৪২১ বলে অপরাজিত ২১৯ রান- ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ডাবল সেঞ্চুরি করে ম্যাচসেরা হন মুশফিকুর রহিম (দ্বিতীয় ইনিংসে ১৯ বলে ৭)। সেঞ্চুরি পেয়েছিলেন মাহমুদউল্লাহও (১১০ বলে ৩৬ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ১২২ বলে অপরাজিত ১০১)।

১২.

২০১৮ সালের নভেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে চট্টগ্রামে প্রথম টেস্টে বাংলাদেশ জয় তুলে নিয়েছিল ৬৪ রানে। সাকিব আল হাসান (৬৮ বলে ৩৪ ও ২ বলে ১ এবং ১১-১-৪৩-৩ ও ৭-০-৩০-২) বোলিংয়ে কিছুটা ভালো করলেও সেভাবে কথা বলেনি মুশফিক (৩ বলে ৪ ও ৩৯ বলে ১৯) ও মাহমুদউল্লাহর (৭ বলে ৩ ও ৪৬ বলে ৩১) ব্যাট।

১৩.

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ইনিংস ও ১৮৪ রানে হারিয়ে বাংলাদেশ টেস্টে প্রথমবার ইনিংস ব্যবধানে জয়ের দেখা পায়। ২০১৮ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে মিরপুরের ওই টেস্টে এক ডজন উইকেট নিয়ে জয়ের প্রধান নায়ক ছিলেন মেহেদী হাসান মিরাজ। অবশ্য সেঞ্চুরিয়ান মাহমুদউল্লাহ (২৪২ বলে ১৩৬) ও অলরাউন্ডিং পারফর্ম করা অধিনায়ক সাকিবও (১৩৯ বলে ৮০ এবং ১৫.৪-৪-২৭-৩ ও ১৪-৩-৬৫-১) খেলেছিলেন বেশ, যদিও ব্যর্থ হয়েছিলেন মুশফিক (২৪ বলে ১৪)।

১৪.

মিরপুরে সিরিজের একমাত্র টেস্টে জিম্বাবুয়েকে ইনিংস ও ১০৬ রানে হারিয়েছিল বাংলাদেশ ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে। ক্যারিয়ারের তৃতীয় ডাবল সেঞ্চুরি (৩১৮ বলে অপরাজিত ২০৩) হাঁকিয়ে প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ হন মুশফিকুর রহিম। একমাত্র ইনিংসে তামিমের ব্যাট থেকে এসেছিল ৮৯ বলে ৪১ রান।

১৫.

২০২১ সালের জুলাইয়ে জিম্বাবুয়ে সফরে গিয়ে হারারেতে একমাত্র টেস্টে ২২০ রানে জয় পায় বাংলাদেশ। প্রথম ইনিংসে ২৭৮ বলে অপরাজিত ১৫০ রানের ইনিংস খেলা মাহমুদউল্লাহ পান ম্যাচসেরার পুরস্কার এবং ওই ম্যাচের মধ্যেই টেস্ট থেকে অবসরের ঘোষণা দেন তিনি। একমাত্র ইনিংসে ৫ বলে ৩ রানে আউট হয়ে যাওয়া সাকিব বোলিংয়ে ভালোই করেছিলেন (৩৪.৫-১০-৮২-৪ ও ২৫-৯-৪৪-১)। মুশফিকের ব্যাট থেকে এসেছিল ৩০ বলে ১১ রান।

১৬.

দেশের বাইরে টেস্টে বাংলাদেশের অন্যতম সেরা সাফল্য পূর্ণ শক্তির নিউজিল্যান্ডকে তাদেরই আঙিনায় হারানো। ২০২২ সালের প্রথম দিনে মাঠে গড়ানো ওই মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্টে টাইগাররা জিতেছিল ৮ উইকেটে, ম্যাচসেরা হয়েছিলেন মোট ৭ উইকেট পাওয়া পেসার ইবাদত হোসেন। ওই ম্যাচে বাংলাদেশের একাদশে থাকা 'একমাত্র পান্ডব' মুশফিকুর রহিমের ব্যাটেই এসেছিল জয়সূচক রানটি (৫৩ বলে ১২ ও ৭ বলে অপরাজিত ৫)।

১৭.

নব্য টেস্ট খেলুড়ে দেশ আয়ারল্যান্ডকে প্রথম সাক্ষাতেই ৭ উইকেটে হারানোর কৃতিত্ব দেখিয়েছে বাংলাদেশ। ২০২৩ সালের এপ্রিলে মিরপুরে অনুষ্ঠিত ওই টেস্টে সেঞ্চুরির পিঠে হাফ সেঞ্চুরি (১৬৬ বলে ১২৬ ও ৪৮ বলে অপরাজিত ৫১) বসিয়ে ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছিলেন মুশফিকুর রহিম। একাদশে অন্য দুই পান্ডব ছিলেন সাকিব (৯৪ বলে ৮৭ এবং ৩-১-৮-০ ও ১৩-৪-২৬-২) ও তামিম (৩৬ বলে ২১ ও ৬৫ বলে ২১)।

১৮.

আফগানিস্তানকে ৫৪৬ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে নিজেদের তো বটেই এমনকি টেস্ট ইতিহাসের রেকর্ডগড়া সবচেয়ে বড় জয়গুলোর একটির মুখ দেখেছিল বাংলাদেশ গত বছরের জুনে, মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে। লিটন দাসের নেতৃত্বে খেলা বাংলাদেশের ওই ম্যাচের একাদশে ছিলেন কেবল একপান্ডব- মুশফিকুর রহিম (৭৬ বলে ৪৭ ও ৩ বলে ৮)।

১৯.

গত বছরের নভেম্বর-ডিসেম্বরে সিলেটে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ১৫০ রানের জয় দিয়ে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের এবারের চক্র শুরু করেছিল বাংলাদেশ। টাইগারদের অধিনায়ক ছিল নাজমুল হোসেন শান্ত। একমাত্র মুশফিকুর রহিম (২২ বলে ১২ ও ১১৬ বলে ৬৭) ছাড়া পঞ্চপান্ডবের কেউ বাংলাদেশ দলে ছিলেন না।

২০.

গত আগস্ট-সেপ্টেম্বরে পাকিস্তান সফরে গিয়ে পাকিস্তানকে টেস্ট সিরিজে ২-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ করার অবিশ্বাস্য কীর্তি গড়েছে বাংলাদেশ। রাওয়ালপিন্ডিতে টাইগাররা প্রথম টেস্টে জয় পায় ১০ উইকেটে। ৩৪১ বলে ১৯১ রান করে প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ হয়েছিলেন মুশফিকুর রহিম। দ্বিতীয় ইনিংসে তিন উইকেট নিয়ে জয়ে অবদান রেখেছিলেন সাকিব আল হাসানও (২৭-৩-১০০-১ ও ১৭-৩-৪৪-৩ এবং ১৬ বলে ১৫)।

২১.

সেই পাকিস্তান সিরিজে একই ভেন্যু রাওয়ালপিন্ডিতে দ্বিতীয় টেস্টে ৬ উইকেটে জয় তুলে নেয় বাংলাদেশ। সাকিব আল হাসান (১৭-৩-৩৪-১ ও ৭-২-১৪-০ এবং ১০ বলে ২ ও ৪৩ বলে অপরাজিত ২১) ও মুশফিকুর রহিম (৯ বলে ৩ ও ৫১ বলে অপরাজিত ২২) আহামরি কিছু করতে না পারলেও তাঁরা দুজন পঞ্চম উইকেটে অবিচ্ছিন্ন থেকেই বাংলাদেশের জয় নিশ্চিত করেছিলেন। ইনজুরি থেকে সেরে উঠলে মুশফিক নিশ্চিতভাবেই বাংলাদেশের টেস্ট দলে আবার ফিরবেন, কিন্তু অন্য চারজনের 'চ্যাপ্টার ক্লোজড' বলাই যায়!

ডাবল হ্যাটট্রিক মিশনের শুরুতেই কিংসের হোঁচট

রফিকুল ইসলাম

গত মৌসুমে বসুন্ধরা কিংসের বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের পঞ্চম শিরোপার সঙ্গে যোগ হয়েছিল ট্রেবল জয়ের কীর্তি। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের সবচেয়ে বেশি ৬ বার চ্যাম্পিয়ন আবাহনী। তবে কিংসের মতো টানা ৫ বার শিরোপা জেতা হয়নি আকাশি-নীলদের। ২০১৮-১৯ মৌসুমে নতুন ক্লাব হিসেবে প্রিমিয়ার লিগ শুরু করে আর পেছনে তাকায়নি কিংস। টানা পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে এখন দলটি হ্যাটট্রিক শিরোপার স্বপ্নে বিভোর। ডাবল হ্যাটট্রিক করে প্রিমিয়ার লিগের রেকর্ডটা আরো মজবুত করতে চায় বসুন্ধরা কিংস।

তবে তাদের ডাবল হ্যাটট্রিক মিশনের শুরুতেই বড় ধাক্কা দিয়েছে মোহামেডান। গত মৌসুমে তিনটিতেই রানার্সআপ হওয়া মোহামেডান বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের দ্বিতীয় ম্যাচেই হারিয়ে দিয়েছে বসুন্ধরা কিংসকে। গত ৬ ডিসেম্বর হোমভেন্যু কুমিল্লার ভাষা শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে কিংসকে ১-০ গোলে হারিয়ে মধুর প্রতিশোধ নিয়েছে মৌসুমের প্রথম টুর্নামেন্ট চ্যালেঞ্জ কাপে হারের। গত ২২ নভেম্বর চ্যালেঞ্জ কাপে মোহামেডানকে ৩-১ গোলে হারিয়ে নতুন টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়ে দুর্দান্তভাবে মৌসুম শুরু করেছিল বসুন্ধরা কিংস। দুই সপ্তাহের মাথায় সেই হারের মধুর প্রতিশোধ নিয়ে মোহামেডান বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে।

মোহামেডান এখনো বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের শিরোপার মুখ দেখেনি। গতবার যে দলটি নিয়ে তিনটিতে রানার্সআপ হয়েছিল মোহামেডান সেই দলটির সেরা কয়েকজন খেলোয়াড় এবার ধরে রাখতে পারেনি তারা। তারপরও লিগের প্রথম দুই ম্যাচে মোহামেডান নিজেদের মতো করে খেলেছে এবং দুই রাউন্ড শেষে শীর্ষ স্থানে আছে। ঘরের মাঠে প্রথম ম্যাচেই তাদের সামনে ছিল কিংস চ্যালেঞ্জ। গত লিগের প্রথম রাউন্ডে কিংসের ঘরের মাঠে মোহামেডান জিতেছিল ১-০ গোলে। এবার একই ব্যবধানে জিতল নিজেদের মাঠ কুমিল্লায়।

গত ২২ নভেম্বরের চ্যালেঞ্জকাপসহ টানা তিনটি ফাইনালে কিংসের বিপক্ষে লিড নিয়েও হারতে হয়েছিল মোহামেডানকে। লিগ ম্যাচে এগিয়ে থাকাটা কি ধরে রাখতে পারবে মোহামেডান? এমন প্রশ্ন জেগেছিল সাদা-কালো সমর্থকদের মনে। মোহামেডান শেষ পর্যন্ত পেরেছে। ১০ জনের দল নিয়ে তারা হারিয়ে দিয়েছে টানা ৫ বারের চ্যাম্পিয়ন কিংসকে। প্রথমার্ধের মাঝামাঝি সময় গোলরক্ষক সুজন হোসেন লালকার্ড দেখলে বাকি সময় ১০ জন নিয়ে খেলতে হয় মোহামেডানকে। একজন কম নিয়েই আলফাজ আহমেদের দল দ্বিতীয়ার্ধে লিড নেয় এবং সেই লিড ধরে রেখে মাঠ ছাড়ে অসাধারণ এক জয় নিয়ে।

কিংসকে বধ করার নায়ক মোহামেডানের অধিনায়ক সোলেমান দিয়াবাতে। মালির এই ফরোয়ার্ড ৫৮ মিনিটে গোল করেছেন। তিনি দলকে ৩-০ ব্যবধানে জয় এনে দেওয়ার সুযোগও পেয়েছিলেন। তাঁর গোল অফসাইডে বাতিল হয়েছে এবং তিনি পেনাল্টিও মিস করেছেন। না হলে চলতি লিগের প্রথম হ্যাটট্রিকম্যানও হয়ে যেতে পারতেন তিনি। সোলেমান দিয়াবাতে মোহামেডানের আক্রমণভাগের প্রধান কাণ্ডারি। গত মৌসুমে তিনটিতে রানার্সআপ হওয়ার পেছনে বড় অবদান ছিল মোহামেডানের ঘরের ছেলে হয়ে যাওয়া দিয়াবাতের। এই মৌসুমে এখন পর্যন্ত তিনটি ম্যাচ খেলেছে মোহামেডান। তিন ম্যাচেই গোল আছে তাঁর। দুই ম্যাচে তিন গোল করে প্রিমিয়ার লিগের সর্বাধিক গোলদাতা হওয়ার লড়াইয়ের সূচনাটাও দারুণ করেছেন মোহামেডান অধিনায়ক।

চ্যালেঞ্জ কাপে কিংসের বিপক্ষে লিড নিয়ে হারের পর মোহামেডানের কোচ আলফাজ আহমেদ দুষছিলেন মাঠ আর স্বাগতিক ক্লাবের সমর্থকদের উচ্ছৃঙ্খলাকে। অন্য মাঠ হলে ম্যাচের ফল অন্য রকম হতো বলেও মন্তব্য করেছিলেন সাবেক এই তারকা ফুটবলার। কুমিল্লায় লিগের প্রথম ম্যাচে কিংসকে হারিয়ে নিজের সেই মন্তব্যকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন আলফাজ। ম্যাচের বেশির ভাগ সময় একজন খেলোয়াড় কম নিয়ে কিংসকে হারিয়ে মোহামেডান দুর্দান্ত কৃতিত্ব দেখিয়েছে। শুরুর দিকের এই জয়টি মোহামেডানের জন্য টনিকের মতো কাজ করতে পারে। পরের ম্যাচই তাদের খেলতে হবে আবাহনীর বিপক্ষে। কুমিল্লা ডার্বির ম্যাচটি নিজেদের করে নিতে পারলে পয়েন্ট টেবিলে নিজেদের অবস্থান আরও ভালো

করতে পারবে সাদা-কালোরা।
পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংসের মৌসুম দারুণভাবেই শুরু হয়েছিল চ্যালেঞ্জ কাপে মোহামেডানের বিপক্ষে পিছিয়ে পড়েও চ্যাম্পিয়ন হয়ে। লিগটাও তারা শুরু করেছিল চট্টগ্রাম আবাহনীর জালে ৭ গোল দিয়ে। তবে দ্বিতীয় ম্যাচেই হেরে গিয়ে চ্যাম্পিয়নরা পিছিয়ে পড়েছে পয়েন্ট টেবিলে। লিগের লম্বা পথ। সামনে অনেক ম্যাচ। একটি পরাজয়ই তাদের ভাগ্য লিখে ফেলেনি। তবে এটা ঠিক ১০ জনের মোহামেডানের বিপক্ষে হারটা দলের খেলোয়াড়দের মনোবলে ধাক্কা দিতে পারে। শক্ত প্রতিপক্ষ ১০ জনের দলের পরিণত হওয়ার পর সুযোগটা কাজে লাগাতে না পারাটা কিংসের ব্যর্থতাই। তাই তো দুই রাউন্ড পর পয়েন্ট টেবিলে তাদের অবস্থান ৫ নম্বরে।
২০২৪-২৫ মৌসুমের বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ মাঠে গড়িয়েছে ২৯ নভেম্বর। ১০ দলের এই লিগ হচ্ছে দেশের ৫ ভেন্যুতে। দেশের দুই জনপ্রিয় ক্লাব মোহামেডান ও আবাহনীর হোম ভেন্যু কুমিল্লার ভাষাশহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়াম। বসুন্ধরা কিংসের নিজস্ব মাঠকে এবার হোম ভেন্যু বানিয়েছে ফর্টিস এফসি। বাকি ৬ ক্লাবের হোম ভেন্যু মুন্সিগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও গাজীপুর। গাজীপুর শহীদ বরকত স্টেডিয়ামকে নিয়েছে নবাগত ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব ও ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাব, মুন্সিগঞ্জের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লে. মতিউর রহমান স্টেডিয়ামকে নিয়েছে রহমতগঞ্জ ও ব্রাদার্স এবং ময়মনসিংহের রফিক উদ্দিন ভূঁইয়া স্টেডিয়ামকে নিয়েছে চট্টগ্রাম আবাহনী ও বাংলাদেশ পুলিশ এফসি। এবারের মৌসুমের শুরু থেকে বিতর্ক শুরু হয়েছে মাঠ নিয়ে। অপ্রস্তুত মাঠে খেলা হওয়ায় ঝুঁকিতে ফুটবলাররা। বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনা ছাড়া আরও কোনো স্টেডিয়ামের মাঠ খেলার উপযুক্ত নয়। বিকল্প না থাকায় বাফুফেকে এই মাঠেই খেলা চালিয়ে নিতে হচ্ছে।

এবারের বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের একটা বড় দিক হলো এক সময়ের জায়ান্ট ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের ফিরে আসা। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ শুরুর পর ঢাকা ওয়ান্ডারার্স এই প্রথম খেলছে। বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশিপ লিগ থেকে তারা উঠে এসেছে শীর্ষ লিগে। তবে আগের মতো সেই দাপট নেই ক্লাবটির। প্রিমিয়ার লিগে তাদের অভিষেক হয়েছিল পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বী মোহামেডানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে। অভিষেক সুখকর হয়নি ওয়ান্ডারার্সের, মোহামেডানের কাছে হেরেছে ৬-০ গোলে।
গত আসর থেকে অবনমন হয়েও এবার প্রিমিয়ার লিগ খেলছে ব্রাদার্স ইউনিয়ন। বাফুফের কাছে বিশেষ আবেদন করে দলটি টিকে আছে শীর্ষ লিগে। চ্যাম্পিয়নশিপ লিগ থেকে উঠেছে ওয়ান্ডারার্স ও ইয়ংমেন্স ক্লাব। দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর লিগ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে সাবেক দুই চ্যাম্পিয়ন শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব ও শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের কারণে দল গঠন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল ৬ বারের চ্যাম্পিয়ন

আবাহনী ও চট্টগ্রাম আবাহনীরও। শেষ মুহূর্তে দল দুটি খেলোয়াড় নিবন্ধন করিয়েছে। আবাহনী তো প্রথমবারের মতো বিদেশি ফুটবলার ছাড়াই খেলছে।

কিংস ও মোহামেডানের মতো জয় দিয়ে লিগ শুরু করেছে আবাহনী। প্রথম ম্যাচে তারা ২-০ গোলে হারিয়েছে নবাগত ইয়ংমেন্স ক্লাবকে। দ্বিতীয় ম্যাচে আরেক নবাগত ঢাকা ওয়ান্ডারার্সের বিপক্ষে আবাহনী জিতেছে ১-০ গোলে। বিদেশি ছাড়া আবাহনী শেষ পর্যন্ত কত দূর যেতে পারবে সেটাই দেখার বিষয়। ইয়ংমেন্স ক্লাবের মতো নবাগত দলের বিপক্ষেও তাদের গোল পেতে অপেক্ষা করতে হয়েছিল ৭১ মিনিট পর্যন্ত। ঢাকা ওয়ান্ডারার্সের বিপক্ষে জিতলেও দাপট দেখাতে পারেনি ৬ বারের চ্যাম্পিয়নরা। দুই ম্যাচ জিতে পয়েন্ট টেবিলে আবাহনী শীর্ষে মোহামেডান, রহমতগঞ্জের সঙ্গে। প্রথমবারের মতো আকাশি-নীলদের ডাগআউটে দেশের অভিজ্ঞ কোচ মারুফুল হক। বিদেশি ছাড়া দলটিকে কতদূর নিতে পারবেন জাতীয় দলের সাবেক এই কোচ সমর্থকরা সেটাই দেখার অপেক্ষায়।
গত মৌসুমে চারে থেকে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ শেষ করা বাংলাদেশ পুলিশ ফুটবল ক্লাব প্রথম ম্যাচেই হেরে গেছে ব্রাদার্সের কাছে। তবে দ্বিতীয় ম্যাচে নবাগত ইয়ংমেন্স ক্লাবকে ৪-১ গোলে হারিয়ে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে ক্লাবটি। গত বছর পাঁচে ছিল ফর্টিস এফসি। এবার শুরুটা ভালো হয়নি তাদের। রহমতগঞ্জের বিপক্ষে ৩-১ গোলে হার দিয়ে লিগ শুরু করা ফর্টিস দ্বিতীয় ম্যাচে ১-১ গোলে ড্র করেছে ব্রাদার্সের বিপক্ষে। এবার শুরুটা ভালো করেছে পুরোনো ঢাকার ক্লাব রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস সোসাইটি। প্রথম ম্যাচে ফর্টিসকে হারিয়ে দ্বিতীয় ম্যাচে তারা ২-০ গোলে হারিয়েছে চট্টগ্রাম আবাহনীর বিপক্ষে। দুই ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে রহমতগঞ্জের অবস্থান মোহামেডান ও আবাহনীর সমান্তরালে।
২০২২ মৌসুমে ২১ গোল করে গোল্ডেন বুট জিতেছিলেন মোহামেডানের মালির ফরোয়ার্ড সোলেমান দিয়াবাতে। গত দুই মৌসুমে কাছাকাছি গিয়েও থেমেছেন দুইয়ে থেকে। এবার বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ শুরুর আগে ব্যক্তিগত লক্ষ্যের কথা বলতে গিয়ে সর্বাধিক গোলদাতার পুরস্কার উদ্ধার চেষ্টার বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন। শুরুটা ভালোই হয়েছে মোহামেডানের ঘরের ছেলে হয়ে যাওয়া দিয়াবাতের। দুই ম্যাচে ৩ গোল করে নিজের জাতটা ভালোভাবেই চেনাচ্ছেন মালির এই ফরোয়ার্ড। দ্বিতীয় ম্যাচে বসুন্ধরা কিংসের বিপক্ষে পেনাল্টি মিস না করলে এবং একটি গোল বাতিল না হলে এবারের প্রিমিয়ার লিগের প্রথম হ্যাটট্রিকম্যানও হয়ে যেতে পারতের তিনি।

চূড়ান্ত পয়েন্ট টেবিল

দল	ম্যাচ	জয়	ড্র	হার	গোল	পয়েন্ট
মোহামেডান	২	২	০	০	৭/০	৬
রহমতগঞ্জ	২	২	০	০	৫/১	৬
আবাহনী	২	২	০	০	৩/০	৬
ব্রাদার্স	২	১	১	০	৩/২	৪
বসুন্ধরা কিংস	২	১	০	১	৭/১	৩
পুলিশ এফসি	২	১	০	১	৫/৩	৩
ফর্টিস এফসি	২	০	১	১	২/৪	১
ইয়ংমেন্স ক্লাব	২	০	০	২	১/৬	০
ঢাকা ওয়ান্ডারার্স	২	০	০	২	০/৭	০
চট্ট.আবাহনী	২	০	০	২	০/৯	০

চ্যাম্পিয়ন-রানার্সআপদের দুই রকম শুরু

মো. সামীম সরদার

নতুন ফুটবল মৌসুমের তৃতীয় আসর ফেডারেশন কাপ মাঠে গড়িয়েছে ৩ ডিসেম্বর। ঘোষিত সময়ের চেয়ে এক মাস পিছিয়ে গত ২২ নভেম্বর চ্যালেঞ্জ কাপ দিয়ে শুরু হয়েছিল ২০২৪-২৫ মৌসুম। এক ম্যাচের টুর্নামেন্ট চ্যালেঞ্জ কাপের পর ২৯ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ। ডিসেম্বরের ৩ তারিখ মাঠে গড়িয়েছে ফেডারেশন কাপ। এ মৌসুমের ফেডারেশন কাপে আছে নতুনত্ব। চিরাচরিত সেমিফাইনালের বদলে এ বছর গ্রুপ ম্যাচ শেষে হবে বিপিএল ক্রিকেটের মতো কোয়ালিফায়ার্স।

গ্রুপ পর্ব শেষে শীর্ষ ৪ দলের মধ্যে হবে ফাইনালে ওঠার লড়াই। নতুনত্বটা সেখানেই। প্রথম 'এ' গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দল কোয়ালিফায়ার্স খেলবে 'বি' গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দলের বিপক্ষে। জয়ী দল উঠে যাবে ফাইনালে। সুযোগ থাকবে পরাজিত দলটিরও। দুই গ্রুপ রানার্সআপ মুখোমুখি হবে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার্সে। যে দল হারবে তারা বিদায় নিয়ে চতুর্থ হবে। দ্বিতীয়

কোয়ালিফায়ার্সের বিজয়ী দলকে ফাইনালে উঠতে হলে জিততে হবে আরেকটি ম্যাচ। ওই ম্যাচটি হবে প্রথম কোয়ালিফায়ার্সের পরাজিত দলের বিপক্ষে।

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের ১০ দল দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলছে ফেডারেশন কাপে। 'এ' গ্রুপে আছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস, ব্রাদার্স ইউনিয়ন, পুলিশ ফুটবল ক্লাব, ফর্টিস এফসি ও ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব। 'বি' গ্রুপের ৫ দল হচ্ছে গতবারের রানার্সআপ মোহামেডান, সাবেক চ্যাম্পিয়ন আবাহনী, চট্টগ্রাম আবাহনী, রহমতগঞ্জ ও ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাব।

ফেডারেশন কাপের শুরুতেই ধাক্কা খেয়েছে বর্তমান রানার্সআপ মোহামেডান। দারুণভাবে মৌসুম শুরু করা সাদাকালোর প্রথম ম্যাচেই ১-০ গোলে হেরে গেছে রহমতগঞ্জের কাছে। মোহামেডান প্রথম ম্যাচ খেলেছে বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায়। এই মৌসুমের প্রথম তিন ম্যাচই ভালো খেলেছিল মোহামেডান। চ্যালেঞ্জ কাপে কিংসের বিপক্ষে এগিয়ে গিয়েও জিততে পারেনি। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে ঘটে যাওয়া অঘটনের পর কিংস ম্যাচে ফিরে এসে হারিয়ে দেয় মোহামেডানকে। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগেও দারুণ শুরু ছিল আলফাজ আহমেদের দলের। দ্বিতীয় ম্যাচে ১০ জন নিয়ে তারা হারিয়ে দেয় টানা পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংসকে।

মৌসুমে এমন শুরুর পর সেই মোহামেডান ফেডারেশন কাপের প্রথম ম্যাচেই হেরে বসে। তাও কিংসকে লিগ ম্যাচে হারানোর পরের খেলায়। এক কথায় আকাশ থেকে মাটিতে পরে সাদাকালোরা। কিংস অ্যারেনায় এ ম্যাচে মোহামেডানকে মনে হয়েছে ছন্নছাড়া। বিশেষ করে দুর্বল রক্ষণ, এলেমেলো মাঝমাঠ ও ধারহীন আক্রমণভাগের কারণে শুরুটা ভালো করতে পারেনি সাবেক চ্যাম্পিয়নরা। মোহামেডানের আক্রমণভাগের প্রাণভোমরা অধিনায়ক সোলেমান দিয়াবাতে। মালির এই ফরোয়ার্ড মাঠে ছিলেন না ফেডারেশন কাপের প্রথম ম্যাচে। তাঁর অনুপস্থিতিতে ধারহীন হয়ে পড়েছিল মোহামেডানের আক্রমণভাগ। সুযোগ যা পেয়েছিল তা কাজে লাগাতে পারেননি অন্যরা। গোল করতে পারেনি মোহামেডান, শেষ দিকে গোল খাওয়া থেকেও নিজেদের রক্ষা করতে পারেনি। খেসারত হিসেবে হার দিয়ে ফেডারেশন কাপ ফুটবল শুরু করে গতবার তিনটিতে রানার্সআপ হওয়া দলটি।

মোহামেডান শুরুতে বড় ধাক্কা খেলেও চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস ও সাবেক চ্যাম্পিয়ন আবাহনীর শুরুটা হয়েছে জয় দিয়েই। তবে আবাহনীর মতো সহজ জয়ে শুরু করতে পারেনি কিংস। আবাহনী প্রথম ম্যাচে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে চট্টগ্রাম আবাহনীকে। বসুন্ধরা কিংস অতি কষ্টে ১-০ গোলে হারিয়েছে ব্রাদার্স ইউনিয়নকে। ফরোয়ার্ডরা গোল করতে ব্যর্থ হলে দলকে উদ্ধার করেন অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার তপু বর্মন। মৌসুমের প্রথম টুর্নামেন্ট চ্যালেঞ্জ কাপ জেতা দলটি কষ্টে হলেও জয় দিয়ে শুরু করতে পেরেছে ফেডারেশন কাপ।

আবাহনীর প্রতিপক্ষ ছিল দুর্বল চট্টগ্রাম আবাহনী। এবার কোনোমতে দল সাজানো চট্টলার ক্লাবটি

পাত্তাই পায়নি আবাহনীর কাছে। আবাহনীর জন্য ভালো খবর হলো এবার শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র থেকে তাদের তাঁবুতে ঠাঁই নেওয়া সুমন রেজা গোল পাচ্ছেন। বিদেশি ছাড়া আবাহনীর জন্য দক্ষ একজন ফরোয়ার্ড দরকার ছিল। মারুফুল হকের সেই প্রত্যাশায় হাওয়া দিতে শুরু করেছেন সুমন রেজা। লিগের দ্বিতীয় ম্যাচে গোল করে দলকে জিতিয়েছেন। ফেডারেশন কাপের প্রথম ম্যাচে দলের ৩ গোলের প্রথমটি করেছেন তিনি। এ মৌসুমের শুরুর দিকটায় ভালো করছে পুরোনো ঢাকার ক্লাব রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস সোসাইটি। প্রিমিয়ার লিগের প্রথম দুই ম্যাচ জেতার পর দলটি ফেডারেশন কাপও শুরু করেছে জয় দিয়ে। মোহামেডানের মতো দলকে হারিয়ে শুরু করা ক্লাবটির নিশ্চয়ই আত্মবিশ্বাস বাড়বে। তাদের দুর্দান্ত জয়ের নায়ক রাজন। ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়ও হয়েছেন তিনি।

এই প্রতিবেদন তৈরি পর্যন্ত ফেডারেশন কাপের দুই গ্রুপের চারটি ম্যাচ হয়েছে। অন্য ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল পুলিশ এফসি ও ফর্টিস এফসি। এ ম্যাচে ফলাফল হয়নি। গোলশূন্য ড্র হওয়ায় দুই দলের ঝুলিতেই জমা হয়েছে এক পয়েন্ট করে। ফেডারেশন কাপের প্রথম চার ম্যাচের উল্লেখযোগ্য দিক হলো সব গোলই করেছেন স্থানীয় ফুটবলাররা। প্রথম চার ম্যাচে গোল হয়েছে ৫টি। বিদেশি কেউ গোল পাননি।

এক নজরে ফলাফল

'এ' গ্রুপ

০৩.১২.২০২৪ : বসুন্ধরা কিংস-১(তপু বর্মণ) : ব্রাদার্স ইউনিয়ন-০

০৩.১২.২০২৪ : পুলিশ এফসি-০ : ফর্টিস এফসি-০

'বি' গ্রুপ

১০.১২.২০২৪ : রহমতগঞ্জ-১(রাজন) : মোহামেডান-০

১০.১২.২০২৪ : আবাহনী-৩(সুমন রেজা, ইব্রাহিম, ইয়াসিন) : চট্টগ্রাম আবাহনী-০

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দীর্ঘ ১০ বছর পর ওয়ানডে সিরিজ হেরে 'মাথায় হাত' বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের

১০ বছর পর...

মো. মাহবুবুর রশিদ

হতশ্রী ব্যাটিং, বিবর্ণ বোলিং, ছন্নছাড়া বাংলাদেশ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে পরপর দুই পরাজয়ে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই ওয়ানডে সিরিজ হেরেছে মেহেদী হাসান মিরাজের দল। দীর্ঘ ১০ বছর পর ক্যারিবীয়রা বাংলাদেশের বিপক্ষে এই সংস্করণে সিরিজ জয়ের স্বাদ পেল। সর্বশেষ ২০১৪ সালের আগস্টে ঘরের মাঠে ওয়ানডে সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ করেছিল বাংলাদেশকে। এরপরের টানা ৪টি দ্বিপক্ষীয় সিরিজই জিতেছিল বাংলাদেশ, যার মধ্যে ২টি সিরিজ ওয়েস্ট ইন্ডিজে (জুলাই ২০১৮ এবং জুলাই ২০২২) এবং ২টি নিজেদের মাঠে (ডিসেম্বর ২০১৮ ও জানুয়ারি ২০২১)। ২০১৮ সালের ১১ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে হারানোর পর গত ছয় বছরে ঘরে-বাইরে-নিরপেক্ষ ভেন্যুতে যেখানেই সাক্ষাৎ হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ টানা ১১টি ওয়ানডেতে পরাজিত হয়েছে টাইগারদের কাছে।

অথচ, ৫ উইকেট ও ৭ উইকেটে এবার প্রথম দুই ম্যাচ অনায়াসে জিতে সিরিজটা নিজেদের করে নিয়েছে ক্যারিবীয়রা। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, পছন্দের সংস্করণ পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেটে অনেক দিনের সুনাম হারাতে শুরু করেছে বাংলাদেশ। গত মাসে শারজায় আফগানিস্তানের বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে ওয়ানডে সিরিজ হারের পর এবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে ১০ বছর পর সিরিজ খোয়ানো নিশ্চিতভাবেই লাল-সবুজ বাহিনীর জন্য 'সতর্ক বার্তা'। ফেব্রুয়ারিতে আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আগে বাংলাদেশের আর কোনো ৫০ ওভারের ম্যাচ নেই।

এবারের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে প্রথম টেস্ট বাজেভাবে হারের পর কিংস্টনে দ্বিতীয় টেস্টে দাপুটে জয়ে সিরিজ ড্রয়ে আশা করা হয়েছিল যে ওয়ানডে সিরিজে হয়তো-বা উজ্জীবিত বাংলাদেশের দেখা মিলবে। বাস্তবে হলো উল্টোটা। এটা ঠিক যে, বাংলাদেশ সেরা দলটা পায়নি। ভিন্ন ভিন্ন কারণে সাকিব আল হাসান, মুশফিকুর রহিম, নাজমুল হোসেন শান্ত, মোস্তাফিজুর রহমান ও তাওহিদ হৃদয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ পাঁচ খেলোয়াড়কে ছাড়াই অনেকটা ভাঙাচোরা দল নিয়ে মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বে ওয়ানডে সিরিজে খেলতে হয়েছে বাংলাদেশকে। তাই বলে এমন অসহায় আত্মসমর্পণ মেনে নেওয়ার মতো নয়। 'নতুন চেহারার' বাংলাদেশকে বাগে পেয়ে নতুন অভিজ্ঞতা উপহার দিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। প্রথম দুই ম্যাচে ব্যাটিং ভালো হয়নি ঠিক আছে, বোলিংটাও কি ঠিকঠাক হয়েছে বাংলাদেশের?

সেন্ট কিটসের ওয়ার্নার পার্কের স্পোর্টিং উইকেটে শুরু থেকেই ব্যাটে বল আসছিল দারুণভাবে। প্রথম ম্যাচে টসে জিতে শুরুতে ব্যাটিংয়ে নামা বাংলাদেশ ৪৬ রানে ২ উইকেট হারানোর পর এতটাই খোলসে ঢুকে যায় যে, পরবর্তী সময়ে ওই ক্ষতি আর কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ১০১ বলের ৭৪ রানের দৃষ্টিকটু ও প্রশ্নবিদ্ধ একটা ইনিংস খেলে আউট হন চার নম্বরে নামা মেহেদী হাসান মিরাজ। ওপেনার তানজিদ হাসান তামিমের ৬০ বলে ৬০ রান ছিল সময়ের দাবি মেটানো। শেষ দিকে মাহমুদউল্লাহ (৪৪ বলে অপরাজিত ৫০) ও জাকের আলী (৪০ বলে ৪৮) কিছুটা মেরে খেলার পরও বাংলাদেশের ইনিংস থেমে যায় ৬ উইকেটে ২৯৪ রানে। ৩০০ বলের মধ্যে ১৫৫

বলই ডট খেলে নিজেদের সর্বনাশ নিজেরাই ডেকে আনেন বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা। উইকেটের চরিত্র বিবেচনায় ইনিংস বিরতিতেই মনে হচ্ছিল জেতার মতো রান করতে পারেনি বাংলাদেশ। এরপর বাংলাদেশি বোলারদের নির্বিষ বোলিংয়ের ফায়দা নিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৪ বল ও ৫ উইকেট হাতে রেখেই জয় তুলে নেয়। ৮০ বলে ৭ চার আর ৮ ছক্কায় সাজানো ১১৩ রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা হন শের্ফানি রাদারফোর্ড।

একই ভেন্যুতে দ্বিতীয় ম্যাচে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেন বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা। ১১৫ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ খাদের কিনারায় চলে যাওয়ার পর ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে লড়াই করেন মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। ফিনিশার রোলে খেলা অভিজ্ঞ এই ব্যাটসম্যান ৯২ বলে ৬২ রানের ইনিংসের মাধ্যমে তুলে নেন সিরিজে টানা দ্বিতীয় হাফ সেঞ্চুরি। তাঁকে দারুণ সঙ্গ দেন তানজিম হাসান সাকিব। ডানহাতি এই পেসারের ৬২ বলে ৪৫ রানই প্রমাণ করে উইকেটে এমন কিছু ছিল না যে বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যানদের অমন পিঠটান দিতে হবে! অস্টম উইকেটে মাহমুদউল্লাহ-তানজিমের ৯৪ রানের জুটির ওপর ভর করেই ৪৫.৫ ওভারে অলআউটের আগে স্কোরবোর্ডে ২২৭ রান জমা করতে পারে বাংলাদেশ। ২২৮ রানের মামুলি লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ওপেনার ব্রেন্ডন কিংয়ের ৮২, এভিন লুইসের ৪৯ ও কেসি কার্টির ৪৫ রানের সুবাদে ওয়েস্ট ইন্ডিজ হেসেখেলে পেরিয়ে যায় ৩৬.৫ ওভারেই। বল বাকি থাকে ৭৯টি, উইকেট ৭টি। ৯ ওভারে ২২ রান খরচে ৪ উইকেট নিয়ে বাংলাদেশের ব্যাটিং লাইনআপ ছত্রখান করে দেওয়া ডানহাতি পেসার জেইডেন সিলসের হাতে ওঠে প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার।

না ফেরার দেশে বাংলাদেশের ব্যাডমিন্টন আম্পায়ার রাসেল

মোয়াজ্জেম হোসেন রাসেল

বাংলাদেশের ব্যাডমিন্টনের অন্যতম সেরা আম্পায়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে ইসমাইল নজীব রাসেলকে। দেশের পাশাপাশি দেশের বাইরের আন্তর্জাতিক আসরগুলো নিয়মিত পরিচালনা করে আসছিলে তিনি। এবার ভারতের তেমনি একটি আন্তর্জাতিক আসর পরিচালনা করছিলেন। এ অবস্থার মধ্যেই রাসেলের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায়। বিশ্ব ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের প্যানেলভুক্ত এই আম্পায়ার ভারতের গৌহাটিতে একটি আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা পরিচালনা করতে গিয়েছিলেন। সেখানেই ৫২ বছর বয়সে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন রাসেল। তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে ফেডারেশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জোবায়েদুর রহমান রানা বলেন, 'ভারতের গৌহাটিতে একটি আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন সিরিজ চলছিল। সেখানে রাসেল বিশ্ব ব্যাডমিন্টনের প্যানেলের আম্পায়ার হওয়ায় ম্যাচ পরিচালনা করতে সেখানে গিয়েছিল। যেদি মৃত্যুবরণ করেন সেদিনও তার ম্যাচ ছিল। কোর্টে আসার কথা থাকলেও সময়মতো না আসায় আয়োজকরা হোটেলে রুম ধাক্কার পরও না খোলায় দরজা ভাঙা হয়। তখন তারা দেখেন রাসেল আর বেঁচে নেই।'

বাংলাদেশের ব্যাডমিন্টনে আম্পায়ার হিসেবে অত্যন্ত পরিচিত মুখ রাসেল। শুধু আম্পায়ারিং নয়, ফেডারেশনের বর্তমান নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্বরত রয়েছেন তিনি। ব্যাডমিন্টন নিয়ে তার রয়েছে বিস্তর পড়াশোনা। ব্যস্ততায় থাকলেও দৈনন্দিন জীবনে তার দিনের অনেকটা সময়ই কাটে ব্যাডমিন্টনের বিভিন্ন বই পড়ে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সঙ্গে তার যোগাযোগটাও ছিল বেশি। তাই রাসেলের আকস্মিক চলে যাওয়া বাংলাদেশের ব্যাডমিন্টনের অপূরণীয় ক্ষতি হিসেবে দেখছেন কিংবদন্তি খেলোয়াড় ও ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের সহসভাপতি কামরুন নাহার ডানা, 'ভারতে যাওয়ার আগে রাসেল বলেছিল ডানা আপা ৮ ডিসেম্বর দেশে ফিরব। এর এক দিন আগেই দুনিয়া থেকে চলে গেল সে। কয়েক দিন পরই ঢাকায় আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন হওয়ায় আমরা ওর ওপরই নির্ভরশীল ছিলাম। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে রাসেলই যোগাযোগ করত। রাসেল ছাড়া ঢাকায় আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট কল্পনাই করা যাচ্ছে না। তবু মেনে নিতে এগিয়ে যেতে হবে।'

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন আম্পায়ার ইসমাইল নজীব রাসেলের মরদেহে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে সচিব মো: রেজাউল মাকছুদ জাহেদী, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মোঃ আমিনুল ইসলাম এনডিসি, বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি কামরুন্নাহার ডানা, সার্চ কমিটির আহ্বায়ক জোবায়েদুর রহমান রানা।

অধিনায়ক লিটন, প্রথমবার রিপন

মো. মাহবুবুর রশিদ

একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ব্যাট হাতে চরম দুঃসময় কাটাচ্ছেন লিটন দাস। এতটাই যে, বলতে গেলে রান করতেই যেন ভুলে গেছেন তিনি! ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে আউট হয়েছেন ২ রান করে, দ্বিতীয় ম্যাচে করেছেন ৪। এর আগে গত মার্চে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথম দুই ওয়ানডেতেই 'ডাক' মারার পর বাদ পড়েন এই সংস্করণের দল থেকে। ০, ০, ২ ও ৪- ক্যারিবীয়দের সঙ্গে তৃতীয় ওয়ানডের আগ পর্যন্ত ২০২৪ সালে এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যানের পরিসংখ্যান আঁকে ওঠার মতোই! এমন হতাশাময় সময়ে সুখবর পেয়েছেন লিটন, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন অধিনায়ক করা হয়েছে তাঁকে।

অবশ্য জাতীয় দলের নেতৃত্ব তাঁর জন্য নতুন কিছু নয়। ইতিপূর্বে তিন সংস্করণ মিলিয়ে লিটন বাংলাদেশকে ৯ ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছেন, এর মধ্যে ৪টিতে দল জিতেছে (ওয়ানডে ৩টি, টেস্ট ১টি)। টি-টোয়েন্টিতে তিনি একবারই অধিনায়কত্ব করেছেন, ২০২১ সালের মার্চ-এপ্রিলে নিউজিল্যান্ড সফরে সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে নিয়মিত অধিনায়ক মাহমুদউল্লাহর ইনজুরির সুবাদে। অকল্যান্ডে হওয়া সেই ম্যাচে বাংলাদেশ ৬৫ রানে হেরে যায়। ব্যাট হাতে লিটন মারেন 'গোল্ডেন ডাক'! বাংলাদেশ দলের নেতৃত্বের গ্রুপ থেকে আচমকা 'নাই' হয়ে যাওয়া লিটনের জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ হতে পারে ফিরে আসার মঞ্চ। মূলত নাজমুল হোসেন শান্ত কুঁচকির ইনজুরি থেকে পুরোপুরি সেরে না ওঠায় লিটনের ওপর আস্থা রাখতে বাধ্য হয়েছে বিসিবি। এবারের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ১-১ এ টেস্ট সিরিজ ড্র করা বাংলাদেশ ওয়ানডে সিরিজে হারার পর টি-টোয়েন্টি সিরিজে ঘুরে দাঁড়াতে পারবে তো? সংক্ষিপ্ত সংস্করণের ৩ ম্যাচের সিরিজ শুরু ১৬ ডিসেম্বর। শেষ দু'টি ম্যাচ ১৮ ও ২০ ডিসেম্বর। সবকটি ম্যাচের ভেন্যু সেন্ট ভিনসেন্টের কিংসটাউন। প্রত্যেকটি ম্যাচ শুরু হবে বাংলাদেশ সময় ভোর ৬টায়।

লিটন দাসকে অধিনায়ক করে সাজানো বাংলাদেশের ১৫ সদস্যের টি-টোয়েন্টি দলে শান্তর মতোই কুঁচকির চোটের কারণে ডানহাতি মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান তাওহিদ হৃদয়কেও রাখা হয়নি। পিতৃত্বকালীন ছুটি পাওয়া মোস্তাফিজুর রহমান ওয়ানডে সিরিজের পর থাকছেন না টি-টোয়েন্টিতেও। আরেক বাঁহাতি পেসার শরিফুল ইসলামকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কোনো ম্যাচ না খেলেই ছিটকে গেছেন তরুণ বাঁহাতি স্পিনার রকিবুল হাসান। শুধু অধিনায়কত্বেই নয়, ভারতের বিপক্ষে হোয়াইটওয়াশ হওয়া সবশেষ টি-টোয়েন্টি সিরিজের স্কোয়াড থেকে এবার পরিবর্তন এসেছে মোট ৬টি। ওই সিরিজের শেষ ম্যাচ খেলে এই সংস্করণ থেকে অবসরে গেছেন মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। ফলে আক্ষরিক অর্থেই পঞ্চপাণ্ডবকে ছাড়া টি-টোয়েন্টিতে নতুন করে শুরু করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ।

ফেরার দীর্ঘ তালিকায় আছেন বাঁহাতি ব্যাটসম্যান সৌম্য সরকার, আফিফ হোসেন ও শামীম হোসেন পাটোয়ারি এবং বাঁহাতি স্পিনার নাসুম আহমেদ ও ডানহাতি পেসার হাসান মাহমুদ। আফিফ, শামীম ও নাসুম এই ফরম্যাটে লাল-সবুজ জার্সি গায়ে সবশেষ খেলেছেন ২০২৩ সালে। ক্যারিবীয়ায় টেস্ট ও ওয়ানডে সিরিজে নেতৃত্ব দেওয়া অফস্পিনার মেহেদী হাসান মিরাজকেও রাখা হয়েছে স্কোয়াডে। আছেন আরেক অফস্পিনার শেখ মেহেদী হাসানও।

এ ছাড়া 'চমক' হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয় দলে প্রথমবার ডাক পেয়েছেন রিপন মন্ডল। সম্প্রতি বাংলাদেশ 'এ' দল ও বিসিবি এইচপির হয়ে দারুণ বোলিং করেছেন তিনি। ২১ বছর বয়সী এই ডানহাতি পেসার যদিও ইতোমধ্যে ৩টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলে ফেলেছেন। সবকটিই গত বছরের অক্টোবরে চীনের হাংজুতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমস ক্রিকেটে, জাতীয় দল না খেললেও যে ম্যাচগুলোকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিয়েছে আইসিসি। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে এখন পর্যন্ত ১২ ম্যাচে ১৯.০০ গড়ে ১৭ উইকেট পেয়েছেন রিপন, ইকোনমি ৮.৫০। খেলোয়াড়দের চোট ও রিপনকে দলে নেওয়া প্রসঙ্গে প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপু বলেন, 'দলের বেশ কিছু খেলোয়াড় চোটে পড়েছে এবং তাদের ওয়ার্কলোডও বেশ বেড়েছে। টি-টোয়েন্টি দলে কোনো ঝুঁকি নিতে চাইনি, তাই কিছু নতুন ও কয়েকজন ক্রিকেটারকে আবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। রিপন দেশেই প্রস্তুতি নিয়েছে টেস্ট ও ওয়ানডে দলের সঙ্গে। ভবিষ্যতে আমাদের একজন এক্সপ্রেস পেসার প্রয়োজন হতে পারে, তাই তাঁকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে।' কার্যত টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটিং লাইনআপ অনেকটাই দুর্বল হয়ে গেছে বাংলাদেশের। যে কারণে অধিনায়ক লিটনের চ্যালেঞ্জ এবং ব্যাটসম্যান লিটনের দায়িত্বও বেড়ে গেছে অনেকখানি।

নাজমুল হোসেন শান্তর অনুপস্থিতিতে লিটন দাসের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে টি-টোয়েন্টি দলের নেতৃত্বের ভার

বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলে প্রথমবার ডাক পেয়েছেন তরুণ ডানহাতি পেসার রিপন মন্ডল

বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি স্কোয়াড : লিটন দাস (অধিনায়ক), সৌম্য সরকার, তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন, আফিফ হোসেন, মেহেদী হাসান মিরাজ, শেখ মেহেদী হাসান, জাকের আলী অনিক, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, তাসকিন আহমেদ, শামীম হোসেন পাটোয়ারি, তানজিম হাসান সাকিব, রিপন মণ্ডল ও হাসান মাহমুদ।

টি-টোয়েন্টি সিরিজের সূচি...
প্রথম টি-টোয়েন্টি : ১৬ ডিসেম্বর
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি : ১৮ ডিসেম্বর
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি : ২০ ডিসেম্বর

জীবন দুর্দান্ত : রজার ফেদেরার

২০১৭ সাল থেকে আন্তর্জাতিক টেনিস টুর্নামেন্ট লেভার কাপ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। তিন দিনের এই টুর্নামেন্টে ছয়জন পেশাদার টেনিস খেলোয়াড় টিম ইউরোপ ও টিম ওয়ার্ল্ড নামে দুটি দলে বিভক্ত হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এই টুর্নামেন্টের পেছনে থাকা দুই ব্যক্তির একজন হলেন রজার ফেদেরার। সুইজারল্যান্ডের ২০টি গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী, টেনিস তারকাকে অনেকেই তার খেলার ইতিহাসে সর্বকালের সেরা বলে মনে করেন। ৪২ বছর বয়সী ফেদেরার সেপ্টেম্বর ২০২২ সালে তার ক্যারিয়ার শেষ করেন এবং সাধারণত খুব কম সাক্ষাৎকার দেন। তবে প্রতি সেপ্টেম্বরে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে অনুষ্ঠিত লেভার কাপ তার জন্য এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে তিনি এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করতে পছন্দ করেন। জেরাল্ড ক্লেফম্যানকে দেওয়া সাক্ষাৎকার রিডার্স ডাইজেস্টের চলতি সংখ্যা থেকে ভাষান্তর করেছেন, নাজমুস সাকিব।

রড লেভারকে একটি টেনিস কিংবদন্তি মনে করা হয়। তিনি এক মৌসুমে চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয় করেছিলেন শুধু একবার নয়, বরং দুবার–১৯৬২ এবং ১৯৬৯ সালে। ৮৫ বছর বয়সী এই অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড় আপনাকে কীভাবে মুগ্ধ করেন?

রজার ফেদেরার : আমি সব সময় টেনিসের ইতিহাস দ্বারা মুগ্ধ ছিলাম। আমি সব সময় পড়তাম: কে কত ম্যাচ জিতল? কীভাবে জিতল? কেন জিতল? এসব প্রশ্নের উত্তরে রড লেভারের নাম প্রতিবার উঠে আসত। আমি তাঁকে ২০০৬ সালে চিনেছিলাম এবং তিনি কয়েকবার আমাকে ট্রফি দিয়েছেন। এটি আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমি তার সঙ্গে একটি গভীর সংযোগ অনুভব করেছিলাম। সম্ভবত এর কারণ, আমার ক্যারিয়ারে অস্ট্রেলিয়ান কোচ ছিলেন। রড বিনয়ী, একজন ভদ্রলোক, একজন মিষ্টভাষী মানুষ–অস্ট্রেলিয়ানদের মতো। আমি সব সময় ট্রফিগুলোর দিকে আনন্দ নিয়ে তাকাতাম। বিজয়ীদের খোদাই করা নামগুলো দেখার জন্য আমার আগ্রহ হতো। এটি আমাকে সেই খেলোয়াড়দের একজন মনে করাতো।

আপনার টেনিস থেকে অবসর নিয়ে অবশ্যই কথা বলতে হবে। সম্প্রতি আপনাকে কোল্ডপে এবং আন্দ্রেয়া বোচেলির কনসার্ট উপভোগ করতে দেখা গেছে। এর বাইরে, আপনি জনসমক্ষে খুব বেশি দেখা দেন না। আপনি কেমন আছেন?

রজার ফেদেরার : জীবন দুর্দান্ত। আমি খুবই খুশি। খেলোয়াড়ি জীবন থেকে পরবর্তী জীবনে পরিবর্তন অবশ্যই বড় পরিবর্তন, যদিও সবকিছু বেশ মসৃণভাবেই ঘটেছে। পূর্ববর্তী কয়েক বছরে আমি অনেক ইনজুরড ছিলাম, সবকিছুই ধীরে চলছিল। তারপর মহামারির সময় এল। আমার সন্তানরা বড় হচ্ছে–ছেলেরা ১০ বছরের এবং মেয়েরা ১৫। তাই আমার স্ত্রী এবং আমি বেশ ব্যস্ত থাকি তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রম নিয়ে। সোমবার, দীর্ঘদিন পরে আমি আমাদের জন্য আবার একটি টেনিস কোর্ট বুক করেছিলাম। এটি বেশ মজার ছিল। আমি স্কি করতেও গিয়েছিলাম। অবসরের পর আমি যা করতে চেয়েছিলাম এটি তার মধ্যে অন্যতম।

আপনি কী কখনো আপনার সাবেক সহকর্মীদের টেনিস নিয়ে কী করছেন তা দেখেন?

রজার ফেদেরার : হ্যাঁ, আমি টেনিস বেশ দেখছি। গত বছর আমি চারটি টুর্নামেন্টে গিয়েছিলাম–জার্মানির হালে, উইম্বলডন, ভ্যাঙ্কুভারে লেভার কাপ এবং সাংহাই।

আপনার মা জোহানেসবার্গের এবং আপনার ফাউন্ডেশন ২০ বছর ধরে আফ্রিকার দক্ষিণের কয়েকটি দেশে শিশুদের সহযোগিতা করে আসছে। এই কাজে কী আপনার দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে?

রজার ফেদেরার : অবশ্যই, আমি সচেতন যে আমার পরিবার কতটা সৌভাগ্যবান। আমি আমার সন্তানদের কাছেও এটি তুলে ধরেছি। গত বছর আমি আমার সন্তানদের নিয়ে লেসোথোতে ছিলাম। এটি তাদের জন্য প্রথমবার ছিল। এটি জীবনের সেরা ভ্রমণগুলোর একটি ছিল। আমি কখনো ভাবিনি যে ফাউন্ডেশনটি এত বড় হয়ে উঠবে। আমরা এখন তিন মিলিয়নেরও বেশি শিশুকে সহযোগিতা করছি। এটি আপনাকে জীবনের প্রতি একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এনে দেয়।

আপনি নিজেকে ১০ বছর পর কোথায় দেখতে চান?

রজার ফেদেরার : একটি ভালো প্রশ্ন। এই মুহূর্তে আমার কাছে এর উত্তর নেই। আংশিক কারণ হলো অনেক কিছুই এখনো সন্তানদের ঘিরে। তারা এখনো আমাদের জীবনের প্রধান বিষয়। তবে ১০ বছর পরে অবশ্যই জিনিসগুলো ভিন্ন হবে।

আপনি আপনার সন্তানদের কোন মূল্যবোধ শিখাতে চান?

রজার ফেদেরার : আজকের জীবন ভিন্ন। অবশ্যই, এর একটি কারণ হলো ইন্টারনেটের স্থায়ী প্রবেশাধিকার। সবকিছু... তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়। এটি প্রকৃত মূল্যবোধ জানাকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। আমি ভালো বাবা হতে চেষ্টা করি। এটি সব সময় সহজ নয়, বিশেষ করে ১৫ বছর বয়সী মেয়েদের ক্ষেত্রে। তাদের এখন নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা রয়েছে। আমরা একটি ঘনিষ্ঠ পরিবার, যাঁরা একসঙ্গে সময় কাটাতে ভালোবাসে। তবে আমাদের তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগও দিতে হয়।

আপনি কি প্রায়ই অতীত নিয়ে কথা বলেন, আপনার টেনিস জীবনের কথা? কখনো আপনার সন্তানরা বলে, 'আবার শুরু করলে, বাবা?'

রজার ফেদেরার : না। আর যখন বলি, আমি সাধারণত ভ্রমণ বা পরিচিতদের সঙ্গে কাটানো অভিজ্ঞতার কথা বলি। আমার চার সন্তানই খেলাধুলা করে, তাই তাদের পরামর্শ দিতে পারি। প্রথমে তারা ঠিক বুঝতে পারেনি আমি কী অর্জন করেছি। এখন অবশ্য মেয়েরা বুঝতে পারে... তাদের বন্ধুরা তাদের বারবার মনে করিয়ে দেয়। কখনো কখনো তারা বাড়িতে এসে জিজ্ঞাসা করে: 'বাবা, তুমি এটা-ওটা করেছ? যদি তারা কিছু জানতে চায়, তখন আমি তাদের বলি। অন্যথায় না। এটা আমার স্বভাব নয়।

সেই রংপুর রাইডার্সই চ্যাম্পিয়ন

মো. মাহবুবুর রশিদ

বৈশ্বিক আসরে এখন পর্যন্ত কোনো শিরোপা জিততে পারেনি বাংলাদেশ জাতীয় পুরুষ ক্রিকেট দল। এ নিয়ে বিশেষ করে সমর্থকদের মধ্যে আক্ষেপের শেষ নেই। অতঃপর 'দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর' মতো হলেও অন্তত একটা সান্ত্বনার জায়গা তৈরি হয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে অনুষ্ঠিত গ্লোবাল সুপার লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে আনন্দের উপলক্ষ এনে দিয়েছে রংপুর রাইডার্স। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) প্রথম দল হিসেবে কোনো বৈশ্বিক টি-টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে লাল-সবুজের প্রতিনিধি হিসেবে প্রথমবার অংশগ্রহণ করেই ট্রফি জয়ের কীর্তি গড়েছে নুরুল হাসান সোহানের নেতৃত্বাধীন দলটি।

বৈশ্বিক ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে প্রথমবার অংশ নিয়েই শিরোপা জয়ের ইতিহাস গড়েছে রংপুর রাইডার্স

এভাবেও চ্যাম্পিয়ন হওয়া যায়! ইতিহাস গড়া রংপুর রাইডার্সের শিরোপা জয় কেবল নাটকীয় নয়, বলতে হবে মহা-নাটকীয়! একের পর এক ঘটনাপ্রবাহের চূড়ান্ত অংকে যেভাবে জটিলতা পেরিয়ে শেষ হাসি হেসেছে দলটি, তা একদিকে যেমন ছিল অবিশ্বাস্য, অন্যদিকে তারচেয়েও বেশি রোমাঞ্চকর। অনায়াসে জেতার অবস্থা থেকে দুঃখজনকভাবে প্রথম দুই ম্যাচ হেরে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাওয়ার একেবারে দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাওয়া রংপুর 'কামব্যাকের' দুর্দান্ত গল্প লিখে টানা দুই জয়ে রান-রেটের সমীকরণ মিলিয়ে উঠে যায় ফাইনালে। এরপর তৈরি হয় আরেক অনিশ্চয়তা! একাদশ সাজানোর জন্য পর্যাপ্ত খেলোয়াড়ের অভাবে এমনকি ওয়াকওভার দেওয়ার মতো অবস্থায় পড়ে দলটি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ফাইনালে খেলেছে রংপুর রাইডার্স এবং ব্যাটে-বলে দুর্দান্ত দাপট দেখিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ফ্র্যাঞ্চাইজি ভিক্টোরিয়াকে ৫৬ রানের ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়ে জিতেছে শিরোপাও। অথচ, রংপুরের তো টুর্নামেন্টে খেলারই কথা ছিল না! মূলত বিপিএলের গত আসরের চ্যাম্পিয়ন ফরচুন বরিশালকেই প্রথমে গ্লোবাল সুপার লিগে খেলার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু ফ্র্যাঞ্চাইজিটি খেলতে অপারগতা প্রকাশ করে, বিকল্প হওয়ার মতো রানার্সআপ কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস এবার নেই। ওই সুযোগই লুফে নিয়ে খেলতে গিয়ে বাজিমাত করেছে ২০১৭ বিপিএলের চ্যাম্পিয়ন রংপুর।

প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্ট ও ফাইনালের ম্যাচসেরা- সৌম্য সরকারের হাতেই তো ট্রফি ভালো মানায়...

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন দলগুলোকে নিয়ে এক সময় নিয়মিত আয়োজিত হতো চ্যাম্পিয়নস লিগ টি-টোয়েন্টি। কালের পরিক্রমায় ওই টুর্নামেন্টটি বন্ধ হয়ে যায়। তবে এবার ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড ৫ দেশের ৫টি ফ্র্যাঞ্চাইজি দলকে নিয়ে 'গ্লোবাল সুপার লিগ' নামে নতুন টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট আয়োজন করেছে। সিঙ্গেল লিগের পর পয়েন্ট তালিকার সেরা দুই দলকে নিয়ে ফাইনাল, এমন ফরম্যাটে সাজানো আসরের ভেন্যু ছিল একটাই- গায়ানার প্রভিডেন্স স্টেডিয়াম। অংশ নেওয়া দলগুলো ছিল- ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগের দল স্বাগতিক গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্স, ইংল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি ব্লাস্টের দল হ্যাম্পশায়ার হকস, পাকিস্তান সুপার লিগের দল লাহোর কালান্দার্স, অস্ট্রেলিয়ার ওয়ানডে কাপ ও শেফিল্ড শিল্ডের দল ভিক্টোরিয়া এবং বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের দল রংপুর রাইডার্স।

প্রথম ম্যাচে হ্যাম্পশায়ারের বিপক্ষে মাত্র ১৩৩ রান তাড়া করতে গিয়েও জিততে পারেনি রংপুর রাইডার্স। ১৯ বলে দরকার ১৩ রান, হাতে ৬ উইকেট- এমন সুবিধাজনক অবস্থা থেকেও ম্যাচ 'টাই' করে পরে রংপুর হেরে যায় সুপার ওভারে। দ্বিতীয় ম্যাচে ভিক্টোরিয়া করেছিল ১৫১/৬। জবাবে রংপুর ১২ ওভারে তুলে ফেলে ২ উইকেটে ১০০। ৮ উইকেট নিয়ে পরের ৪৮ বলে ৫২ রানের সহজ সমীকরণ মেলাতে ব্যর্থ হয়ে ১৪১ পর্যন্ত গিয়ে ১০ রানে হেরে বসে রংপুর। তিরে গিয়ে তরি ডুবিয়ে টানা দুই হারের পর মনে হচ্ছিল বাংলাদেশের দলটির জন্য এটি হতে যাচ্ছে দুঃস্বপ্নের টুর্নামেন্ট।

কিন্তু মাত্র ১১৭ রানের পুঁজি নিয়ে বোলারদের নৈপুণ্যে গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্সকে ১০২ রানে অলআউট করে তৃতীয় ম্যাচে ১৫ রানের জয়ে ফাইনালের আশা বাঁচিয়ে রাখে রংপুর। জয়ের মূল নায়ক ছিলেন ৩.১ ওভারে ১৩ রান দিয়ে ৪ উইকেট নেওয়া বাংলাদেশের ডানহাতি পেসার কামরুল ইসলাম রাব্বি এবং ৪ ওভারে ১২ রান খরচ করে ৩ উইকেট শিকার করা যুক্তরাষ্ট্রের বাঁহাতি স্পিনার হারমিত সিং। যদিও ম্যাচসেরার পুরস্কার পান ৪৭ বলে ৫৮ রান করা রংপুরের পাকিস্তানি রিক্রুট খুশদিল শাহ। লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে সোহানদের জয় আসে ২৩ রানে। এদিন ৯ ওভারে ১ উইকেটে ৮৫ রান তোলার পর বৃষ্টির কারণে রংপুরের ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় ওখানেই। পরে ডার্কওয়ার্থ লুইস পদ্ধতিতে জয়ের জন্য ৯ ওভারে ১১১ রানের লক্ষ্যে নেমে ৭ উইকেটে ৮৭ রানে আটকে যায় লাহোর কালান্দার্স। অফস্পিনার শেখ মেহেদী হাসান প্রথম ওভারে ১ রানের বিনিময়ে নিজের বলে নিজে একটি রানআউট করাসহ মোট ৩ উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচ

গ্লোবাল সুপার লিগে রংপুরের ৫টি ম্যাচের ফল...				
ম্যাচ	প্রথমে ব্যাটিং	পরে ব্যাটিং	ফল	প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ
প্রথম	হ্যাম্পশায়ার ১৩২/১০(২০)	রংপুর ১৩২/৮ (২০)	সুপার ওভারে হ্যাম্পশায়ার জয়ী	শান মাসুদ (হ্যাম্পশায়ার)
দ্বিতীয়	ভিক্টোরিয়া ১৫১/৬ (২০)	রংপুর ১৪১/৭ (২০)	ভিক্টোরিয়া ১০ রানে জয়ী	ক্যালাম স্টো (ভিক্টোরিয়া)
তৃতীয়	রংপুর ১১৭/১০ (২০)	গায়ানা ১০২/১০(১৯.১)	রংপুর রাইডার্স ১৫ রানে জয়ী	খুশদিল শাহ (রংপুর)
চতুর্থ	রংপুর ৮৫/১ (৯)	লাহোর ৮৭/৭ (৯)	রংপুর ২৩ রানে জয়ী (ডিএলএস)	স্টিভেন টেইলর (রংপুর)
ফাইনাল	রংপুর ১৭৮/৩ (২০)	ভিক্টোরিয়া ১২২/১০(১৮.১)	রংপুর রাইডার্স ৫৬ রানে জয়ী	সৌম্য সরকার (রংপুর)

* টুর্নামেন্টের প্রত্যেকটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে গায়ানার প্রভিডেন্স স্টেডিয়ামে

লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে লাহোরের বিপক্ষে একটি রানআউট ও ৩ উইকেট নিয়ে রংপুরকে ফাইনালে তোলার প্রধান নায়ক অফস্পিনার শেখ মেহেদী হাসান

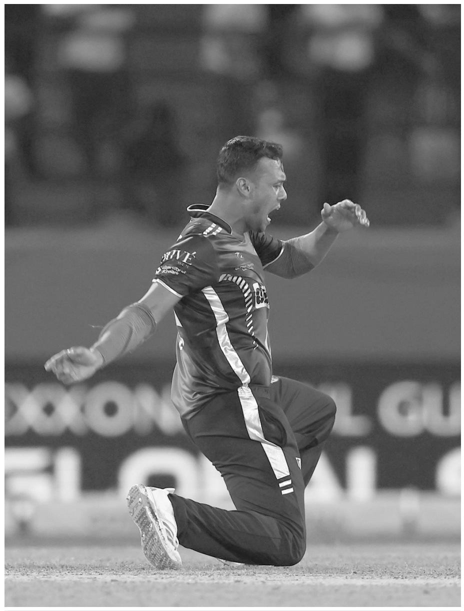

তৃতীয় ম্যাচে গায়ানার সঙ্গে ৪ উইকেট শিকার করে রংপুরের জয়ে বড় অবদান রেখেছেন ডানহাতি পেসার কামরুল ইসলাম রাব্বি

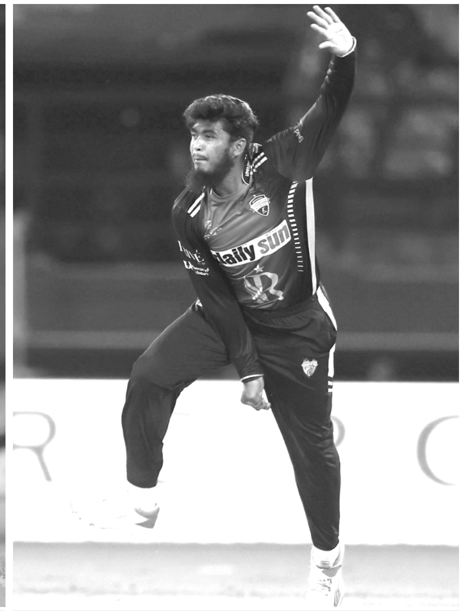

আলোচিত লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেন ৫ ম্যাচে পেয়েছেন ৬ উইকেট

থেকে ছিটকে দেন লাহোরকে, ইংলিশ পেসার জ্যাক চ্যাপেল ২ ওভারে ১৭ রানে দখল করেন ২ উইকেট। ২৭ বলে অপরাজিত ৩২ রান করা ওপেনার স্টিভেন টেইলর বিবেচিত হন প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ।

৪ ম্যাচে ৩ জয়ে ৬ পয়েন্ট নিয়ে সবার আগে ফাইনালের টিকিট পাওয়া ভিক্টোরিয়ার পর রংপুর, গায়ানা ও লাহোর- তিন দলেরই ২টি করে জয়ের সুবাদে পয়েন্ট দাঁড়ায় সমান ৪ করে। কিন্তু নেট রান রেটে এগিয়ে থাকায় ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় রংপুরের। এদিকে সৃষ্টি হয় আরেক জটিলতা! এনওসির পূর্ব নির্ধারিত মেয়াদ ৫ ডিসেম্বর শেষ হয়ে যাওয়ায় সৌম্য সরকার, আফিফ হোসেন ও রিশাদ হোসেনকে গায়ানা থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফররত বাংলাদেশ দলের সঙ্গে ওয়ানডে খেলতে সেন্ট কিটসে যোগ দেওয়ার নির্দেশনা দেয় বিসিবি। ওদিকে লিগ পর্বের শেষ ম্যাচের আগেই পাকিস্তানের বাঁহাতি ব্যাটসম্যান খুশদিল শাহকে জরুরি তলব করে ডেকে নিয়ে যায় দেশটির ক্রিকেট বোর্ড। পেস অলরাউন্ডার মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন ইনজুরিতে। চোটে পড়েন ক্যারিবীয় ডানহাতি পেসার ম্যাথু ফোর্ডও। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে মাঠে নামানোর মতো ১১ জন খেলোয়াড়ই হয় না রংপুরের! রংপুর ফাইনাল খেলতে না পারলে এরকম বৈশ্বিক আসরে পরবর্তী সময়ে আর কখনো ডাক পাবে না বাংলাদেশের কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি, এমন খবরও চাউর হয় সংবাদমাধ্যমে। শেষ পর্যন্ত মিলে সমস্যার সমাধান। ফ্লাইট জটিলতায় সৌম্য, আফিফ ও রিশাদের ওয়ানডে দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার সময় পিছিয়ে যাওয়ায় অনেক দেনদরবারের পর ম্যাচের ঘণ্টাদুয়েক পূর্বে তাঁদের ফাইনাল খেলার ব্যাপারে বিশেষ অনুমতি দেন বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদ।

অচলাবস্থার অবসানের পর 'হাঁফ ছেড়ে বাঁচা' রংপুর যেন সেরা খেলাটা 'জমা' রেখেছিল ফাইনালের জন্যই। টস জিতে শুরুতে ব্যাটিং করতে নেমে ওপেনিং জুটির ১২৪ রানের ওপর দাঁড়িয়ে পুরো টুর্নামেন্টের দলীয় সর্বোচ্চ ৩ উইকেটে ১৭৮ রানের ইনিংস দাঁড় করায় রাইডার্সরা। সৌম্য সরকারের ব্যাট থেকে আসে অপরাজিত ৮৬ রানের ঝড়ো ইনিংস, আরেক ওপেনার যুক্তরাষ্ট্রের স্টিভেন টেইলর করেন ৪৯ বলে ৬৮। জবাব দিতে নেমে ৭ ওভারে ১ উইকেটে ৬৫ রান তুলে কিছুটা হুমকি হয়ে ওঠা ভিক্টোরিয়া এরপর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে ১৮.১ ওভারে গুটিয়ে যায় ১২২ রানে। রংপুরের ৫৬ রানের বড় জয়ে দারুণ ভূমিকা ছিল বোলারদেরও। যুক্তরাষ্ট্রের বাঁহাতি স্পিনার হারমিত সিংয়ের (৪-০-১৯-৩) পাশাপাশি বাংলাদেশের অফস্পিনার শেখ মেহেদী হাসান (৪-০-২০-২), লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেন (৩.১-০-২৬-২), অকেশনাল অফস্পিনার সাইফ হাসান (৩-০-২১-২) ও ডানহাতি মিডিয়াম পেসার কামরুল ইসলাম রাব্বি (২-০-১৩-১) নিয়ন্ত্রিত বোলিং করেছেন।

টুর্নামেন্টসেরা সৌম্য সরকার

পুরো ক্রিকেট ক্যারিয়ারজুড়েই যাঁর ধারাবাহিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে সব সময়, সেই সৌম্য সরকার রংপুর রাইডার্সের জার্সি গায়ে কী দুর্দান্ত একটা টুর্নামেন্ট কাটিয়েছেন। হ্যাম্পশায়ারের বিপক্ষে ২০ বলে ২৭, ভিক্টোরিয়ার বিপক্ষে ৪২ বলে ৫১, গায়ানার সঙ্গে ৩ বলে ২, লাহোরের সঙ্গে ১৩ বলে ২২ এবং ফাইনালে ভিক্টোরিয়ার বিপক্ষে ৫৪ বলে অপরাজিত ৮৬ রান- একটি ম্যাচ বাদে অন্য ৪ ম্যাচেই ছিলেন ধারাবাহিক পারফরমার। ৫ ম্যাচের ৫ ইনিংসে ৪৭.০০ গড় ও ১৪২.৪২ স্ট্রাইকরেটে ২টি হাফ সেঞ্চুরির সাহায্যে সর্বোচ্চ ১৮৮ রান (দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৫৯ রান হ্যাম্পশায়ারের শান মাসুদের) করার সুবাদে টুর্নামেন্টসেরার পুরস্কার পেয়েছেন সৌম্য। এ ছাড়া শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে ৫৪ বলে ৭ বাউন্ডারি ও ৫ ছক্কায় আসরের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ অপরাজিত ৮৬ রানের বিস্ফোরক ইনিংস (দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শান মাসুদের ৭৯) খেলে প্লেয়ার অব দ্য ফাইনালও হয়েছেন ৩১ বছর বয়সী এই বাঁহাতি ওপেনার।

বোলিংয়ে সর্বোচ্চ ৯ উইকেট শিকার করেছেন ভিক্টোরিয়ার রিস্ট স্পিনার ক্যালাম স্টো। রংপুরের হারমিত সিং ও শেখ মেহেদী হাসান এবং গায়ানার ডোয়াইন প্রিটোরিয়াস ও ইমরান তাহির, এই ৪ জন প্রত্যেকেই নিয়েছেন ৮টি করে উইকেট। কামরুল ইসলাম রাব্বি ও জ্যাক চ্যাপেল ৭টি করে উইকেট নিয়ে রংপুর রাইডার্সের শিরোপা জয়ে ভালো অবদান রেখেছেন।

দেশে খেলোয়াড়বান্ধব হকি চাই

সেকান্দার আলী

বিশ্ব হকি যখন টার্ফের যুগে প্রবেশ করেছে, বাংলাদেশে তখনো ঘাসের মাঠে খেলা হয়। সেই আশির দশকে বাংলাদেশ হকি দলের আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে খেলা ছিল বিভীষিকার মতোই। এশিয়ান গেমস বা এশিয়া কাপে ভারত পাকিস্তান গোলবন্যায় ভাসাত বাংলাদেশকে। অথচ বৈশ্বিক হকিতে বাংলাদেশ কখনোই খারাপ ছিল না। বৈশ্বিক র‍্যাঙ্কিংয়ে সম্মানজনক স্থান ছিল ঐতিহাসিকভাবে। এশিয়ান স্টার, ওয়ার্ল্ড স্টারের মতো হকি খেলোয়াড় সৃষ্টি হয়েছে দেশে। এই প্রজন্ম জুম্মন লুসাইয়ের নামই হয়তো শুনেননি। তিনি ছিলেন দেশের হকির একমাত্র বিশ্ব তারকা। জামাল হায়দার, মালেক চুন্নু, মামুনুর রশিদ ছিলেন এশিয়ান স্টার। আরেকটু পেছনে গেলে প্রথম বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান দলের খেলা হকি তারকা আছে বাংলাদেশে। তিনি বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবদুস সাদেক। ১৯৬৯ সাল থেকে পাকিস্তান জাতীয় দলে খেলেছেন। ইউরোপ এবং কেনিয়ার বিপক্ষে হকি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে পাকিস্তান দলের সদস্য ছিলেন তিনি। ১৯৭১ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম হকি বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান দলের খেলোয়াড়! সে সময় দেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলার কারণে তিনি নিজে অনুরোধ করে ম্যাচ খেলা থেকে বিরত ছিলেন। ফলে পর্যবেক্ষক খেলোয়াড় হিসেবে বিশ্বকাপ দলে রাখা হয়েছিল তাকে। সে দলে ছিলেন আরেক বাংলাদেশি ইব্রাহিম সাবের। যে দেশে বিশ্ব তারকা জন্মায় সে দেশের হকি বিশ্বমানের হওয়ার কথা। কিন্তু নানা কারণে সম্ভাবনাময় হকির উত্থানটা সেভাবে হয়নি। অনিয়মিত লিগ, হকি পেশা হিসেবে গড়ে না উঠায় বানরের তৈলাক্ত বাশে চড়ার মতো উত্থান-পতন দেখেছেন দেশের মানুষ। অথচ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া গেলে বাংলাদেশ বিশ্বকাপ খেলতে পারত চার দশক আগে। দেরিতে হলেও যুব বিশ্বকাপে কোয়ালিফাই করার মধ্যদিয়ে নতুন দিন সূচিত হলো দেশের হকিতে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আব্দুস সাদেকের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক গেমসে খেলেছে হকি। আর্থিক সংকটের কারণে আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের বাইরে দ্বিপক্ষীয় সিরিজ বা প্রদর্শনী ম্যাচ খেলা হয়নি তেমন একটা। বিদেশে প্রশিক্ষণ নেওয়া, প্রস্তুতি ম্যাচ খেলা বা বিদেশি কোচ নিয়োগ দেওয়া সম্ভব ছিল না ফেডারেশনের পক্ষে। সে সময়ও হকি ছিল আন্তর্জাতিক মানের। ১৯৭০ সালে পাকিস্তান দল এশিয়ান গেমস শেষ করে করাচিতে ফেরার আগে ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান দলের সঙ্গে একটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলেছিল ঢাকা স্টেডিয়ামে। সাদেক-ইব্রাহিমরা সে ম্যাচে হেরেছিল ১-০ গোলে। ১৯৮৫ সালে যারা ঢাকায় এশিয়া কাপ হকির খেলা দেখেছেন বাংলাদেশ হকি দলের রোমাঞ্চকর পারফরম্যান্স ভুলতে পারেননি। স্বাগতিক বাংলাদেশ এশিয়া কাপের দ্বিতীয় আসরে ষষ্ঠ হয়েছিল। 'এ' গ্রুপে তৃতীয় স্থান লাভ করেছিল। চিনের সঙ্গে ২-২ গোলে, জাপানের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছিল। ইরানকে ৩-১ গোলে হারালেও পাকিস্তানের সঙ্গে তীব্র লড়াই করে ১-০ গোলে হেরে গিয়েছিল। ঢাকায় অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপের পর দেশে হকির একটা জাগরণ এসেছিল। গ্রামগঞ্জেও গাছের ডাল দিয়ে খেলা হয়েছে হকি। কিন্তু ফেডারেশনের অদূরদর্শিতার কারণে সেই জাগরণ বিফলে গেছে। বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্ন মিশে গেছে ধুলায়।

১৯৯০ সালে বিকেএসপিতে হকি টার্ফ বসানোর পর বাংলাদেশ উন্নতি করতে থাকে। ১৯৯৩ সালের এশিয়া কাপে দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করা ছিল ঐতিহাসিক সাফল্য। বাংলাদেশের কাছে পয়েন্ট হারানো কোরিয়া সেবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। ১৯৯৫ সালের মাদ্রাজ সাফ গেমসে ভারত, পাকিস্তানের সঙ্গে তীব্র লড়াই করে ব্রোঞ্জপদক লাভ করেছিল বাংলাদেশ। তবে বাংলাদেশের হকির সবচেয়ে বড় উত্থান ঘটেছিল ২০১৩ সালে। ২০১২-১৩ সালের এফআইএইচ ওয়ার্ল্ড হকি লিগে দারুণ সফল ছিল বাংলাদেশ। অল্পের জন্য বিশ্বকাপে কোয়ালিফাই করা হয়নি। ১৯তম র‍্যাঙ্কিংয়ে শেষ করেন রাসেল মাহমুদ জিমিরা। ২০১৪ সালের বিশ্বকাপ খেলতে না পারার আক্ষেপ এখনো পোড়ায় খেলোয়াড়দের। কারণ, হকি বিশ্বকাপ হয় ১৬ দলের। যদিও ২০১৬-১৭ সালের এফআইএইচ বিশ্ব লিগে

২৭তম হয়েছিল বাংলাদেশ। সম্ভবত ওটাই ছিল দেশের হকির সবচেয়ে খারাপ ফল। কারণ, বাংলাদেশের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং সব সময়ই মোটামুটি ভালো ছিল। এশিয়ান পর্যায়ে পাঁচ-ছয়-সাত দলের মধ্যে থেকেছে নিয়মিত। যুব এশিয়া কাপ দিয়ে বাংলাদেশের হকিতে জাগরণ এসেছে। প্রথমবারের মতো সরাসরি যুব বিশ্বকাপ খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ। হকির যুব এশিয়া কাপ বা বিশ্বকাপ ক্রিকেটের মতো নয়। ক্রিকেটের যুব এশিয়া কাপের বয়স অনূর্ধ্ব-১৯, হকির যুব এশিয়া কাপ বা বিশ্বকাপের বয়স অনূর্ধ্ব-২১ বছর। জাতীয় দলের কাছাকাছি মানের খেলা হয় যুব এশিয়া কাপে। কারণ, হকিতে ২১ বছরের একটি ছেলে সেরা ছন্দে থাকে।

দেশের বর্তমান বাস্তবতায় হকিতে লিগ নেই। বিকেএসপি থেকে প্রতিবছর খেলোয়াড় বের হয়ে সেনা-নৌ-বিমানবাহিনীতে সৈনিক হিসেবে চাকরি নেন বেশির ভাগ। পুলিশ, আসনার, ব্যাংক, বিমা, রেলওয়েতে হকি দল থাকলেও আগের মতো চাকরির সুযোগ নেই। লিগ নেই, চাকরি নেই–স্পন্সর নেই। এভাবে হকির উন্নয়ন কোনো দিনও সম্ভব হবে না। হকিকে পেশাদার খেলা বানাতে না পারলে বৈশ্বিক সাফল্যের সুফল কাজে লাগানো যাবে না। এবারের যুব এশিয়া কাপ হকি অনুষ্ঠিত হয় ওমানে। ষষ্ঠ স্থান নির্ধারণী ম্যাচে চীনকে ৬-৩ গোলে হরিয়ে বিশ্বকাপ খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। পঞ্চম স্থান নির্ধারণী ম্যাচে থাইল্যান্ডকে ৭-২ গোলে উড়িয়ে দেয়। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে ভারতে হবে যুব হকি বিশ্বকাপ। যেটি দেশের হকির বাক বদল করার অপার সম্ভাবনা। হকি ফেডারেশনের সভাপতি বিমানবাহিনীর প্রধান হাসান মাহমুদ খান বলেছেন যুব দলটিকে বিশ্বকাপের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুত করতে সব ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হবে। দেশি-বিদেশি কোচিং স্টাফ দিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া ছাড়াও বিদেশে বেশি বেশি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার সুযোগ করে দিতে পারলে বিশ্বকাপেও ভালো করার সুযোগ থাকবে। কারণ, যুব দলের ম্যানেজার বিকেএসপির সাবেক প্রধান কোচ কাওয়াসর আলীর মতে বাংলাদেশের বর্তমান হকি দলটি খুবই ভালো। ছেলেরা আন্তর্জাতিক মানের হকি খেলেন।

সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দেশের হকিকে পেছনের দিকে ঠেলে দিয়েছেন সংগঠকরা। গত চার পাঁচ বছর তো খেলাটাই সেভাবে মাঠে ছিল না। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে মমিনুল হক সাঈদ সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন, যার হাতে দেশের হকি নিরাপদ ছিল না। যিনি খেলোয়াড়দের সুবিধা অসুবিধা কখনো দেখতে চাননি। তিনি ঢাকা প্রিমিয়ার হকি লিগকেও কলুষিত করেছেন ক্ষমতাবলে। আম্পায়ার্স ও শৃঙ্খলা কমিটিকে পাস কাটিয়ে মাঠের ফল বদলে দিয়ে লিগে চ্যাম্পিয়ন করিয়েছেন নিজের ক্লাবকে। মোহামেডান ক্লাবকে শুধু পরাজিতই করেননি অনৈতিকভাবে খেলোয়াড় ও ক্লাব কর্মকর্তাদের শাস্তি দিয়েছেন। এভাবে দিনের পর দিন অযোগ্য হকি কর্তারা খেলাকে পিছিয়ে দিয়েছে নানাভাবে। আগে দেশের বেশ কয়েকটি জেলায় হকি লিগ হতো। ফরিদপুর, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহে ঢাকা থেকে অনেক খেলোয়াড় গেছেন লিগ খেলতে। সেই লিগগুলো বন্ধ হয়ে গেছে ফেডারেশনের খেয়ালি পনায়। ফলে দেশের বাকি জেলাগুলো থেকে এখন আর খেলোয়াড় উঠে আসে না। ফরিদপুর থেকে হকিতে মিলছে না নতুন কোনো ইসা মুসা। পুরান ঢাকা থেকে তৈরি হচ্ছে না আব্দুস সাদেক, রফিকুল ইসলাম কামালের মতো খেলোয়াড়। হকি হয়ে পড়েছে পুরোপুরি বিকেএসপি নির্ভর। সাভারের জিরানী ও দিনাজপুর বিকেএসপিতে হকি টার্ফ আছে। সেখানে শিক্ষার্থীদের দীর্ঘ মেয়াদে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই যে অনূর্ধ্ব-২১ হকি দল বিশ্বকাপ খেলার যোগ্য অর্জন করল, সেখানে শতভাগ বিকেএসপির খেলোয়াড় খেলেছে। জাতীয় দলেও একই অবস্থা। অথচ বিকেএসপির পাশাপাশি সারা দেশে থেকে খেলোয়াড় তুলে আনা গেলে জাতীয় দল আরও সমৃদ্ধ হতে পারত। প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে খেলার মান বাড়ত।

অন্য খেলার মতো হকিও ঢাকার খেলা। এই সংস্কৃতি থেকে বের হতে না পারলে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে হকির চর্চা সম্ভব হবে না। বিকেএসপির সাবেক কোচ কাওসার আলী হকির এই হাল দেখে হতাশা প্রকাশ করে বলছিলেন, 'ছেলেরা এখন আর হকি খেলতে চায় না। সবাই ক্রিকেট খেলতে চায়। বিকেএসপিতে পরীক্ষা দেয় হয় ক্রিকেট না হলে ফুটবলে। এই দুটি খেলায় টাকা আছে। হকিতে সেটা নেই। লিগ অনিয়মতি। ভালো চাকরিও নেই। আমরা হকিতে ছেলে ভর্তি করি, ফুটবলে পরীক্ষা দিতে এসে যারা বাদ পড়ে তাদের থেকে। এক দশক আগেও এই চিত্র ছিল না।' হকিতে ক্লাব রাজনীতি মারাত্মক। অফিস লিগগুলোও নিয়মিত না। ফ্র্যাঞ্চাইজি হকি লিগ একবার অনুষ্ঠিত হওয়ার পর বন্ধ হয়ে গেছে। সেখানেও নামে মাত্র পারিশ্রমিক দেওয়া হতো খেলোয়াড়দের। অথচ ১৯৯০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত হকি খেলে ভালো পারিশ্রমিক পেতেন খেলোয়াড়রা। ঢাকা লিগে ক্রিকেটারদের চেয়েও বেশি সম্মানী ছিল। মূল্যস্ফীতির এই বাজারেও নব্বইয়ের দশকের সম্মানী পেলে একজন খেলোয়াড়ের চলবে কেন। তাই বলতে পারি দেশের হকিকে বৈশ্বিক মানে নিতে হলে ফেডারেশকে খেলোয়াড় কেন্দ্রিক চিন্তা করতে হবে।

বিপিএলের থিম গ্রাফিতি ও থিম সং প্রকাশনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদ সহ অন্যান্য পরিচালক

শারমিনের দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন

মো. মনির উদ্দিন

ব্যাট হাতে পারফরম্যান্স মোটেও ভালো যাচ্ছিল না। বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের হয়ে শেষ টি-টোয়েন্টি খেলেছিলেন ২০২২ সালের ডিসেম্বরে। গত বছরের জুলাইয়ে ভারতের বিপক্ষে মিরপুরে দ্বিতীয় ওয়ানডের পর ফর্মের দুর্দশার কারণে বাদ পড়েন এই সংস্করণ থেকেও। শারমিন আক্তার সুপ্তাকে প্রায় ভুলতেই বসেছিলেন সমর্থকেরা। কিন্তু ২৯ বছর বয়সী অভিজ্ঞ এই ডানহাতি ব্যাটার জাতীয় দল থেকে ছিটকে পড়লেও নিজের ওপর আস্থা হারাননি। কঠোর পরিশ্রম করে নিজেকে আমূল বদলে খুঁজছিলেন একটা সুযোগ। দীর্ঘ ১৬ মাস অপেক্ষার পর টাইগ্রেস দলে পুনরায় ডাক পান আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে হোম সিরিজে। প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করে করলেন বাজিমাত, হারিয়ে যাওয়ার দুয়ার থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে লিখলেন দুর্দান্তভাবে ফিরে আসার গল্প! ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি, উভয় সিরিজেই বাংলাদেশ দলের হয়ে সর্বাধিক রান করেছেন শারমিন। একেই বলে রাজসিক প্রত্যাবর্তন।

দীর্ঘদিন পর টাইগ্রেসদের হয়ে খেলতে নেমে মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে আইরিশ মেয়েদের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে সেঞ্চুরির সম্ভাবনা জাগিয়ে শেষ পর্যন্ত আউট হয়ে যান ৯৬ রানে। মাত্র ৪ রানের জন্য তিন অঙ্কের ম্যাজিক্যাল ফিগার ছুঁতে না পারলেও একাধিক রেকর্ড গড়েন শারমিন। তাঁর ৮৯ বলের দর্শনীয় ইনিংসে ছিল ১৪টি বাউন্ডারির মার। বাংলাদেশের হয়ে এটি সর্বোচ্চ বাউন্ডারির রেকর্ড। ১২ বাউন্ডারি মেরে আগের রেকর্ড গড়েছিলেন মুর্শিদা খাতুন। ওয়ানডাউনে নেমে এদিন শারমিন পঞ্চাশ পূর্ণ করেন ৪১ বলে যা বাংলাদেশের পক্ষে দ্রুততম হাফ সেঞ্চুরি। ইতিপূর্বে ২০২১ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে ৪৪ বলে ফিফটি করে রেকর্ডটির মালিক ছিলেন রুমানা আহমেদ। উল্লেখ্য, নারী ওয়ানডেতে বাংলাদেশের রয়েছে ২টি সেঞ্চুরি (১০৭ ও ১০২), দু'টিই এসেছে ফারজানা হক পিংকির ব্যাট থেকে। একটা ক্ষেত্রে এবার শারমিনই 'প্রথম', ওয়ানডেতে টাইগ্রেসদের হয়ে তিনিই প্রথমবার 'নার্ভাস নাইনটিজ'-এর শিকার হলেন। এর আগে ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে ইস্ট লন্ডনে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে মুর্শিদা খাতুন ৯১ রান করলেও ওই ইনিংসে তিনি ছিলেন নটআউট।

অবশ্য ২০২১ সালের ২৩ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে জিম্বাবুয়ের হারারে মাঠে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে সেঞ্চুরি পেয়েছিলেন শারমিন আক্তার। ইনিংসের আদ্যন্ত ব্যাটিং করে ১৪১ বলে অপরাজিত ছিলেন ১৩০ রানে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের মেয়েদের 'ওয়ানডে স্ট্যাটাস' না থাকায় ওই ম্যাচটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়নি। যে কারণে শারমিনের ওই ইনিংস রেকর্ডবুকে নেই, থাকলে তিনিই হতেন টাইগ্রেসদের প্রথম ওডিআই সেঞ্চুরিয়ান।

আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ৬৩ বলে ৪৩ রান করে আউট হয়ে যাওয়া শারমিনের ব্যাট থেকে তৃতীয় ম্যাচে আসে ৮৮ বলে ৭২ রানের আরেকটি চমৎকার ইনিংস। শুরু ও শেষ ওয়ানডেতে প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার পাওয়া এই ডানহাতি ব্যাটার ৩ ম্যাচে ৭০.৩৩ গড়ে সর্বোচ্চ ২১১ রান করেও অবশ্য সিরিজসেরা হতে পারেননি। ওই অ্যাওয়ার্ড জিতে নেন ১৭২ রান করা টাইগ্রেস ওপেনার ফারজানা হক পিংকি। মূলত ওয়ানডে সিরিজের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের সুবাদেই আইসিসির নভেম্বর মাসের সেরা খেলোয়াড়ের সংক্ষিপ্ত তালিকায় ইংল্যান্ডের ব্যাটার ড্যানি ওয়াট-হজ ও দক্ষিণ আফ্রিকার অলরাউন্ডার ন্যাডাইন ডি ক্লার্কের সঙ্গে মনোনয়ন পেয়েছেন শারমিন আক্তার।

মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে ওয়ানডে সিরিজ যেখানে শেষ করেছিলেন, সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আয়ারল্যান্ড নারী দলের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ সেখান থেকেই শুরু করেন শারমিন আক্তার। তিন ম্যাচে তাঁর পারফরম্যান্স ছিল যথাক্রমে ১৩ বলে অপরাজিত ২৩, ৪৩ বলে ৩৮ ও ৩৩ বলে ৩৪। সিরিজে ৪৭.৫০ গড়ে বাংলাদেশের পক্ষে সর্বোচ্চ ৯৫ রান আসে শারমিনের ব্যাট থেকে। যদিও ৩-০ তে ওয়ানডে সিরিজ জয়ী টাইগ্রেসরা টি-টোয়েন্টি সিরিজে উল্টো ৩-০ ব্যবধানে হয়েছে হোয়াইটওয়াশ।

২০১১ সালের ২৬ নভেম্বর বিকেএসপির দুই নম্বর মাঠে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের প্রথম স্বীকৃত আন্তর্জাতিক ম্যাচে ওয়ানডে অভিষেক হয়েছিল শারমিন আক্তার সুপ্তার। ওপেনিংয়ে নেমে ৮৮ বলে ৬ বাউন্ডারির সাহায্যে ৫২ রান, প্রথম ম্যাচেই দেশের প্রথম ফিফটি করেছিলেন তিনি। প্রায় ১৩ বছর একই প্রতিপক্ষের বিপক্ষে বলতে গেলে নতুন করে ক্যারিয়ারের পুনর্জন্ম হয়েছে তাঁর। জাতীয় দলে ব্রাত্য হয়ে পড়ার পর প্র্যাকটিসে প্রচুর পরিশ্রম করেছেন শারমিন, নিয়েছিলেন ঘরোয়া ক্রিকেটের স্বনামধন্য কোচ (সম্প্রতি বাংলাদেশ জাতীয় দলের সিনিয়র সহকারী কোচ হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন) মোহাম্মদ সালাউদ্দিনের 'টোটকা' ও পরামর্শ। স্ট্রাইকরেটে উন্নতি করার লক্ষ্যে স্কিল বাড়িয়ে মানসিকতা বদলে তবেই সাফল্যের নতুন সোপানে পৌঁছেছেন এই ব্যাটার। আইরিশদের বিপক্ষে তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৩৪ রান করার পথে ১৫তম রানটি নেওয়ার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এক হাজার রানের মাইলফলক ছুঁয়েছেন শারমিন। বাংলাদেশ নারী দলের হয়ে তাঁর ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান- ৩৮ ওয়ানডের ৩৭ ইনিংসে ২০.৮৯ গড়ে ৭৭৩ রান (সর্বোচ্চ ৯৬) এবং ১৯ টি-টোয়েন্টির ১৭ ইনিংসে ১৫.৩৭ গড়ে ২৪৬ রান (সর্বোচ্চ ৩৮)। ব্যাটিং নিয়ে চরম সমস্যায় থাকা টাইগ্রেসরা শারমিনের প্রত্যাবর্তন রাঙানো 'নতুন শুরুর' দিকে তাকিয়ে আশাবাদী হতেই পারে।

বিশ্বজুড়োয় প্রতিষ্ঠা পেতে চান রমজান

মোরসালিন আহমেদ

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের (২০২১-২২) ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ থেকে যেসব ক্রীড়াবিদরা এ মুহূর্তে উদীয়মান তারকা হিসেবে জাতীয় পর্যায় উঠে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে নারায়ণগঞ্জের ছেলে মোহাম্মদ রমজান আলী অন্যতম। স্থানীয় রাবেয়া হোসেন উচ্চ বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত এ জুডোকা ইতিমধ্যে নিজ প্রতিভা গুণে সবার নজর কেড়েছেন। তিনি ফ্রান্সের বিখ্যাত জুডোকা হিফুই আবের ভক্ত। ময়দানি লড়াইয়ে তাঁকেই অনুসরণ করেন এই কিশোর জুডোকা। এক প্রশ্নে রমজান বলেন, আমি একজন শিক্ষানবীস জুডোকা। প্রতিদিনই নিত্য-নতুন কিছু না কিছু শিখছি। কিছু না কিছু জানছি। জুডোর আধুনিক টেকটিস টেকনিক রপ্ত করার চেষ্টা করছি। আমার লক্ষ্য পড়াশোনার পাশাপাশি বিশ্বজুডোয় প্রতিষ্ঠা পাওয়া। কাজেই সামনের দিনগুলোয় আমাকে অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে।

রমজান অপর প্রশ্নে বলেন, জাতীয় জুডো ও আন্তর্জাতিক জুডোয় এখনো খুব বেশি খেলা হয়নি। তবে ভারত, নেপাল ও ভুটানের জুডোকাদের সঙ্গে লড়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে। এভাবেই অন্যসব দেশের সঙ্গে লড়ে লড়ে নিজেকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে চাই। তিনি আরও জানান, জুডো হচ্ছে ব্যক্তি নৈপুণ্যের খেলা। আত্মরক্ষামূলক খেলা। এ খেলায় তেমন পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া যায় না। তবু সীমিত সুযোগ-সুবিধার মধ্যে বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশন, নারায়ণগঞ্জ জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও ঈগল স্পোর্টিং ক্লাব আছে বলেই আমার পক্ষে খেলাটা চালিয়ে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে যদি সরকারি-বেসরকারি পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসত কিংবা পাওয়া যেত তাহলে আমাদের মতো উদীয়মানদের এগিয়ে যাওয়া আরও সহজ হতো।

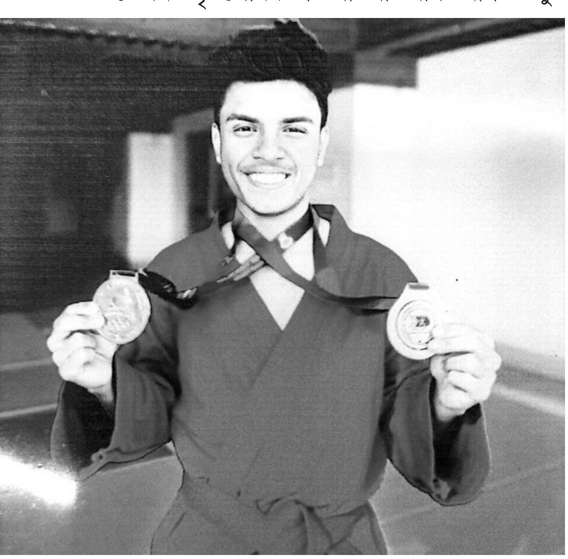

রমজানের উত্থান মূলত নারায়ণগঞ্জ জেলা ক্রীড়া সংস্থা থেকে। তারপর এগিয়ে যাবার পেছনে ভূমিকা রেখেছেন ঈগল স্পোর্টিং ক্লাবের কর্ণধার মোস্তফা কাওছার। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে জেলা থেকে জাতীয় পর্যায় আর জাতীয় পর্যায় থেকে আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে নিজেকে মেলে ধরে আগামীর বার্তা ছড়িয়েছেন। মাত্র পাঁচ বছরের ক্যারিয়ারে রমজান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আঙিনায় বেশ কয়েকটি সাফল্যের পালক যোগ করে উদীয়মান জুডোকা হিসেবে ইতিমধ্যে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছেন।

জুডোর সঙ্গে সম্পৃক্ত অভিজ্ঞমহল মনে করেন, রমজান যদি প্রোপারওয়ে এগিয়ে যেতে পারেন তাহলে বিশ্ব জুডোয় তাঁর কাছ থেকে ভালো কিছু আশা করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারপ্রাপ্ত জুডোকা কামরুন নাহার হীরু বলেন, রমজান খুবই মেধাবী জুডোকা। জুনিয়রদের মধ্যে ৫০ কেজি ওজন শ্রেণিতে এ মুহূর্তে ভালো করছেন। জুডোর কলাকৌশলগুলো দ্রুত এডপ্ট করতে শিখছেন। কাজেই এখন থেকে যদি ও' কঠোর অনুশীলনের মধ্যে নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে পারেন তাহলে আন্তর্জাতিক জুডোর তাঁর ভবিষ্যৎ নিঃসন্দেহে উজ্জ্বল।

এদিকে আকিব হায়দার ইমনের কাছে রমজানের হাতেখড়ি হয়। বর্তমান কোচ ফারজানা হক। তাঁর কাছেই এখন প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। মাঝে বিশেষ প্রশিক্ষণ পেয়েছেন ইংল্যান্ডের জুলিয়েন ব্রুলার্ডের কাছে, যা তাঁকে জুডোয় আরও আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে। এ মুহূর্তে তিনি নারায়ণগঞ্জ জেলার প্রথম ব্ল্যাকবেল্টধারী জুডোকা ও জাতীয় পর্যায়ের পরিচিত মুখ। তাই তো প্রতিনিয়তই রমজান স্বপ্ন দেখেন, দেশের হয়ে একদিন বিশ্বজুড়ে সাফল্যের হাওয়া গায়ে মেখে দাপিয়ে বেড়াবেন।

একনজরে...

নাম	: মোহাম্মদ রমজান আলী
ডাক নাম	: রমজান
পিতা	: মোহাম্মদ মুছা
মাতা	: জোসনা বেগম
জন্ম তারিখ	: ১০.০১.২০০৮
জন্মস্থান	: নারায়ণগঞ্জ
ভাই-বোন:	১ ভাই, ১ বোন
নিজ অবস্থান	: প্রথম
উচ্চতা	: ৫ ফুট ১ ইঞ্চি
ওজন	: ৪২ কেজি
শিক্ষাগত যোগ্যতা	: দশম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	: রাবেয়া হোসেন উচ্চ বিদ্যালয়
ক্রীড়ায় পরিচিতি	: জুডোকা
জুডোয় না এলে ক্রীড়ায় যেতাম	: হয়তো অন্য কোনো
প্রিয় ইভেন্ট	: ৫০ কেজি ওজন শ্রেণি
খেলা শুরু	: ২০২০
জাতীয় পর্যায়	: ২০২২
আন্তর্জাতিক পর্যায়	: ২০২৩
হাতেখড়ি :	আকিব হায়দার ইমন
বর্তমান কোচ	: ফারজানা হক
প্রথম ক্লাব:	ঈগল স্পোর্টিং ক্লাব
প্রিয় খেলোয়াড়	: হিফুই আবে (ফ্রান্স)
জুডোয় প্রিয় দেশ	: জাপান
অন্য প্রিয় খেলা	: ফুটবল
প্রিয় খাবার	: মাছ-ভাত
প্রিয় রং :	সবুজ
প্রিয় শখ :	বিদেশ ভ্রমণ
পছন্দ :	সৎ পথে চলা
অপছন্দ :	মিথ্যা বলা
অবসরে :	বই পড়া
আদর্শ :	মানবিক মানুষ হওয়া
জাতীয় পর্যায় সাফল্য	: শেখ কামাল দ্বিতীয় বাংলাদেশ যুব গেমসে তাম্রপদক লাভ
আন্তর্জাতিক পর্যায় সাফল্য	: আন্তর্জাতিক জুডো বিকেএসপি কাপ প্রতিযোগিতায় তাম্রপদক জয়
ভবিষ্যৎ লক্ষ্য	: বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগদান।

এ নয় শুধু সমতা, এ যে বিশাল অর্জন

আশরাফ উদ্দিন খান

গোটা ক্রিকেট জগতের আনাচকানাচে চলছে সীমাহীন উন্মাদনা। বিশ্ব টেস্ট, চ্যাম্পিয়নশিপের সঙ্গে সঙ্গে ওডিআই, টি-টোয়েন্টি, টি-টেন ইত্যাদির মহোৎসবে ক্রিকেটপ্রেমীরা আনন্দে মাতোয়ারা। এর সঙ্গে আমরাও সম্পৃক্ত।

আগস্টের ২১ থেকে ডিসেম্বরের ৩ তারিখ পর্যন্ত আমাদের শার্দুল বাহিনী চারটি শক্তিশালী ক্রিকেট দেশের সঙ্গে আটটি টেস্ট খেলেছে। পাকিস্তানের সঙ্গে বিরাট সফলতার পর ধারণা ছিল ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গেও সেরূপ কিছু হতে পারে। তা হয়নি। হয়েছে উল্টোটা। তাই সর্বশেষ সফল হতে পারব–এ নিয়ে ছিল মহা অনিশ্চয়তা।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটবিশ্বে অতি পরিচিত দেশ। আমাদের দেশ থেকে সবচেয়ে দূরের ক্রিকেট দেশ। গত শতকের শেষ ৩০ বছর তাদের ফাস্ট বোলাররা ছিলেন বিশ্ব ত্রাস। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অলরাউন্ডার স্যার গারফিল্ড সোবার্স এই অঞ্চলেই অর্থাৎ বার্বাডোজের জন্মগত স্থায়ী বাসিন্দা। সর্বকালের সার্থক ১০ জন ফাস্ট বোলারের নাম বলতে গেলে কেউ ইচ্ছা করেও ওয়েসলি হল, কোর্টনি ওয়ালশ, অ্যান্ডি রবার্টর্স, মাইকেল হোল্ডিং কার্টলি অ্যামব্রোজ ও ম্যালকম মার্শালের নাম বাদ দিতে পারবেন না। এ দেশেই আমাদের লড়াইয়ের ময়দান। দুটি টেস্ট খেলতে হবে।

নভেম্বরের ২২ তারিখ থেকে প্রথম টেস্ট শুরু হয়। স্থান এন্টিনা। ছোট্ট দ্বীপ দেশ। এখানেই জন্মেছেন চিরস্মরণীয় ব্যাটসম্যান স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডস। তাঁরই নামে স্টেডিয়ামেরও নামকরণ হয়েছে। এ দেশের আরও তিনজন নামকরা ক্রিকেটার রয়েছেন। তাঁরা হচ্ছেন এ্যান্ডি রবার্টস, রিচি রিচার্ডসন এবং স্যার কার্টলি এ্যামব্রোজ। তাঁদের দুজনের নামেই স্টেডিয়ামটির দুই প্রান্তের নামকরণ হয়েছে। বিশাল অঞ্চল দিয়ে ক্যারিবীয় সাগর। এখানে রয়েছে অসংখ্য দ্বীপ। এরই উত্তর-পূর্ব দিকের একটি দ্বীপের নাম এ্যান্টিগা ও বারবুডা। আটলান্টিকের কিনারাঘেঁষা এলাকা।

রাজনৈতিক সুবিধা অর্জনের জন্য ব্রিটিশ, ফরাসি এবং আমেরিকানরা কাড়াকাড়ি করলেও ইংরেজদেরই করতলগত হয় বেশির ভাগ দ্বীপ। উপনিবেশবাদ হাতছাড়া হলেও তাদের রেখে যাওয়া ক্রিকেট আজও সেখানে বহাল রয়েছে। এখানকার বার্বাডোজ, জ্যামাইকা, সেন্টকিটর্স, ত্রিনিদাদ, এ্যান্টিগা, বারমুডা, ডোমিনাকান রিপাবলিক, সেন্ট লুসিয়া এককভাবে অলিম্পিকে অংশ নিলেও সব কটি দেশ মিলিয়েই 'ওয়েস্ট ইন্ডিজ' নামে তারা ক্রিকেট খেলে থাকে। এরা নিগ্রো জাতের মানুষ। কিন্তু আফ্রিকান 'পুরুষ'দের মতো 'চুল কোকড়ানো', নাক থ্যাবড়া কিংবা ঠোঁট, এদের মধ্যে খুব একটা দেখা যায় না। সব থেকে বড় কথা, দেশটির পরিচয় ছড়িয়ে আছে ক্রিকেটকে ঘিরেই। প্রতিটি দ্বীপের চারদিকে সাগর- পূর্ব প্রান্তে বিশাল আটলান্টিক মহাসাগর। অতি সুন্দর এর প্রকৃতি। ইক্ষু, নারকেল আর কফির জন্য এরা বিখ্যাত। তবু সব থেকে বড় পরিচয় এদের ক্রিকেট। তাই আমাদের ছেলেরা কতটুকু কী করতে পারবে- এ নিয়ে বিশাল সংশয় ছিল। প্রথম টেস্ট শুরু হয় অ্যান্ডিগার নর্থসাউথ এলাকায়। এ পর্যন্ত ওদের বিরুদ্ধে আমরা ২০টি টেস্ট খেলে চারবার জিতলেও চৌদ্দবার হেরেছি। দুটি খেলা 'ড্র' হয়। গত পনের বছর ক্যারিবীয় অঞ্চলে আমরা কোন টেস্ট জিততে পারিনি। আমাদের দল অনেকটাই হালভাঙা। পালও ছেঁড়া। অধিনায়ক শান্ত অসুস্থ। তাঁর সঙ্গে সেরা ভরসা মুশফিকও অসুস্থ। নানা কারণে সাকিব আল হাসান নেই।

টসে আমরা জিতলাম বটে, কিন্তু কাজের কাজ তেমনি হলো না। ওদের অনেকটা অচেনা ব্যাটধারী মিসাইল লুইস (৯৭) এবং অ্যালিক আথানেজ (৯০) আমাদের বোলারদের পাত্তা দিলেন না। তার ওপর মধ্যম সারির ব্যাটসম্যান জাস্টিন গ্রিভস করে বসলেন সেঞ্চুরি তার অপরাজিত ১১৫ রানের সুবাদে দেশটির রানের শকট থামে (৪৯০/৯) প্রায় পাঁচ শতর ঘরে। আমাদের বাহিনীও খুব একটা খারাপ করেননি, তবু রানের খাতায় দেখা যায় ২৬৯(৯) রান। দ্বিতীয় বার নেমে রান তুলেন (১৩২/৯)। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ইনিংসে ১৫২ রানের বেশি তুলতে পারেনি। কিন্তু যা হওয়ার আগেই হয়ে গেছে। দুই শতাধিক (২০১) রানে পরাজয়। ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে হতাশাব্যঞ্জক ভূমিকা থেকে টাইগার দল বের হতে পারল না। শেষ টেস্ট শুরু হয় নভেম্বরের শেষ দিন। স্থান জ্যামাইকার কিংস্টন মাঠের সাবিনা পার্ক নামক অতি মনোহর স্টেডিয়াম। এই মাঠের ঐতিহ্য আছে। এই দ্বীপে জন্মেছিল অসংখ্য মহান ক্রিকেট পুরুষ। এদের মধ্যে উল্লেখ্য জর্জ হ্যাডলি, মাইকেল হোল্ডিং, লরেন্স রো, জেফরি ডুজন, কোর্টনি ওয়ালশ, ক্রিস গেইল, আলফ ভ্যালেন্টাইন ও আজকের প্রশিক্ষক জিমি এডামস। দেশটি অনেক চিরস্মরণীয় দৌড়বিদের জন্য বিখ্যাত। এ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও অনেক ভালো। জিডিপি প্রায় জনপ্রতি চার হাজার মার্কিন ডলার লোকসংখ্যাও প্রায় ৩০ লাখ। গোটা দেশই যেন একটি উদ্যান। শুরু হলো দ্বিতীয় টেস্ট।

বৃষ্টির কারণে প্রথম দিন মাত্র ৩০ ওভার খেলা হয়। এরই মধ্যে সাদমান ইসলাম ৫০ রান তুলেন। দ্বিতীয় দিন শামারা জোসেফ, কেমার রোচ, বেডেন সিয়ালস ও আলজারি জোসেফের ভয়ংকর আক্রমণ সইতে না পেতে বাংলাদেশের শার্দুলরা ১৬৪ রান তুলে সবাই বিদায় নেন।

এরপর শুরু হয় আমাদের আগুনঝরা বোলিং। ওয়েস্ট ইন্ডিজ অচিরেই বুঝে নেয় যে 'যেমন ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল।' গতিসম্রাট নাহিদ রানা (৬১/৫), হাসান মাহমুদ (১৯/২), মিরাজ (১৫/১) সঙ্গে তাসকিন ও তাইজুলের লক্ষ্যভেদী আক্রমণের কারণে তারা ১৪৬ রানে গুটিয়ে যায়। বৃষ্টির কারণে এক দিন নষ্ট হওয়ার পরও ফলাফলের আশার আলো দেখা যায়। তৃতীয় দিন পেতে আমাদের রান উঠে ১৯৩ উইকেট হারায় পাঁচটি। খেলায় বাংলাদেশের জয়ের সম্ভাবনা দেখা যেতে থাকে। চতুর্থ দিন জাকের আলীর অতি দানবীয় ব্যাটিংয়ের কারণে (৯১) রান উঠে ২৬৮। এতে শাদমান (৪৬) মেহেদী (৪২) শাহাদত (২৪) ও লিটন দাসের (২৫) যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। নতুন অধিনায়ক মিরাজ যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে দল চালনা করেন। লিটনের কীপিংও ছিল মনে রাখার মতো। ২৮৭ রানের লক্ষ্য নিয়ে ক্যারিবীয় বাহিনী শেষ দিন মাঠে নামে। তাইজুলের ঘূর্ণি (৫০/৫) আর পেসারত্রয় তাসকিন (২) হাসান (২) আর নাহিদের (১) আক্রমণে তারা ১৮৫ রানে বেশি এগোতে পারে না। ১৫ বছর পর ১০-১২ হাজার পথ পেরিয়ে বাংলাদেশ টাইগারবাহিনী ১০১ রানে বিজয়ী হয়। সিরিজের ফলাফল হয় (১-১)।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন বা রানার্সআপ হওয়ার স্বপ্ন দেখে না। এমনকি প্রথম চার দলের একটি হয়ে থাকাও আশা করে না। তবে চেষ্টা করে মর্যাদা ধরে রাখতে। পাকিস্তান সফরে এবং ক্যারিবীয় অভিযানে অনেক আশার সঞ্চার হয়েছে। মানসিক দৃঢ়তা নিয়ে খেললে শেষ চারে অবস্থান করা অসম্ভব না-ও হতে পারে। এই সফরে ম্যান অব দ্য সিরিজের সম্মান যৌথভাবে তাসকিন ও জেডেন সিলসের ভাগ্যে জুটেছে। ম্যাচসেরা হন তাইজুল। তাইজুল ও নাহিদ রানা দুজনেই ছয় উইকেটে দখল করেছেন, তবে তাইজুলের ব্যাটিং নৈপুণ্য বেশির ভাগ চোখে পড়ার কারণেই তিনি 'ম্যান অব দ্য ম্যাচ'।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, একমাত্র শ্বেতকায় খেলোয়াড় দ্য সিলভা ভালো উইকেট কিপিং করেছেন। বোলিংও মন্দ হয়নি। ব্যাটিংয়ে আশানুরূপ কিছু না করতে পারলেও গ্রিভস, ব্র্যাথওয়েট, কাবটি, লুইস ও আথানাজে যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। সর্বোপরি পেসারদের দেশে আমাদের পেসাররা সম্মান রেখেছেন সমুন্নতভাবে।

আমাদের ক্রিকেট দলে প্রায় ১০-১২ জন ভালো বোলার রয়েছেন। পেসার এবং স্পিনার প্রায় সমান সমান। মিডল অর্ডার ব্যাটধারীরাও হতাশাব্যঞ্জক নন। তবে বিপুল পরিমাণ ঘাটতি আছে টপ অর্ডারে। অতি নির্ভরযোগ্য ব্যাটাররাও শূন্য থেকে পাঁচ-সাতের মধ্যে বিদায় নেন। ক্রিজে দাঁড়ালেই ঘামতে থাকেন। এদের কুশলতায় ঘাটতি নেই, ঘাটতি মনোবলে। অভাব দৃঢ়তার আর আত্মবিশ্বাসে। খেলার শুরুতেই কেউ নার্ভাস হয়ে পড়লে বিপক্ষের বোলাররা তা ভালোভাবেই বুঝতে পারেন, তখন তারা কাজের কাজটি সহজেই সম্পন্ন করেন। এ ক্ষেত্রে নিজের মানসিক অবস্থা দলীয় অধিনায়ক ও কোচ বা নির্বাচকদের জানালে ভালো হয়। তখন তারা তাকে বদলিয়ে অন্য কোন খেলোয়াড়কে বিবেচনায় আনতে পারেন।

এবারের সিরিজের সমতা বিজয়েরই সমতুল্য। আমরা 'ড্র' করেছি ১০-১২ হাজার মাইল দূরে গিয়ে ভিন্ন পরিবেশে আর ভিন্ন আবহাওয়ায়। সময়ের ব্যবধান ১০ ঘণ্টা। এ ক্ষেত্রে পরিবেশ ও পরিস্থিতি দুই-ই ছিল প্রতিকূলে। এর মধ্যে ড্র করা সহজসাধ্য ছিল না। এটি সম্ভব হয়েছে দলগত সংহতি আর সুদৃঢ় মনোবলে। এটা সামনেও অটুট থাকবে বলে আশা রাখি।

শাহাদাতকে ছাড়িয়ে হাসানের রেকর্ড

মো. রেজাউল হক

টেস্টে বাংলাদেশের পেসারদের মধ্যে এক পঞ্জিকাবর্ষে সবচেয়ে বেশি উইকেট শিকারের নতুন রেকর্ড গড়েছেন হাসান মাহমুদ

ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে ১-১ এ অমীমাংসিতভাবে টেস্ট সিরিজ শেষ করেছে বাংলাদেশ। প্রথম টেস্টে ৩টির পর দ্বিতীয় টেস্টে ৪টি, ২ ম্যাচে ২০.৮৫ গড়ে বাংলাদেশের পক্ষে তৃতীয় সর্বোচ্চ ৭ উইকেট পেয়েছেন হাসান মাহমুদ। প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ ২০১ রানের বড় ব্যবধানে হারলেও অ্যান্টিগার স্যার ভিভ রিচার্ডস স্টেডিয়ামে প্রথম ইনিংসে দুর্দান্ত বল করেছিলেন এই ডানহাতি পেসার, ২৭ ওভারে ৮৭ রান দিয়ে শিকার করেন ৩ উইকেট। বিশেষ করে দ্বিতীয় দিন সকালে জসুয়া ডি সিলভা ও আলজারি জোসেফকে আউট করে পরপর দুই উইকেট নিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে বড় ধাক্কা দিয়েছিলেন হাসান, যে চাপ পরে আর ধরে রাখতে পারেনি বাংলাদেশ। অবশ্য দ্বিতীয় ইনিংসে তাসকিন আহমেদের তাণ্ডবের দিনে ৬ ওভার বোলিং করেও ছিলেন উইকেটশূন্য।

তবে প্রথম ইনিংসের ৩ উইকেটেই রেকর্ডের একটা পাতার শীর্ষে জায়গা করে নেন হাসান মাহমুদ। টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের পেসারদের মধ্যে এক পঞ্জিকাবর্ষে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি বোলার এখন তিনি। সাদা পোশাকের ক্রিকেটে টাইগার দলে অভিষেকের বছরেই দারুণ এক অর্জন ধরা দিয়েছে ২৫ বছর বয়সী এই ডানহাতি পেসারের হাতে। গত মার্চ মাসে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে চট্টগ্রামে টেস্ট অভিষেকের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে কিংস্টনে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট পর্যন্ত খেলেছেন ৯ ম্যাচ। এই সময় লাল বল হাতে ১৬ ইনিংসে তিনি দখল করেছেন ২৮.৩০ গড়ে ৩০ উইকেট। ২০০৮ সালে ৯ টেস্টের ১৪ ইনিংসে ৩৭.৫২ গড়ে ২৩ উইকেট নিয়ে এতদিন রেকর্ডটির মালিক ছিলেন শাহাদাত হোসেন রাজীব। ওই বছর দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে মিরপুর টেস্টের প্রথম ইনিংসে ২৭ রানে ৬ উইকেট নিয়েছিলেন এই ডানহাতি পেসার, যা এখনো টেস্টে বাংলাদেশের কোনো পেসারের সেরা বোলিং ফিগার। তালিকার তৃতীয় স্থানে রয়েছেন ইবাদত হোসেন। ২০২২ সালে ৮ টেস্টের ১৪ ইনিংসে ৪৩.৯৫ গড়ে ২১ উইকেট পেয়েছিলেন ইনজুরির সঙ্গে লড়াই করে পরিপূর্ণভাবে ফেরার অপেক্ষায় থাকা ডানহাতি এই পেসার। এ ছাড়া আরেক ডানহাতি পেসার সৈয়দ খালেদ আহমেদ ২০২২ সালে ৮ ম্যাচের ১৫ ইনিংসে ৩৯.৭০ গড়ে নিয়েছিলেন ২০ উইকেট। বাংলাদেশের পেসারদের মধ্যে এক পঞ্জিকাবর্ষে টেস্টে অন্তত ২০ উইকেট নেওয়ার নজির কেবল উপরোক্ত চারজনেরই।

লক্ষ্মীপুরের ছেলে হাসান মাহমুদকে প্রথমে সাদা বলের ক্রিকেটের জন্যই উপযুক্ত মনে করেছিলেন নির্বাচকেরা। ২০২০ সালের মার্চে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি অভিষেকের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নাম লেখানো এই পেসার পরের বছরের জানুয়ারিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে একই মাঠে বাংলাদেশের জার্সি গায়ে ওয়ানডে খেলার সুযোগ পান। রঙিন পোশাকে টাইগারদের হয়ে অনিয়মিতভাবে খেলে যাওয়া হাসান চলতি বছরের মার্চ-এপ্রিলে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে চট্টগ্রামে টেস্ট অভিষেকে প্রথম ইনিংসে ২ উইকেট এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেট নিয়ে লম্বা দৈর্ঘ্যের ক্রিকেটে পথচলা শুরু করেন। এর পর থেকে লাল বল হাতে বাংলাদেশের প্রধান ভরসা হয়ে উঠছেন তিনি এবং 'অটো' চয়েস হিসেবে টানা খেলে যাচ্ছেন। পাকিস্তান সফরে গিয়ে রাওয়ালপিন্ডিতে দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ক্যারিয়ারের প্রথমবার ৫ উইকেট (১০.৪-০-৪৩-৫) শিকারের পর ভারতের মাটিতে চেন্নাইয়ে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে আবারও 'ফাইফার' (২২.২-৪-৮৩-৫) অর্জনে নিজেকে মেলে ধরেন হাসান। ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে মিরপুর টেস্টে ৩ উইকেট পেলেও চট্টগ্রামে একমাত্র ইনিংসে অবশ্য কোনো উইকেটের দেখা পাননি। এরপর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ২ টেস্টে দখল করেছেন ৭ উইকেট। প্রাসঙ্গিকভাবে জানিয়ে রাখা ভালো, পেসার ও স্পিনার; সব মিলিয়ে বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে এক পঞ্জিকাবর্ষে টেস্টে সর্বোচ্চ উইকেট নেওয়ার রেকর্ড তাইজুল ইসলামের। ২০১৮ সালে ৭ টেস্টের ১৩ ইনিংসে ২২.৯৭ গড়ে ৪৩ উইকেট নিয়েছিলেন এই বাঁহাতি স্পিনার। ওই বছর ৮ টেস্টের ১৪ ইনিংসে অফস্পিনার মেহেদী হাসান মিরাজের উইকেট সংখ্যা ছিল দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪১টি।

উল্লেখ্য, বিশ্ব ক্রিকেটে পেসারদের মধ্যে টেস্টে এক পঞ্জিকাবর্ষে সর্বোচ্চ উইকেট দখলের রেকর্ড ডেনিস লিলির। ১৯৮১ সালে ১৩ টেস্টের ২৫ ইনিংসে ২০.৯৫ গড়ে ৮৫ উইকেট নিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি পেসার। পেসার ও স্পিনার, সব মিলিয়ে এক ক্যালেন্ডার ইয়ারে লাল বলে সবচেয়ে বেশি উইকেট শিকারের বিশ্ব রেকর্ড শেন ওয়ার্নের। ২০০৫ সালে ১৫ টেস্টের ৩০ ইনিংসে ২২.০২ গড়ে ৯৬ উইকেট পেয়েছিলেন অকাল প্রয়াত অস্ট্রেলিয়ার স্পিন জাদুকর।

টি-টোয়েন্টিতে টাইগ্রেসদের উল্টো যাত্রা

মো. রেজাউল হক

মিরপুরে আয়ারল্যান্ডের মেয়েদেরকে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়ে ওয়ানডে সিরিজ জিতেছিল বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল। কিন্তু সিলেটে টি-টোয়েন্টি সিরিজে টাইগ্রেসরা উল্টো ৩-০ তে হয়েছে হোয়াইটওয়াশ! সংক্ষিপ্ত সংস্করণের ক্রিকেটে বাংলাদেশ পুরুষ দলের মতো বাংলাদেশের মেয়েদেরও দুর্দশার চিত্র প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে। জানিয়ে রাখা দরকার, এ বছর এই নিয়ে পরপর তিনটি সিরিজেই 'ধবলধোলাই' হয়েছে নিগার সুলতানা জ্যোতির দল! তাও আবার নিজেদের আঙিনায়।

গত বছরের অক্টোবরে সফরকারী পাকিস্তান ওমেন্স টিমের বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়ের পর বাংলাদেশের মেয়েরা ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে গিয়ে ১-১ এ এই সংস্করণের সিরিজ ড্র করে। কেন যেন চলতি বছর কুড়ি ওভারের ক্রিকেটে চরম লেভেলের 'কুফা' লেগেছে নিগার সুলতানা জ্যোতিদের। মার্চ-এপ্রিলে অস্ট্রেলিয়া নারী দলের সঙ্গে মিরপুরে ৩-০ তে সিরিজ হারের পর এপ্রিল-মে মাসে ভারতীয় মেয়েদের বিপক্ষে সিলেটে ৫-০ ব্যবধানে গোহারা হয় টাইগ্রেসরা। একই ভেন্যুতে এবার আইরিশ মেয়েরাও ৩-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতে নিয়েছে। মাঝে গত অক্টোবরে সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের মেয়েরা স্কটল্যান্ডকে হারিয়ে জয়ে রাঙানো শুরু করলেও পরে টানা ৩ ম্যাচ হেরে গ্রুপ পর্বেই বাদ পড়ে। তারও আগে জুলাইয়ে শ্রীলঙ্কায় নারী টি-টোয়েন্টি এশিয়া কাপের সেমিফাইনালে ভারতের কাছে হেরে যাওয়া বাংলাদেশের মেয়েরা গ্রুপ পর্বে জিতেছিল থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়ার বিপক্ষে। সব মিলিয়ে ২০২৪ সালে টি-টোয়েন্টিতে ১৯ ম্যাচ খেলে দুর্বল তিন দলের (স্কটল্যান্ড, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া) সঙ্গে ৩ জয়ের বিপরীতে ১৬ ম্যাচেই হেরেছে টাইগ্রেসরা। এর মধ্যে ঘরের মাঠে খেলা ১১ ম্যাচেই টানা পরাজিত হয়েছে তারা!

আয়ারল্যান্ডের কাছে তিনটি টি-টোয়েন্টিতে যথাক্রমে ১২ রানে, ৪৭ রানে এবং ৪ উইকেটে হেরেছে বাংলাদেশের মেয়েরা। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে সিরিজটা অন্তত ২-১ ব্যবধানে জিততেই পারতো নিগার সুলতানা জ্যোতির দল। একেবারে জেতার অবস্থা থেকে শেষ মুহূর্তে তালগোলপাকিয়ে প্রথম ও তৃতীয় ম্যাচটা হেরেছে টাইগ্রেসরা, একটু-এদিক সেদিক হলেই মিলতে পারতো জয়। কী বলা যাবে একে? দুর্ভাগ্য নাকি সামর্থ্যহীনতা? কার্যত স্নায়ুচাপ সামলাতে না পারার মাশুল গুনেই সিরিজটা আইরিশ মেয়েদের হাতে 'উপহার' হিসেবে তুলে দিয়েছে বাংলাদেশ নারী দল!

প্রথম টি-টোয়েন্টিতে শুরুতে ব্যাটিংয়ে নেমে আইরিশ মেয়েরা করেছিল ৫ উইকেটে ১৬৯ রান। জবাবে দিলারা আক্তার (৪৯) ও সোবহানা মোস্তারির (৪৬) দাপুটে ব্যাটিংয়ে ওপেনিং জুটিতে ১১.৫ ওভারে নিজেদের ইতিহাসের রেকর্ড ১০৩ রান ওঠার পর মনে হচ্ছিল অনায়াসেই জিতবে বাংলাদেশ। পুরো ১০ উইকেট হাতে নিয়ে ৪৯ বলে ৬৭ রান দরকার এমন ম্যাচ কেউ হারে নাকি? কিন্তু ওখান থেকে বিস্ময়করভাবে ৭ উইকেটে ১৫৭ রান করে ১২ রানে হেরে বসে জ্যোতির দল! শেষ ২ ওভারে ৬ উইকেট নিয়ে ২০ রান দরকার, উনিশতম ওভারে আয়ারল্যান্ডের পেস অলরাউন্ডার অর্লা প্রেন্ডারগাস্টের ডাবল উইকেট মেডেনই মূলত চরম সর্বনাশ করে জয়ের তির থেকে বাংলাদেশকে ছুঁড়ে ফেলে হারের স্রোতে।

বাংলাদেশের বোলাররা দ্বিতীয় ম্যাচে সফরকারীদের ৫ উইকেটে ১৩৪ রানে আটকে রেখে জয়ের ভালোই সম্ভাবনা জাগিয়েছিলেন। কিন্তু ব্যাটাররা পারলেন না সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে। রান তাড়ায় ২২ রানের মধ্যেই ৪ উইকেট হারিয়ে সহজ ম্যাচকে কঠিন করে তোলা টাইগ্রেসরা পঞ্চম উইকেটে শারমিন আক্তার (৩৮) ও স্বর্ণা আক্তারের (২০) মধ্যকার ৪৮ রানের জুটিতে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেও ৭০/৪ থেকে আইরিশ বোলার-ফিল্ডারদের দাপটে ১৭.১ ওভারে বাংলাদেশ অলআউট হয়ে যায় ৮৭ রানে।

শেষ ম্যাচ জিতে হোয়াইটওয়াশ এড়ানোর কী সুবর্ণ সুযোগটাই না হারিয়েছে নিগার সুলতানা জ্যোতির দল। ১৩.৩ ওভারে ১ উইকেটে ১০৪ রান- এমন শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে যে কোনো দলই অন্তত ১৬০-১৭০ রানের আশা করবেই। কিন্তু ব্যাখ্যাতীত ব্যাটিং করে বাংলাদেশ পরের ৩৯ বলে ৬ উইকেট হারিয়ে যোগ করতে পারে আর মাত্র ১৯ রান! প্রথম তিন ব্যাটারের পর আর কেউ দুই অংকের কোটায় যেতে না পারায় টাইগ্রেসদের ইনিংস শেষ হয় ৭ উইকেটে ১২৩ রানে। উদ্বোধনী জুটিতে ৫৫ রান তুলে সহজ জয়ের পথে হাঁটতে থাকে আয়ারল্যান্ড। কিন্তু এরপর নিয়মিত বিরতীতে কিছু উইকেটের পতনে তৈরি হয় নাটকীয়তা। ৫ উইকেট হাতে নিয়ে শেষ ওভারে ১৫ রানের কঠিন সমীকরণ মিলিয়ে জিতে যায় সফরকারী দল। লেগ স্পিনার স্বর্ণা আক্তারের প্রথম বলে আর্লিন কেলি দ্বিতীয় রান নিতে গিয়ে রান-আউট হলে ম্যাচ ঝুঁকে পড়ে বাংলাদেশের দিকে। ওভারের দ্বিতীয় বলে ২ রান নেওয়া লরা ডিলানি এরপর টানা ৩টি বাউন্ডারি মেরে এক বল বাকি থাকতেই রুদ্ধশ্বাসভাবে ৪ উইকেটে জিতিয়ে দেন তাঁর দলকে।

এক নজরে টি-টোয়েন্টি সিরিজের ৩টি ম্যাচ

ম্যাচ	প্রথমে ব্যাটিং	পরে ব্যাটিং	ফল	ম্যাচ-সেরা
প্রথম টি-টোয়েন্টি	আয়ারল্যান্ড ১৬৯/৫ (২০)	বাংলাদেশ ১৫৭/৭ (২০)	আয়ারল্যান্ড ওমেন্স ১২ রানে জয়ী	লিহ পল
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি	আয়ারল্যান্ড ১৩৪/৫ (২০)	বাংলাদেশ ৮৭/১০ (১৭.১)	আয়ারল্যান্ড ওমেন্স ৪৭ রানে জয়ী	প্রেন্ডারগাস্ট
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি	বাংলাদেশ ১২৩/৭ (২০)	আয়ারল্যান্ড ১২৪/৬(১৯.৫)	আয়ারল্যান্ড ওমেন্স ৪ উইকেটে জয়ী	লরা ডিলানি

* সিরিজের ৩টি ম্যাচই অনুষ্ঠিত হয়েছে সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে

বিদায় বললেন ফরহাদ রেজা

মো. মনির উদ্দিন

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট থেকে এবার আনুষ্ঠানিকভাবে অবসর নিয়েছেন ফরহাদ রেজা। ৩৮ বছর বয়সী এই পেস বোলিং অলরাউন্ডার দুই বছর পর লাল বলের ক্রিকেট খেলতে নেমে এই সংস্করণকে বিদায় জানিয়েছেন। সদ্য সমাপ্ত ২৬তম জাতীয় ক্রিকেট লিগে (এনসিএল) টানা ছয় রাউন্ডে রাজশাহী বিভাগের একাদশে সুযোগ হয়নি ফরহাদের। শিরোপা নিস্পত্তি হয়ে যাওয়ার পর শেষ রাউন্ডে নিয়মরক্ষার নিরুত্তাপ ম্যাচে তাঁকে মাঠ থেকে বিদায়ের সুযোগ দেয় টিম ম্যানেজেন্ট।

চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে আগেই সিলেট বিভাগের বিপক্ষে ম্যাচে অবশ্য মোটেই সুবিধা করতে পারেননি, প্রথম ইনিংসে ৭ রানে আউট হওয়ার পর দ্বিতীয় ইনিংসে মেরে বসেন 'গোল্ডেন ডাক'! এ ছাড়া বল হাতে নেননি একবারও। শেষটা নিজে রাঙাতে না পারলেও চ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে ফরহাদকে ঠিকই বিদায়ী উপহার দিয়েছে তাঁর দল রাজশাহী। মাঠের বাইরে সতীর্থ ও মাঠের ভেতরে প্রতিপক্ষ সিলেটের খেলোয়াড়দের কাছ থেকে গার্ড অব অনার পাওয়া ফরহাদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দিয়ে ম্যাচশেষে সম্মাননা জানিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

পেস অলরাউন্ডারের জন্য দীর্ঘদিনের হাহাকার মিটিয়ে দেড় যুগ আগে বাংলাদেশের ক্রিকেটে 'আশার আলো' হয়ে আবির্ভাব ঘটেছিল ফরহাদ রেজার। ২০০৬ সালের জুলাইয়ে জিম্বাবুয়ে সফরে সাকিব আল হাসানের সঙ্গে প্রথমবারের মত বাংলাদেশ দলে ডাক পান তিনি। অবশ্য সাকিবের আগেই তাঁর হয় আন্তর্জাতিক অভিষেক। হারারেতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচে ওয়ানডে অভিষেকে বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার (পরে ওই কীর্তি ছুঁয়েছেন নাসির হোসেন ও তাওহিদ হৃদয়) হিসেবে হাফ সেঞ্চুরির ইতিহাস গড়েন ফরহাদ, খেলেন ৫৭ বলে ৫০ রানের ইনিংস; যদিও ১০ ওভারে ৪৩ রান দিয়ে উইকেট পাননি। শুরুটা অমন রাজসিক হলেও কেন মাত্র ৩৪ ম্যাচেই (১৬.৪৮ গড়ে ৪১২ রান ও ৪৬.২২ গড়ে ২২ উইকেট) থমকে গেল তাঁর ওয়ানডে ক্যারিয়ার, এ এক আক্ষেপ বটে। ২০০৬ সালের ২৮ নভেম্বর খুলনায় জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক টি-টোয়েন্টি অভিষেকের ম্যাচে মাশরাফি-সাকিবদের সঙ্গে খেলেছিলেন ফরহাদ রেজাও, সব মিলিয়ে এই সংস্করণে বাংলাদেশের জার্সি গায়ে চড়িয়েছেন

ফরহাদ রেজার ক্রিকেট ক্যারিয়ার...

সংস্করণ	ম্যাচ	ইনিংস	রান	গড়	সর্বোচ্চ	১০০/৫০	ইনিংস	উইকেট	গড়
ওডিআই	৩৪	৩১	৪১২	১৬.৪৮	৫০	০/১	৩২	২২	৪৬.২২
টি-টোয়েন্টি	১৩	৯	৭২	৮.০০	১৯	০/০	১১	৬	৪৩.৫০
প্রথম শ্রেণি	১৪৪	২২৫	৫৯০৪	৩০.২৭	২৫৯	৭/৩৩	-	৩১৫	২৪.৯১
লিস্ট 'এ'	২২৩	১৮১	২৯৮০	২১.৫৯	৯৬	০/১১	-	২৮৭	২৫.৫৬
ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি	১৪৫	৯০	৯১৯	১২.৯৪	৪৫	০/০	১৩৩	১১৩	২৯.৮০

বাংলাদেশের হয়ে ৪৭টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ (৩৪ ওয়ানডে, ১৩ টি-টোয়েন্টি) খেলেছেন ফরহাদ রেজা

১৩ বার (৮.০০ গড়ে ৭২ রান ও ৪৩.৫০ গড়ে ৬ উইকেট)। ব্যাটে-বলে ধারাবাহিকতা দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় কোনো ফরম্যাটেই জাতীয় দলে নিয়মিত হতে পারেননি এবং কখনো টেস্ট খেলার সুযোগ হয়নি তাঁর। টাইগারদের হয়ে ফরহাদকে শেষবার ওয়ানডে খেলতে দেখা গেছে ২০১১ সালের ডিসেম্বরে এবং শেষ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলেছেন ২০১৪ সালে ঘরের মাঠের বিশ্বকাপে। এরপর ঘরোয়া ক্রিকেটে দুর্দান্ত নৈপুণ্য দেখিয়ে লম্বা বিরতির পর ২০১৯ সালে আয়ারল্যান্ড সফরের ওয়ানডে দলে পুনরায় ডাক পেলেও কোনো ম্যাচ না খেলিয়েই ছুঁড়ে ফেলা হয় তাঁকে।

কেউ বলেন 'দুর্ভাগা' ক্রিকেটার, আবার কারও কারও মতে 'অবহেলিত'। প্রাপ্ত সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি নাকি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হয়নি তাঁকে- এ নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। তবে সম্ভাবনার স্ফুরণ ঘটাতে যে ব্যর্থ হয়েছেন ফরহাদ রেজা, এটা তো আর অস্বীকার করার উপায় নেই। জাতীয় দলে সাড়া জাগাতে না পারলেও লাল ও সাদা উভয় বলের ক্রিকেটের ঘরোয়া আসরে বছরের পর বছর পারফর্ম করে গেছেন তিনি। তা নাহলে তো আর ১৪৪টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ (৩০.২৭ গড়ে ৫৯০৪ রান ও ২৪.৯১ গড়ে ৩১৫ উইকেট), ২২৩টি লিস্ট 'এ' ম্যাচ (২১.৫৯ গড়ে ২৯৮০ রান ও ২৫.৫৬ গড়ে ২৮৭ উইকেট) এবং ১৪৫টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ (১২.৯৪ গড়ে ৯১৯ রান ও ২৯.৮০ গড়ে ১১৩ উইকেট) খেলার সুযোগ পেতেন না। কাগজে-কলমে ইতোমধ্যে জীবনের ৩৮ বসন্ত পার করে আসা ফরহাদ রেজা বলতে গেলে রয়েছেন পেশাদার ক্রিকেট ক্যারিয়ারের সায়াহ্নবেলায়। সবশেষ ঢাকা প্রিমিয়ার লিগেও খেলা হয়নি তাঁর, দল পাননি এবারের বিপিএলেও। ফাস্ট ক্লাস ম্যাচ থেকে অবসরের মতো হয়তো সহসা ব্যাট ও বল স্থায়ীভাবে তুলে রাখবেন এককালের দাপুটে এই অলরাউন্ডার।

দেশকে দ্রুত সময়ে দু'জন গ্র্যান্ডমাস্টার উপহার দিতে চাই: তৈয়বুর

মোরসালিন আহমেদ

ঘরোয়া ক্রীড়াঙ্গনে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সার্চ কমিটির মাধ্যমে বর্তমানে বিভিন্ন ফেডারেশন পুনর্গঠন করা হচ্ছে। চলমান সংস্কারপ্রক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে জাতীয় দাবাড়ু ফিদেমাস্টার ড. মো. তৈয়বুর রহমান সুমন বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছেন। কর্মজীবনে তিনি একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। ডাক ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব পদে কর্মরত রয়েছেন। দাবার অ্যাডহক কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেয়ে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন পাক্ষিক ক্রীড়াজগতকে। কীভাবে তিনি দাবার হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনবেন, দাবাকে আবার আগের জায়গায় কীভাবে নেবেন, হঠাৎ করে কেনইবা মুখ থুবড়ে পড়েছিল দাবা। সম্ভাবনাময় এ খেলাটি নিয়ে সব কিছুর উত্তর দিয়েছেন। দাবার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর আলাপচারিতার চুম্বক অংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

প্রশ্ন: দাবাড়ু থেকে হঠাৎ সংগঠক–ভাবতে কেমন লাগছে?

তৈয়বুর রহমান: আমার কিন্তু সংগঠকের চেয়ে নিজেকে দাবাড়ু ভাবতেই বেশি ভালো লাগে। আমি তো দাবাড়ু, খেলতে চাই। কিন্তু বিশেষ পেক্ষাপটে দায়িত্ব নিতে হয়েছে। শুরুতে দায়িত্বটা নিতে চাইনি। কারণ, আমি সরকারি চাকরিজীবী। কর্মজীবনে প্রচণ্ড ব্যস্ততা রয়েছে। জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যখন নানামুখী সংস্কারের মাধ্যমে সব খাত থেকে দুর্নীতি নির্মূলে চেষ্টা করছিলেন, তখন ক্রীড়াঙ্গনও এর বাইরে ছিল না। সেই ধারাবাহিকতায় অন্য সব ক্রীড়া ফেডারেশনের মতো রাজনৈতিকমুক্ত জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে দাবা ফেডারেশনেও সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়। সে সময় বিভিন্ন মহল থেকে আমাকে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব নিতে সম্মতি চাওয়া হচ্ছিল। বিশেষ করে অ্যাসোসিয়েশন অব চেস প্লেয়ার্স বাংলাদেশের নেতারা, এমন কি গ্র্যান্ডমাস্টার, আন্তর্জাতিক মাস্টার ও সিনিয়র দাবাড়ুরাও অনুরোধ করেছিলেন আমি যেন দায়িত্বটা নিই। তবে সবাইকে না করে দিয়েছিলাম। বলেছি, সরকারি কাজে আমার যে ব্যস্ততা, তাতে ঠিক হবে না। তা ছাড়া একটা প্রচলিত বিবেচনা হচ্ছে যিনি নিজেই আর্থিক স্পন্সর হতে পারবেন, তিনি এসব পদে আসবেন। আমি সেই ক্যাটাগরিতে পড়ি না। আমি জানি না- সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কে বা কারা আমার নাম সার্চ কমিটিতে দিয়েছিলেন। একদম শেষ মুহূর্তে মন্ত্রণালয় থেকে একটি টিম আমার সঙ্গে আলোচনা করেন। বলছিলেন, খেলোয়াড়, যোগ্যতা এবং দাবা জগতের মোটামুটি সবার গ্রহণযোগ্য হিসেবে আপনাকে দায়িত্ব নিতেই হবে। বলতে পারেন এভাবেই দাবাড়ু থেকে হঠাৎ সংগঠক বনে গেলাম।

প্রশ্ন: আপনি তো জাতীয় দলেও খেলেছেন। দাবায় আপনার বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ার রয়েছে। কিন্তু শুরুটা করলেন কীভাবে?

তৈয়বুর রহমান: সেই ছেলেবেলা থেকে দাবার সঙ্গে সখ্য গড়ে তুলেছিলাম। কিন্তু সেভাবে কখনো কম্পিটিশনে খেলা হয়ে উঠেনি। ১৯৯১ সালে নটর ডেম কলেজে একবার ইন্টার কলেজ চেস টুর্নামেন্ট আয়োজন করেছিল। তখন আমি বিএএফ শাহীন কলেজের ছাত্র। আমাদের কলেজও অংশগ্রহণ করেছিল। সে সুবাদে খেলতে এসেছিলাম। উদ্বোধনী রাউন্ডে খেলা পড়েছিল নারায়ণগঞ্জ সরকারি তোলারাম কলেজের সঙ্গে। আমার প্রতিপক্ষ ছিলেন সাবেক জাতীয় দাবাড়ু কালিমউল্লাহ খান কালাম। ভীষণ অ্যাটাকিং প্লেয়ার ছিলেন। ঢাকা কিংবা জাতীয় পর্যায়ে বলতে পারেন এটাই আমার প্রথম টুর্নামেন্ট এবং প্রথম খেলা। সেই খেলায় জিতেছিলাম। ওই দিনই রিফাতের (গ্র্যান্ডমাস্টার রিফাত বিন সাত্তার) সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। ও তখন নটর ডেম কলেজে পড়ে। ওদের কলেজ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। এমন কি, ওই দিনই রিফাত আমাকে দাবা ফেডারেশনে নিয়ে গেলেন। এরপর ১৯৯৪ সালে ন্যাশনাল প্লেয়ার হলাম। দাবা অলিম্পিয়াড দলে ছিলাম। কিন্তু ক্লাস শুরু হয়ে যাওয়ায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় চলে গিয়েছিলাম, আর নিয়াজ ভাই সরাসরি খেলায় সেবার অলিম্পিয়াডে যাওয়া হয়নি। তবে অলিম্পিয়াড খেললাম ১৯৯৮ সালে। এরপর ২০২১ সালে ফিদেমাস্টার হলাম। আমার একটি আন্তর্জাতিক মাস্টার নর্মও আছে। ২০১৪ সালে অলিম্পিয়াডে ননপ্লেয়িং ক্যাপ্টেন ছিলাম। দেশের হয়ে অনেক টুর্নামেন্ট খেলেছি। অ্যামাচার হিসেবে ভবিষ্যতেও খেলতে চাই।

প্রশ্ন: আপনি এমন একসময় দায়িত্ব নিলেন, যখন দাবায় ক্রাইসিস চলছে! এই ক্রাইসিস আসলে শুরু হয়েছিল কবে?

তৈয়বুর রহমান: দেখুন, দাবায় গর্ব করার মতো আমাদের অনেক ঈর্ষণীয় সাফল্য রয়েছে। দাবা গুরু ড. কাজী মোতাহার হোসেন স্যার ছিলেন উপমহাদেশের বিখ্যাত দাবাড়ু। উপমহাদেশের মধ্যে নিয়াজ ভাই (গ্র্যান্ডমাস্টার নিয়াজ মোরশেদ) প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার হয়েছেন। রানী আপা (নারী আন্তর্জাতিক মাস্টার রানী হামিদ) তিনবার ব্রিটিশ নারী দাবার চ্যাম্পিয়ন। গ্র্যান্ডমাস্টার রিফাত বিন সাত্তার, গ্র্যান্ডমাস্টার আবদুল্লাহ আল রাকিব, গ্র্যান্ডমাস্টার এনামুল হোসেন রাজীব ও প্রয়াত গ্র্যান্ডমাস্টার জিয়াউর রহমানসহ অনেক দাবাড়ু আন্তর্জাতিক আঙিনায় অসংখ্যবার সাফল্য পেয়েছেন। সদ্য অ্যাডহক কমিটির সভাপতি সুজা আঙ্কেল (সৈয়দ সুজাউদ্দিন আহমেদ) যখন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি ছিলেন তাঁর আমলেই চারজন গ্র্যান্ডমাস্টার পেয়েছিলাম। আমরা কিন্তু সঠিক

পথেই এগোচ্ছিলাম। তবে আমি মনে করি দাবার এই ক্রাইসিসটা শুরু হয়েছিল ২০০৯ সালে মোকাদ্দেছ সাহেব (সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. মোকাদ্দেছ হোসাইনের) আমলে। সরকার পরিবর্তনের পরেই তিনি রাজনৈতিক যোগাযোগ কাজে লাগিয়ে যোগ্যতা বা গ্রহণযোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর দাবা-সংশ্লিষ্ট নানামুখী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে সে সময় রিফাত, রাকিব, রাজীবসহ অনেক সিনিয়র-জুনিয়র কৃতী ও উদীয়মান দাবাড়ুরা খেলা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন, আমিও বর্জন করেছিলাম। সে সময়ে দাবা শুধু দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষতিগ্রস্তই হয়নি, সেই সঙ্গে বিশাল একটা গ্যাপ তৈরি হয়েছিল। এরপর শেষ তিন-চার বছর বিভিন্ন কারণে দাবা আরও চরম ক্রাইসিসের মধ্যে চলে এসেছে। সে সময় দায়িত্বে ছিলেন শামীম ভাই (সদ্যবিদায়ী সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ শাহাবউদ্দিন শামীম)। দাবায় যে ক্রাইসিস চলছে, সবাই মিলেমিশে দাবাকে আবার আগের জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব।

প্রশ্ন : অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সব খাতের মতো ক্রীড়াঙ্গনেও সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন। তারই প্রেক্ষাপটে আপনি দাবার সাধারণ সম্পাদক। ফেডারেশনে সহসাই কি সংস্কার দেখতে পাব?

তৈয়বুর রহমান: ১৯৯১ সাল থেকে একজন নিয়মিত খেলোয়াড় হিসেবে দাবার অতীত-বর্তমান আমার অজানা নয়। কোথায় কখন কী হয়েছে, সবই নখদর্পণে। কাজেই খেলোয়াড়দের স্বার্থসংশ্লিষ্টতাই আমার কাছে বেশি অগ্রাধিকার পাবে। খেলাটা আমার কাছে প্যাশন। দায়িত্ব পাওয়ার পর অনেকগুলো সংস্কার অলরেডি হাতে নিয়েছি। জানি না, অন্যদের কাছে কি রকম গ্রহণযোগ্য হবে। দাবার ডিসিশন মেকিংয়ে খেলোয়াড়দের মতামত নিতে চাই। যেকোনো বয়স পর্যন্ত দাবা খেলোয়াড়েরা খেলতে পারেন, তাই তাদের খেলোয়াড় অবস্থাতেই সংগঠকের ভূমিকা নেওয়ার সুযোগ থাকা দরকার। আমাদের বর্তমান নীতি হচ্ছে, খেলোয়াড়দের চাহিদা ও আমাদের আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী ফেডারেশন কার্যক্রম গ্রহণ করবে। এ কালচারটা গড়ে তুলতে চাই। এটাও এক ধরনের সংস্কার, যা অতীতে হয়নি, এখন থেকে হবে। আমরা ইতিমধ্যে ১০টিরও বেশি উপ-কমিটি গঠনের জন্য কাজ করছি যাতে খেলোয়াড়রাও যুক্ত থাকবেন।

দ্বিতীয়ত, ফেডারেশনের শেষ চার বছরের অডিট রিপোর্ট চেয়েছি। এ-সংক্রান্ত কমিটি করে দিয়েছে। প্রয়োজনে থার্ডপার্টি দিয়েও অডিট করাতে পারি। এমন কি অনিয়ম দুর্নীতি পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মাধ্যমে ন্যাশনাল ব্যাংকের একটি পত্র পেয়েছি। তারা ২০২১ সালে ২ কোটি টাকা ফেডারেশনকে দিয়েছে। সেই অর্থ ব্যয়ের বিস্তারিত জানতে চেয়েছে। আমরাও তা খতিয়ে দেখছি যে কী কাজে এবং কী উপায়ে সেই অর্থ ব্যয় হয়েছে, সেটার ফলাফল কী ইত্যাদি। এরপর সেই পত্রের জবাব দেওয়া হবে।

প্রশ্ন : বিদায়ী কমিটি কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমন উচ্চ বিলাসী আয়োজন করেছে, সেটি দাবার জন্য কতটা লাভবান হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

তৈয়বুর রহমান : চমৎকার প্রশ্ন। ঠিকই বলেছেন। বিদায়ী কমিটি কিছু কিছু ক্ষেত্রে উচ্চ বিলাসী আয়োজন করেছেন। কিন্তু সে থেকে দাবা আশানুরূপ উপকৃত হয়নি। এই অর্থ যে তারা আনতে পেরেছেন সেটার জন্য তাদের সাধুবাদ। তবে সেই অর্থ দাবার স্বার্থে ব্যয়ে কোনো দক্ষতা দেখাতে পারেননি বলে আমাদের মনে হয়। ওই সব আয়োজনে কর্মকর্তারা হয়তো ফোকাস হয়েছেন। কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে প্রদীপের নিচে অন্ধকার ছিল। আমরা জেনেছি, ২০১৬ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে কেবল ২০২০ থেকে ২০২২ সালে অর্থাৎ ওই দুই বছরে বেশ ভালো পরিমাণ তহবিল এসেছে। টাকাটা যেখানে খরচ করার **প্রয়োজন** ছিল, সেখানে করা হয়নি। যেসব আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট করা হয়েছিল, তা যথাযথ পরিকল্পনা করে করা হয়নি। ফলে আমাদের দাবাড়ুরা তাতে উপকৃত হননি। বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় লজিস্টিক কাজে অস্বাভাবিক অর্থ ব্যয় করা হয়েছে, অথচ এখন ফেডারেশনে দেনা রেখে যেতে হয়েছে। শুনেছি, একটা স্কুল (মার্কস চেস চ্যাম্পস) টুর্নামেন্টেই ৫ কোটি টাকার মতো খরচ করেছে। এটার যে ইমপ্যাক্ট হওয়ার কথা ছিল, তা দেখতে পাচ্ছি না। আর্থিক পরিকল্পনার অভাব ছিল সেটার আয়োজনে এমনটা অনেকে বলছেন। তাহলে কেনো এতো টাকা খরচ হলো? অথচ এর পরের বছরেই আর কোনো প্রোগ্রাম হাতে নেওয়া যায়নি অর্থাভাবে। আবারও বলছি, টাকা তারা এনেছেন বটে, কিন্তু প্রোপারওয়ে খরচ করেননি। পুরোটাই মিস ইউস করেছেন। আমার মনে হয় তারা ডিসিশন মেকিংয়ে ভুল করেছেন। আমাকে বছরে ওই পরিমাণ অর্থ দিলে দাবার রুগ্ণ চেহারাই পাল্টে ফেলতে পারব। স্পন্সরদের অনুরোধ করব, আপনারা এই ফেডারেশনকে সহায়তা করে দেখেন আমরা কী করতে পারি।

প্রশ্ন: ২০০৮ সালের পর পরবর্তী গ্র্যান্ডমাস্টারের দেখা পাচ্ছে না ঘরোয়া দাবা। অনেকে একটি দুটি করে আন্তর্জাতিক মাস্টার নর্ম, নারী আন্তর্জাতিক মাস্টার নর্ম করে বসে আছেন। এমন কি, দেশের রেটেড দাবাড়ুদের রেটিং তলানিতে যাচ্ছিল এ নিয়েও আগের কমিটি ভেবে দেখার অবকাশ পাননি। লম্বা সময় ধরেই দেশের দাবাড়ু রা অবহেলিত। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছেন কি?

তৈয়বুর রহমান: আমি তো দাবারই মানুষ, তা-ই না? কে কোন নর্ম পেয়ে আটকে আছেন, কেন তারা পরবর্তী এগোতে পারছেন না, কোথায় তাদের ঘাটতি, কেনো লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারছে না- দাবার সঙ্গে আমরা যাঁরা রয়েছি, সবারই এ নিয়ে কম-বেশি ধারণা রয়েছে। সদ্যবিদায়ী কমিটিতে দাবার কারিগরি দিক নিয়ে যে ভাববেন, পরিকল্পনা নেবেন– এমন লোকজন কতজনই-বা ছিলেন! দাবাড়ুদের এগিয়ে না যাওয়ার পেছনে এটিও একটি কারণ। তারা খেলোয়াড়দের কাছ থেকে কোনো পরামর্শও নেননি তেমনভাবে। দায়িত্ব নেওয়ার পর এসব বিষয়গুলো নিয়ে চকআউট করছিলাম যে, হাউ টু গেট মোর টাইটেলস হোল্ডার্স। এ মুহূর্তে আমি দুই আন্তর্জাতিক মাস্টার মোহাম্মদ ফাহাদ রহমান ও মনন রেজা নীড় এদের দিকে বিশেষ জোর দিতে চাই। তারা এখন পিকফর্মে রয়েছেন। ইতিমধ্যে তাদের সঙ্গে কথা হয়েছে। কীভাবে তারা এগোতে চান, তারা কোনো ধরনের কোচ চান নাম জানতে চেয়েছি। এমন কী কোন টুর্নামেন্ট খেলতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন ও খেলতে চান সেটিরও একটি তালিকা দিতে বলেছি। আমরা লাকি, বিশেষ করে আমাদের জন্য লাক এ কারণেই যে তারা দুজন টপ প্লেয়ার কিন্তু গ্র্যান্ডমাস্টার না। তার মানে তাদের গ্র্যান্ডমাস্টার করার আমাদের সুযোগ আছে। এখন তাদের নিয়ে যদি পরিকল্পিতভাবে বিনিয়োগ করতে পারি, তাহলে আগামী এক বছরের মধ্যেই গ্র্যান্ডমাস্টার বানানো সম্ভব। দেশকে ১৬ বছর পর গ্র্যান্ডমাস্টার উপহার দিতে পারব। তারা দুজনই কমপ্লেইন করেন আগের কমিটি তাদের সাপোর্ট করেননি। আমি ওই দায়টা নিতে চাই না। যাঁরা টপে আছেন, যাঁরা পোটেনশিয়াল আছেন, তাদের গুরুত্ব দিতে হবে। আপনি বলছিলেন, নর্ম নিয়ে অনেকে বসে আছেন। তাদের নিয়েও আমাদের পরিকল্পনা আছে। তাদের জন্য স্পেশাল টুর্নামেন্ট করার চিন্তা-ভাবনা রয়েছে। এটা তাদের সুযোগ দেওয়া নয়, এটা আমাদেরই প্রয়োজন, আমাদেরই তো টাইটেল প্রয়োজন। তাদের সফলতা মানে আমাদের সফলতা। আর হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন দীর্ঘদিন ধরে আমাদের দাবাড়ুদের আন্তর্জাতিক রেটিং আশঙ্কাজনকভাবে নেমে যাচ্ছে। এ মুহূর্তে মাত্র দুজনের ২৪০০ ঘরে রেটিং। ২৩০০ ঘরে আছে পাঁচ-ছয়জন, যা আমাদের জন্য লজ্জাজনক। অবশ্যই রেটিং বাড়ানোর উদ্যোগ নেব। আমার লক্ষ্য টপ ফিফটি। শীর্ষ দাবাড়ুরা বছরে একজন দাবাড়ু অন্তত ৫০টির বেশি যাতে ম্যাচ খেলতে পারেন, সে দিকে লক্ষ্য থাকবে।

প্রশ্ন: শুধু খেললেই তো রেটিং, নর্ম, টাইটেল আসবে না। ট্রেনিং ফ্যাসিলিটিও প্রয়োজন, যা বিগত কমিটির বেলায় মাঝেমধ্যে দায়সারা গোছের দেখা গেছে। আপনি নিজেও একজন দাবাড়ু, দাবাড়ুদের দুঃখ বোঝেন–এ নিয়ে আপনার কি কোনো পরিকল্পনা আছে?

তৈয়বুর রহমান: কোচিং বলুন আর ট্রেনিং ফ্যাসিলিটিজ বলুন, এ নিয়ে আমাদের একটা বড় পরিকল্পনা আছে। এক্ষনি খোলাসা করতে চাই না। এ নিয়ে অলরেডি কাজ শুরু করেছি। এ ক্ষেত্রে তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায় সমান গুরুত্ব দিতে চাই। রুট লেবেলে, অর্থাৎ প্রাইমারি স্কুল থেকে দাবার পরিবেশ গড়ে তুলতে চাই। জাতীয় পর্যায় এইজভিত্তিক এবং টপ প্লেয়ারদের নিয়ে বছরব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম রাখতে চাই। মিড লেবেল এমনকি যাঁরা অ্যামেচার, তাঁদেরও কোচিং প্রোগ্রামের আওতায় আনতে চাই। যেখানে গুরুত্ব বিবেচনায় দেশ-বিদেশের কোচ থাকবেন। আরেকটি বিষয় হচ্ছে বিশ্ব দাবার মঞ্চে যেমন: অলিম্পিয়াড, ওয়ার্ল্ডকাপ কিংবা সিনিয়র-জুনিয়র টুর্নামেন্টগুলোয় বিশেষ প্রস্তুতি ছাড়া অংশগ্রহণের একটা কালচার গড়ে উঠেছে। এখানেও সংস্কার আনতে চাই। শুধু পাঠালেই তো হবে না, সেখানে আমাদের ভালো করার সম্ভাবনা আছে কি না, সেটাও ভেবে দেখতে হবে। নামকাওয়াস্তে অংশগ্রহণ করে দেশের দুর্নাম কামাতে চাই না। এখন থেকে বাইরের টুর্নামেন্টগুলোয় যাওয়ার আগে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রস্তুতি শেষেই টিম পাঠাব, প্লেয়ার পাঠাব। আশা করছি, খুব শিগগির এর একটি রূপরেখা দেখতে পাবেন।

প্রশ্ন: আপনি বলছিলেন, যেখানে সাফল্য আসবে না,

ন্যূনতম ভালো করার সম্ভাবনা নেই- সেখানে টিম কিংবা প্লেয়ার পাঠিয়ে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে চান না। সত্যিই এমন যদি ভেবে থাকেন, তাহলে এবার কি আননেসেসারি বিদেশ যাওয়ার হিড়িক কমবে কি?

তৈয়বুর রহমান : দেখুন, এ আঙিনায় কে কতজন সিরিয়াস দাবাড়ু আমরা যাঁরা দাবার সঙ্গে সম্পৃক্ত, সবাই কমবেশি অবগত রয়েছি। কাজেই নামকাওয়াস্তে অংশগ্রহণ অন্তত আমার বেলায় চলবে না। আর বিদেশ যাওয়ার হিড়িক তো প্রশ্নেই আসে না। ফেডারেশনের নিজ খরচায় পাঠাক কিংবা কেউ ব্যক্তিগত খরচায় যাক এখানেও জবাবদিহিতা থাকবে। ইনভাইটেশন নিয়ে এলাম আর চলে গেলাম- এখন থেকে এটা আর হবে না। যিনি যাবেন, তিনি ওই টুর্নামেন্টের জন্য কতটা প্রস্তুত, কতটা যোগ্য, দেশেই-বা তাঁর সাফল্যই কী, কিংবা সেখানে গিয়ে সম্ভাব্য কী ধরনের সম্ভাবনা রয়েছে সবকিছুই একটা যোগ্যতার মাপকাঠিতে পাঠানো হবে। অলরেডি এ-সংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের রেটিং অফিসারকে (আন্তর্জাতিক আরবিটার হারুন অর রশিদ) দিক-নির্দেশনা দিয়েছি।

প্রশ্ন: বিদেশ প্রসঙ্গ যখন এসেই গেল এ-সংক্রান্ত আরেকটি প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলাম। সদ্যবিদায়ী কমিটির বেলায় দেখা যেত বিশেষ করে ইউরোপ-আমেরিকার টুর্নামেন্টে প্লেয়ারদের চেয়ে কর্মকর্তার সংখ্যা বেশি থাকত। তাঁদের দল বেঁধে যাওয়ার একটা প্রবণতা ছিল। এমন কি, ব্যক্তিবিশেষ একজনকেই বারবার পাঠানো হতো। আপনার বেলায়ও কি কেউ এমন বিশেষ সুবিধা পাবে?

তৈয়বুর রহমান: আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন, কিংবা যেদিকে ইঙ্গিত দিচ্ছেন, আমি বুঝতে পেরেছি। আপনাকে খোলাসা করে বলতে পারি, অন্তত আমার বেলায় এ ধরনের কিছু হবে না। আমাদের কমিটিতে ওয়ান ম্যান, টুম্যান শো বলতে কিছু থাকবে না। বিশেষ ব্যক্তিবর্গকে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। বিভিন্ন বিবেচনায় সরকার গঠিত এই কমিটি দাবায় এখন পর্যন্ত সেরা তা অনেকেই বলছেন। এই কমিটিতে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা নিজ নিজ পজিশনে সবাই প্রতিষ্ঠিত ও সফল এবং খুবই ব্যস্ত ও কর্মঠ মানুষ। টিমের প্রয়োজনে যদি কাউকে পাঠানোই হয়, তাহলে যোগ্যতার মাপকাঠিতে যোগ্য লোকই যাবেন।

প্রশ্ন: একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে ফিরতে চাচ্ছি। দেশে ফিদে ও ন্যাশনাল আরবিটারের সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু পরিচিত মুখ ছাড়া অন্যরা খেলা পরিচালনার জন্য তেমন সুযোগ পান না। বলতে গেলে একটা সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে! আবার ব্যক্তিবিশেষে কেউ কেউ জুনিয়র হয়েও অনেক সিনিয়রদের টপকে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে ডেপুটি আরবিটার হিসেবে দেখা গেছে। আপনার সময়ও কি এ কালচারটা বজায় রাখবেন?

তৈয়বুর রহমান: নানা রকম বৈষম্য দূরীকরণের জন্যই কিন্তু অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই অ্যাডহক কমিটি গঠন করেছেন। দাবার প্রতিটি সেক্টর সংস্কারের আওতায় আনব। আগেই বলেছি, এ জন্য আমরা ১০টিরও বেশি উপকমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এর মধ্যে আরবিটার্স কমিটি অন্যতম। সেই কমিটি গাইডলাইন দেবে। আমরা বাংলাদেশের আরবিটার প্রোফেশনটাকে কীভাবে ছড়িয়ে দিতে পারি, কীভাবে গ্রো করতে পারি, কীভাবে আন্তর্জাতিক আরবিটার তৈরি করতে পারি এবং এটা যেনো ওয়ানম্যান শো, টুম্যান শো, থ্রিম্যান শো না হয়, সেখানেও নজরদারি থাকবে। আমি জানি, বিগত কমিটির আমলে আরবিটার মনোনয়নে অভিযোগ-অনুযোগ ছিল। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি আমাদের সময় এমন কিছু হবে না। যোগ্যতার নিরিখেই সবকিছু হবে।

প্রশ্ন: যখন দায়িত্ব নিলেন তখন বিদায়ী কমিটি ফেডারেশনকে কি অবস্থায় রেখে গেছেন?

তৈয়বুর: এক কথায় শূন্যহাতে আমাকে শুরু করতে হচ্ছে। দায়িত্ব নেওয়ার পর দেখি ফিদে (আন্তর্জাতিক দাবা ফেডারেশন) আমাদের কাছে কয়েক বছরের বার্ষিক ফি, টুর্নামেন্ট রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ প্রায় ২৫ লাখ পাবে। এরপর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চেক করতে গিয়ে দেখি ৮ লাখ টাকার ট্যাক্স দাবি আছে তাদের। খেলোয়াড়রা পাবেন প্রায় ১০ লাখ টাকা। আরও কে কি পাবেন, এ মুহূর্তে আমার জানা নেই। বলতে পারেন বিদায়ী কমিটির প্রায় ৪০ লাখ টাকার ঋণের বোঝা আমাদের বইতে হচ্ছে। দায়িত্ব নেওয়ার পর এটি রীতিমতো বড় ধরনের ধাক্কাই বটে। এ নিয়ে হতাশ নই। আমাদের কমিটিতে কয়েকজন বিত্তশালী রয়েছেন। ভালো দাবা সংগঠক রয়েছেন। সাবেক খেলোয়াড়ও আছেন। আমারও ব্যক্তিগত কিছু শুভাকাঙ্ক্ষী রয়েছেন। আশা করি, সবার সহযোগিতায় দাবাকে একটা অবস্থানে নিয়ে যেতে পারব।

প্রশ্ন: যে কয়দিনই আপনি ফেডারেশনের দায়িত্বে থাকুন না কেন, বিদায় বেলায় দেশের দাবাটাকে কোথায় রেখে যেতে চান?

তৈয়বুর রহমান: আমার প্রথম স্বপ্ন হচ্ছে আমাদের ন্যাশনাল টিম রেজাল্ট আনবে। অনেক দিন ধরে ন্যাশনাল টিম কিছু করতে পারছে না। গত সেপ্টেম্বরে হাঙ্গেরি দাবা অলিম্পিয়াডে সবচেয়ে বাজে (ওপেন বিভাগে ৭৮তম ও নারী বিভাগে ৮১তম হয়েছে) পারফরম্যান্স করেছে, যা অতীতে কখনো এমন হয়নি। আমরা চাই আমাদের টিম অলিম্পিয়াডে ফোরটির মধ্যে থাকবে। এটা আমাদের প্রথম টার্গেট। বাট ফিফটির মধ্যে থাকলেও আমরা হ্যাপি থাকব। দ্বিতীয় টার্গেট দ্রুত সময়ের মধ্যে ফাহাদ ও নীড়কে গ্র্যান্ডমাস্টার করা। তৃতীয় টার্গেট হচ্ছে যাঁদের টাইটেল অর্জনে নর্মগুলো পেন্ডিং রয়েছে, তাঁদের দিকে যত্নবান হওয়া ও অল্প সময়ের মধ্যে লক্ষ্যে পৌঁছা। চতুর্থ টার্গেট হবে- এ মুহূর্তে যেসব সম্ভাবনাময় দাবাড়ু রয়েছেন, তাঁদের আন্তর্জাতিক আঙিনায় পথ সুগম করে দেওয়া। পঞ্চম টার্গেট হচ্ছে দেশে মানসম্পন্ন আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের আয়োজন করা ও বিদেশে ভালো টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ এবং দাবাড়ুদের রেটিং বৃদ্ধি ও নিজেদের স্ট্যান্ডার্ড পর্যায় নিয়ে যাওয়া। ষষ্ঠ টার্গেট বা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টার্গেট হচ্ছে দাবাকে তৃণমূলে ছড়িয়ে দেওয়া, দাবা অলিম্পিয়াড ইত্যাদি করার চেষ্টা করব যদি অর্থের সংস্থান করতে পারি। সর্বোপরি, দাবাড়ু ও সংগঠকদের মূল্যায়ন করা। আমরা ২০২৫ সালকে সিরিয়াস বছর ধরেই এগোতে চাচ্ছি। জানি না আমার মেয়াদ কত দিনের। তবে যে কয়দিনই ফেডারেশনের দায়িত্বে থাকি না কেন- নানা পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের দাবাকে আন্তর্জাতিক পরিসরে তুলে ধরতে চেষ্টা করব।

৮ ও ৯ নভেম্বর দুই দিনব্যাপী শহীদ তাজ উদ্দিন আহমেদ ইনডোর স্টেডিয়ামে ৮ম জাতীয় শিশু-কিশোর বাশাআপ গোজোরিউ প্রতিযোগিতা এবং ৯ম জাতীয় সিনিয়র বাশাআপ গোজোরিউ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক শিহান নিয়াজ রহিম। সমাপনী দিনে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পরিচালক (অর্থ মো. সাইদুর রশীদ। প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শিদাযি খালেদ মনসুর চৌধুরী। ১৮টি দলে ১৮০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে।

এ ছবি কার-৫৯৩-এর সঠিক উত্তর
রিতুপর্না চাকমা
ফুটবলার

এ ছবি কার-৫৯৩ বিজয়ী
রোকসানা আক্তার, ৯/আই সরকারি স্টাফ কোয়ার্টার, ধানমণ্ডি-১৫, ঝিগাতলা, ঢাকা।

বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ২৫ ডিসেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে।
-সম্পাদক

এ ছবি কার?-৫৯৫

এ ছবি কার? বিভাগে ক্রীড়াবিদের আংশিক, উল্টা-পাল্টা কিংবা খণ্ড-বিখণ্ড ছবি ছাপা হবে। পাঠকদের বলতে হবে ছবিটি কার। সঠিক উত্তরদাতার নাম ও ছবি ছাপানোর পাশাপাশি পুরস্কার থাকছে ৫০০ টাকা। সঠিক উত্তরদাতা একাধিক হলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। তবে প্রত্যেক সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে। 'এ ছবি কার' বিভাগে অংশ নিতে হলে শুধু নিচের কূপনটি পূরণ করে কেটে আগামী ১০ জানুয়ারি ২০২৫-এর মধ্যে আমাদের দফতরে (ক্রীড়াজগত, ৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০) পৌছাতে হবে। খামের উপর অবশ্যই লিখতে হবে 'এ ছবি কার'। -সম্পাদক

ছবিটির নাম...

উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানা..

....

....মোবাইল..

এ ছবি কার-৫৯৩ এর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। একেএম মকবুল হোসাইন, বেনীচাকীলেন, দক্ষিণ কাটনার পাড়া, বগুড়া-৫৮০০; ২। মাহির আবরার ইঞ্জিনিয়ার, বাড়ি- ১/বি/১, রোড- ২৯/এ, পল্লবী ঝিলপাড়, মিরপুর-১২, ঢাকা-১২১৬; ৩। শাবনাজ আক্তার পুতুল, ১৬ শেরেবাংলা রোড, (সুরক্ষা ক্লিনিকের বিপরীতে) খুলনা; ৪। একেএম মকবুল হোসাইন, বেনীচাকীলেন, দক্ষিণ কাটনার পাড়া, বগুড়া-৫৮০০; ৫। মো. জাকির উল্লাহ পাতা, সাধারণ সম্পাদক, ক্রীড়াজগত পাঠক ফোরাম, ঢাকা জেলা; ৬। আয়েশা আক্তার, গ্রাম- মমিনপুর, থানা চাটখিল, জেলা- নোয়াখালী; ৭। মো. মামুনুর রশিদ, মেসার্স ইসমাইল স্টোর, ৪ নং বসুপাড়া মেইন রোড, খুলনা; ৮। আজাহারুল ইসলাম কচি, অব. প্রাপ্ত কর্মকর্তা, অগ্রণী ব্যাংক লি. আঞ্চলিক কার্যালয়, ময়মনসিংহ; ৯। মো. জামাল উদ্দিন, গ্রাম- মাসমানিয়া, পোস্ট- নারান্দিয়া, থানা- তিতাস, জেলা- কুমিল্লা; ১০। মো. আব্বাছ উদ্দিন, সহকারী শিক্ষক (শারীরিক শিক্ষা) করিমগঞ্জ মা. বি. লালমোহন, ভোলা; ১১। রোকসানা আক্তার ৯/আই সরকারি স্টাফ কোয়ার্টার, ধানমণ্ডি-১৫, ঝিগাতলা, ঢাকা; ১২। সোমা দস্তিদার, বাংলাদেশ টি-স্টোরস্ ৩১ নং মো. আলী শাহ্ লেন, ইমামগঞ্জ, চকবাজার, চট্টগ্রাম; ১৩। মোহাম্মদ রাসেদুল আলম, কামাল উল্লাহ বাড়ি, আলম মঞ্জিল, আমতলী, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম; ১৪। প্রত্যয়ী রায়, দোয়েল আহম্মেদ টাওয়ার, ৪৯/৫০ জামাল খান বাই লেন আসকার দিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম পাড় কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ১৫। কচি, ৪০/১, রমকৃষ্ণ মিশন, রোড, সদর সিটি কর্পোরেশন, ময়মনসিংহ-২২০০; ১৬। বিনিয়া বিথি বন্নি, পিতা- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ১৭। মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ১৮। সানজিদা আক্তার সাজিদা, প্রযত্নে- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ১৯। রোজিনা ইব্রাহিম শিপ্রা, প্রযত্নে- ওবায়েদউল হক ভবন (২য় তলা) গ্রাম- জামালপুর, বারইয়ারহাট, মীরসরাই, চট্টগ্রাম; ২০। মো. হেলাল উদ্দিন, গ্রাম- চরফৈজুদ্দিন, পোস্ট- হাজিরহাট, থানা- মনপুরা, জেলা- ভোলা; ২১। মুক্তা রাণী, দাশ গুপ্ত ভবন, ৯নং রামকৃষ্ণ মিশন লেন, আসকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২২। রূপম দস্তিদার, এস স্টোর ২৭৭/এ আসকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২৩। অমিত দস্তিদার মন, দাশগুপ্ত ভবন, ৯নং রামকৃষ্ণ মিশন লেন, আসকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম-৪০০০; ২৪। রুবি দস্তিদার, দোয়েল আহম্মেদ টাওয়ার, ৪৯/৫০ জামাল খান বাই লেন আসকার দিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম পাড় কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২৫। আব্বাছ হোসেন, চরমোল্লাজী, চতলাবাজার, লালমোহন, ভোলা; ২৬। সোহাগ মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ২৭। রওশন আরা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া্য, ঢাকা; ২৮। সোহেল মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ২৯। মো. মোশাররফ হোসেন, আখতার চেম্বার, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা; ৩০। মিসেস নুর জাহান বেগম, ৪৫/১, হাজী ইসমাইল লিংক রোড, খুলনা।

ফুটবলার ফজলে সাদাইন খোকনের ইন্তেকাল

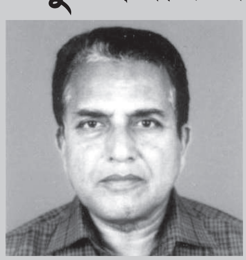

'স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল'-এর আরও একজন সদস্য ফজলে সাদাইন খোকন ৭ ডিসেম্বর ইন্তেকাল করেছেন। ১৯৫২ সালে রাজশাহীতে তাঁর জন্ম। ১৯৬৪/৬৫ সালে পাড়ার ক্লাব সানরাইজের হয়ে রাজশাহী প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগে খেলেন। এরপর যোগ দেন ফ্রেন্ডস স্পোর্টিং ক্লাবে। এ ছাড়া রাজশাহীর হয়ে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে খেলেছেন। ১৯৬৭ সালে ইস্ট পাকিস্তান ইয়ুথ টিমের ট্রায়ালে অংশ নেওয়ার জন্য ঢাকায় আসেন। ১৯৬৮ সালে ঢাকার প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগে আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে খেলেন এই লিঙ্কম্যান। ১৯৭০ সালে যোগ দেন ঢাকা ওয়ান্ডারার্সে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ভারতে গিয়ে 'স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল'-এ যোগ দেন। স্বাধীনতার পর ঢাকা লিগে ওয়ান্ডারার্সের হয়ে খেলা অব্যাহত রাখেন। খেলতে খেলতে পায়ে ব্যথা পাওয়ায় পরের বছর বিজিএমসিতে যোগ দিয়েও খেলা হয়নি। ১৯৭৪ সালে ওয়াপদা এবং ১৯৭৫ সালে বিআরটিসিতে খেলেছেন। বিআরটিসিতে খেলার সময় আবাহনী ক্রীড়াচক্রের হয়ে আগাখান গোল্ডকাপ ফুটবলে এবং ১৯৭৬ সালের লিগে আবাহনীতে খেলেন। পায়ের ব্যথার কারণে এরপর খেলা ছেড়ে দেন।

এনসিএলে রানার্সআপ ঢাকা মহানগর

মো. মুলতানুর রহমান

জাতীয় ক্রিকেট লিগের গত আসরের চ্যাম্পিয়ন ঢাকা বিভাগ এবার রানার্সআপও হতে পারেনি। সপ্তম তথা শেষ রাউন্ডে বরিশাল বিভাগের কাছে ১২২ রানে পরাজয়ই মূলত ঢাকাকে নামিয়ে দেয় পয়েন্ট তালিকার ৩ নম্বরে। মজার ব্যাপার হলো, আসরের সবচেয়ে দুর্বল দল বরিশাল শেষ ম্যাচে এসেই পেয়েছে প্রথম জয়ের দেখা! আগের ৬ ম্যাচের ৪টিতে পরাজিত হওয়া ও ২টিতে ড্র করা বরিশাল হতাশা ঝেড়ে ঢাকার বিপক্ষে জয় দিয়ে সমাপ্তি টানতে পারলেও পয়েন্ট তালিকার একেবারে তলানিতে থাকার পরিণতি এড়াতে পারেনি। শেষ রাউন্ডে চট্টগ্রাম বিভাগকে ৫ উইকেটে হারিয়ে রানার্সআপ হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে ঢাকা মহানগরকে। ইতিপূর্বে দলটি ২০১৫-১৬ মৌসুমে একবার দ্বিতীয় হয়েছিল। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট আসর এনসিএলে অংশ নেওয়া দলগুলোর মধ্যে ঢাকা মহানগর ও বরিশাল কখনো শিরোপার দেখা পায়নি। বরিশাল বিভাগের সর্বোচ্চ সাফল্য বলতে ২০০৮-০৯ মৌসুমে একবার রানার্সআপ হওয়া।

মধুমতি ব্যাংক ২৬তম এনসিএলে এক রাউন্ড আগেই শিরোপা জয়ের আগাম উৎসব করেছিল সিলেট বিভাগ। কিন্তু শেষটা রাঙাতে পারেনি জাতীয় ক্রিকেট লিগের ইতিহাসে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হওয়া দলটি। শেষ ম্যাচে রাজশাহী বিভাগের বিপক্ষে ৫৪ রানে হারের স্বাদ পেতে হয়েছে সিলেটকে। ফলে অপরাজিত থাকা হয়নি অমিত হাসানের দলের।

এনসিএলের চূড়ান্ত পয়েন্ট তালিকা

দল	ম্যাচ	জয়	হার	ড্র	পয়েন্ট
সিলেট বিভাগ	৭	৪	১	২	৩৭
ঢাকা মহানগর	৭	৩	২	২	২৯
ঢাকা বিভাগ	৭	২	১	৪	২৫
রংপুর বিভাগ	৭	২	১	৪	২৫
খুলনা বিভাগ	৭	২	১	৪	২৪
রাজশাহী বিভাগ	৭	২	৪	১	১৮
চট্টগ্রাম বিভাগ	৭	২	৪	১	১৮
বরিশাল বিভাগ	৭	১	৪	২	১২

দুর্দান্ত ব্যাটিং করে প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্টের পুরস্কার পেয়েছেন চ্যাম্পিয়ন সিলেটের অধিনায়ক অমিত হাসান

টুর্নামেন্টসেরা অমিত হাসান

'লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট' বলে যে একটা কথা আছে, সেটিরই নজির স্থাপন করলেন অমিত হাসান। অসাধারণ অধিনায়কত্বই শুধু করেননি, সিলেট বিভাগকে জাতীয় লিগে প্রথম শিরোপা জেতাতে ব্যাট হাতে উইকেটের সামনে এবং গ্লাভস হাতে উইকেটের পেছনে প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন। ক্যাপ্টেন, ব্যাটসম্যান ও উইকেটকিপার- 'থ্রি ইন ওয়ান' হয়ে এবারের এনসিএলের সব আলো বলতে গেলে একাই কেড়ে নিয়েছেন তিনি। নারায়ণগঞ্জ থেকে উঠে আসা ২৩ বছর বয়সী এই ডানহাতি ব্যাটসম্যান ব্যাটিংয়ের প্রায় সব রেকর্ড নিজের করে নিয়েছেন। ৭ ম্যাচের ১২ ইনিংসে ৭৮৫ রান করে এবার সর্বাধিক রান সংগ্রাহক হয়েছেন অমিত হাসান। তাঁর স্কোরগুলো ছিল যথাক্রমে- ২৮, ৬১, ২৭, ৪৩, ৫৭, ৩৭*, ২১৩, ১০১, ৫৬, ৩৮*, ৫৩, ৭১। দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন খুলনা বিভাগের উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান এনামুল হক বিজয়। 'ঘরোয়া ক্রিকেটের রান মেশিন' খ্যাত এই অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যানের ব্যাট থেকে ৭ ম্যাচের ১৩ ইনিংসে ৫৩.৮৪ গড়ে ১টি সেঞ্চুরি ও ৬টি হাফ সেঞ্চুরির সাহায্যে এসেছে ঠিক ৭০০ রান। সবচেয়ে বেশি রান করা ব্যাটসম্যানদের তালিকার সেরা ৫-এর পরের তিনটি নাম- খুলনা বিভাগের অমিত মজুমদার (৭ ম্যাচের ১৩ ইনিংসে ৫৮৭ রান, গড় ৫৩.৩৬), বরিশাল বিভাগের ইফতিখার হোসেন ইফতি (ম্যাচ ৭, ইনিংস ১৩, রান ৫৬৩, গড় ৪৩.৩০) ও রাজশাহী বিভাগের সাব্বির হোসেন (৭ ম্যাচের ১৪ ইনিংসে ৩৮.৪২ গড়ে ৫৩৮ রান)। এবারের লিগে ডাবল সেঞ্চুরি হয়েছে একটি এবং সেটিও করেছেন অমিত হাসান। খুলনা বিভাগের বিপক্ষে কক্সবাজারে প্রথম ইনিংসে প্রায় সাড়ে ১০ ঘণ্টা উইকেটে কাটিয়ে ৪৫৫ বলের মোকাবিলায় ১৮ বাউন্ডারি ও ১টি ছক্কার সাহায্যে ২১৩ রানের ধৈর্যশীল ইনিংস খেলেন সিলেট অধিনায়ক। এ ছাড়া সর্বোচ্চ গড় (৭৮.৫০), যুগ্মভাবে সর্বাধিক ২টি সেঞ্চুরি (ঢাকা মহানগরের মার্শাল আইয়ুব ও রাজশাহীর সাব্বির হোসেনও করেছেন ২টি করে সেঞ্চুরি) ও সর্বোচ্চ ৭টি ৫০ ছাড়ানো ইনিংসের (খুলনার এনামুল হক বিজয় করেছেন সেটি)

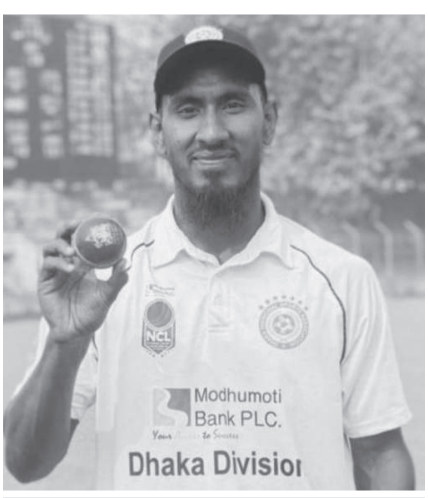

ঢাকা বিভাগের পেসার এনামুল হক সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি হয়ে পাদপ্রদীপের আলোয় চলে এসেছেন

একমাত্র বোলার হিসেবে ইনিংসে ৮ উইকেট পেয়েছেন ঢাকা মহানগরের বাঁহাতি স্পিনার রাকিবুল হাসান জুনিয়র

মালিকও হয়েছেন তিনি। সব মিলিয়ে এনসিএল রাঙানোর পুরস্কার হিসেবে প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্ট বিবেচিত হওয়া অমিত হাসান রয়েছেন জাতীয় দলে ডাক পাওয়ার খুব কাছাকাছি।

এবার পেসারদের জয়জয়কার

এনসিএলে সাধারণত স্পিনারদের দাপটই বেশি দেখা যায়। বিশেষ করে বাঁহাতি স্পিনাররা রাজত্ব করেন বেশি। এবারের লিগে দেখা গেছে ব্যতিক্রম ঘটনা। সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি ৬ বোলারের ৪ জনই পেসার, ২ জন স্পিনার। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের ক্রিকেটে পেসারদের উত্থানের এটা আরেক উদাহরণ। ৭ ম্যাচের ১৪ ইনিংসে ১৫.৪১ গড়ে ৩৬ উইকেট নিয়ে তালিকায় সবার ওপরে নিজের নাম লিখিয়েছেন ঢাকা বিভাগের ডানহাতি পেসার এনামুল হক। চট্টগ্রাম বিভাগের হয়ে খেলা ১৯ বছর বয়সী তরুণ বাঁহাতি স্পিনার আশরাফুল হাসান রোহান ২৮ উইকেট (৬ ম্যাচের ১১ ইনিংসে, গড় ১৭.৭৫) নিয়ে রয়েছেন দ্বিতীয় স্থানে। ৬ ম্যাচের ১২ ইনিংসে ২০.৮০ গড়ে ২৫ উইকেট নিয়ে ৩ নম্বরে আছেন বরিশাল বিভাগের ২৪ বছর বয়সী বাঁহাতি পেসার রুয়েল মিয়া। চ্যাম্পিয়ন সিলেট বিভাগের ৩২ বছর বয়সী ডানহাতি পেসার সৈয়দ খালেদ আহমেদ দখল করেছেন ২৪ উইকেট (৫ ম্যাচের ৯ ইনিংসে ১৫.৪১ গড়ে)। পঞ্চম সর্বোচ্চ ২২ উইকেট পেয়েছেন যুগ্মভাবে ২ জন- রংপুর বিভাগের ২৪ বছর বয়সী ডানহাতি পেসার মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ (ম্যাচ ৫, ইনিংস ৯, গড় ২০.১৩) ও চট্টগ্রাম বিভাগের ২৪ বছর বয়সী অফস্পিনার নাঈম হাসান (৫ ম্যাচের ৮ ইনিংসে ২২.৪৫ গড়ে)।

এবারের জাতীয় লিগে ইনিংস-সেরা বোলিং করেছেন রাকিবুল হাসান জুনিয়র। বিকেএসপির ৪ নম্বর মাঠে রাজশাহী বিভাগের বিপক্ষে দ্বিতীয় ইনিংসে ঢাকা মহানগরের হয়ে খেলা ২২ বছর বয়সী এই বাঁহাতি স্পিনারের বোলিং ফিগার ছিল ১৫.৫-৪-৫৬-৮। আর কোনো বোলার ইনিংসে ৮ উইকেট নিতে পারেননি। ৭ উইকেট করে পেয়েছেন ৩ জন, প্রত্যেকেই পেসার- ঢাকা বিভাগের সুমন খান, রংপুর বিভাগের মেহেদী হাসান ও খুলনা বিভাগের মেহেদী হাসান রানা। খুলনার মেহেদী হাসান রানার দখলে গেছে ম্যাচসেরা বোলিং ফিগারের রেকর্ড (২৭.৪-৩-১০১-১১, বিপক্ষ রংপুর বিভাগ, ভেন্যু শেখ আবু নাসের স্টেডিয়াম)। এ ছাড়া আরও ৩ জন পেয়েছেন ম্যাচে ১০টি করে উইকেট- চট্টগ্রামের আশরাফুল হাসান রোহান (৩৯.১-১৪-৯০-১০, বিপক্ষ বরিশাল বিভাগ, কক্সবাজার), ঢাকার এনামুল হক (৩৯-৭-১৪৮-১০, বিপক্ষ ঢাকা মহানগর, ভেন্যু সিলেট) ও খুলনা বিভাগের অফস্পিনার শেখ মেহেদী হাসান (৬০-১৪-১৫০-১০, বিপক্ষ ঢাকা মহানগর, ভেন্যু সিলেট)।

ছায়া থেকে আলোয় এনামুল

এনামুল হক খেলেছেন ঢাকা বিভাগের হয়ে। ২৪ বছর বয়সী নারায়ণগঞ্জের এই ছেলে বাঘা বাঘা বোলারদের ছাপিয়ে এবারের এনসিএলে সবচেয়ে বেশি ৩৬ উইকেট শিকার করে ছায়া থেকে চলে এসেছেন পাদপ্রদীপের আলোয়। ১৭টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা নিয়ে লিগ শুরু করা ডানহাতি এই পেসার লাল বল হাতে ছিলেন বেশ ধারাবাহিক। ম্যাচের পর ম্যাচ ব্যাটসম্যানদের দারুণ ভুগিয়েছেন তিনি। স্ট্রাইকরেট ২৭.৬৬ বলে দিচ্ছে প্রতিটি উইকেট পেতে এনামুলকে ৫ ওভারও অপেক্ষা করতে হয়নি। গড় ১৫.৪১ জানাচ্ছে একটা উইকেট পেতে ১৬ রানও খরচ করতে হয়নি। ইনিংসে ৫ উইকেট পেয়েছেন ২ বার, ৪ উইকেটও ২ বার, এক ম্যাচে তুলে নিয়েছেন ১০ উইকেট। তাঁর এই সাফল্যের পেছনে লুকিয়ে আছে অধ্যবসায়, পরিশ্রম আর অদম্য ইচ্ছাশক্তি।

রাজশাহীর সাব্বির হোসেন ও ঢাকা মহানগরের মার্শাল আইয়ুব করেছেন ২টি করে সেঞ্চুরি

বড় দুই ভাই আমির ও সোহাগের খেলা দেখে ক্রিকেটের প্রতি আগ্রহ তৈরি হয় এনামুল হকের। পরিবারের দায়িত্ব নিতে গিয়ে ভাইদের পক্ষে ক্রিকেটকে পেশা হিসেবে নেওয়া সম্ভব হয়নি। অসম্পূর্ণ সেই স্বপ্নপূরণের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন এনামুল। ভাইদের সমর্থনে এত দূর এগিয়ে এসে স্বপ্ন দেখছেন যোগ্যতা অর্জন করে জাতীয় দলে খেলার। ২০১৪ সালে ঢাকা তৃতীয় বিভাগ ক্রিকেট লিগ দিয়ে যাত্রা শুরু এনামুলের। প্রথম বছরে কোনো দল না পেলেও পরের বছর চার ম্যাচ খেলে নজর কাড়েন। এরপর দ্বিতীয় বিভাগে ১০ ম্যাচে ১৮ উইকেট নিয়ে সরাসরি সুযোগ পান জাতীয় ক্রিকেট লিগে। গত এনসিএলে মাত্র ৯ উইকেট নিয়েছিলেন। এবার একলাফে ৩৬ উইকেট শিকার করে হয়ে গেছেন আসরের সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রাহক। নিজের সাফল্যের সহস্য সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমকে এনামুল বলছিলেন, 'গত বছর থেকেই বোলিং স্কিলের উন্নতির চেষ্টা করেছিলাম। ইনসুইং আর আউটসুইংয়ে আরও ধার আনতে চারজন কোচের সঙ্গে কাজ করেছি। তাঁরা ছোট ছোট টেকনিক শিখিয়েছেন। সেটা বেশ কাজে দিয়েছে।' স্কিলের উন্নতির পাশাপাশি মানসিক প্রস্তুতি এনামুলের ভালো করার কারণ বলে মনে করেন তাঁর কোচ ডলার মাহমুদ, 'ছেলেটা বুদ্ধিদীপ্ত এবং দক্ষ। এক জায়গায় ধারাবাহিকভাবে বল করতে পারে, যা অনেক বোলারের জন্যই চ্যালেঞ্জিং কাজ। এবার আউটসুইংয়ে যে উন্নতি করেছে, তা ব্যাটসম্যানদের চাপে রাখতে সহায়তা করেছে। ব্যাটসম্যানের মানসিকতা বুঝে বল করেছে সে।' শুধু লাল বলের সাফল্যে তুষ্ট নন এনামুল, তাঁর লক্ষ্য সাদা বলে চলমান এনসিএল টি-টোয়েন্টিতেও ভালো নৈপুণ্য দেখিয়ে সবার নজর কেড়ে নেওয়া। এ ছাড়া বলের গতি যেন ১৪৫ ছাড়িয়ে যায়, সেই স্বপ্নপূরণেও আলাদাভাবে কাজ করছেন।

খুলনা বিভাগের বাঁহাতি পেসার মেহেদী হাসান রানা ১১ উইকেট নিয়ে করেছেন ম্যাচসেরা বোলিং

'ঘরোয়া ক্রিকেটের রান মেশিন' খেতাব পাওয়া খুলনার এনামুল হক বিজয়ের ব্যাট থেকে এসেছে ৭০০ রান

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে রানার্সআপ বাংলাদেশ ব্লাইন্ড ক্রিকেট দল

পরাগ আরমান

T20 Blind Cricket World Cup PAKISTAN-2024

মাঠ কিংবা খেলার সরঞ্জাম, কিছুই নেই তাদের। এমনকি অফিসও নেই। একজন কর্মকর্তার বাসার এক কক্ষে চলে ব্লাইন্ড ক্রিকেট কার্যক্রম। বিশ্বকাপে অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ পেলেও পাকিস্তানে যাওয়ার বিমান ভাড়া কিংবা জার্সি জোগাড় করতেই 'ত্রাহি মধুসূদন' অবস্থা বাংলাদেশ ব্লাইন্ড ক্রিকেট কাউন্সিল-বিবিসিসির কর্মকর্তাদের। কারও কাছ থেকে জার্সি, কারও কাছ থেকে বিমান টিকিট অনুদান পেয়ে পাকিস্তানে ব্লাইন্ড ক্রিকেট টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নেয় বাংলাদেশ দল। এত নাই, নাইয়ের মধ্যেও বিশ্বকাপে অংশ নিয়েই বাজিমাত দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের।

ফাইনালের পরাজয়ে বাংলাদেশ ব্লাইন্ড ক্রিকেট দল বিষাদের রং গায়ে মাখলেও হতাশ নন দেশের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে রানার্সআপ, ব্লাইন্ড ক্রিকেট দলকে অভিনন্দিত করেন তিনি। জানান, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের এই সাফল্যে পুরো দেশ গর্বিত। আসলেই জাতীয় ক্রিকেট দল এখনো যে সাফল্য পায়নি, ব্লাইন্ড ক্রিকেট দল নিয়মিতই সেই সাফল্যে বাস করছে। বিশ্বকাপে রানার্সআপ হওয়া তো দূরের কথা, শিরোপা জয়ের টার্গেটও এখনো করতে পারেনি জাতীয় ক্রিকেট দল। অথচ দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীরা শিরোপার হাত ছোঁয়া দূরত্ব থেকে রানার্সআপ ট্রফি নিয়ে দেশে ফিরেছে। বিষয়টি অবশ্যই গর্বের ও আনন্দের। ২০২২ সালের বিশ্বকাপেও বাংলাদেশ ব্লাইন্ড ক্রিকেট দল রানার্সআপ হয়েছিল।

গত ২৩ নভেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানের দুটি শহরে অনুষ্ঠিত হয় ব্লাইন্ড ক্রিকেট টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতা। যে সম্ভাবনা কিংবা লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ পাকিস্তানে গিয়েছিল সেই সাফল্যের ছোঁয়া পেতে ফাইনাল ম্যাচে জয়ই দরকার ছিল। এবারের প্রতিযোগিতায় ভারত না থাকায় চ্যাম্পিয়ন হওয়াটা বাংলাদেশের জন্য ছিল শুধু সময়ের ব্যাপার। কিন্তু শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে পথ হারায় লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা। মুলতানে প্রতিযোগিতার ফাইনালে টস জিতে ব্যাটিংই বেছে নেয় আশিকুর রহমানের দল। তবে তাদের ব্যাটিংটা এবার মোটেই ভালো হয়নি। তাই শিরোপা জেতার জন্য জুতসই যুদ্ধও করতে পারেননি বোলাররা। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেটে সংগ্রহ করে মাত্র ১৩৯ রান। এবারের টুর্নামেন্টে এটিই বাংলাদেশের সর্বনিম্ন সংগ্রহ। ৫২ বলে দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৫৪ রান করেন আরিফ হোসেন। মোহাম্মদ সালমান ৩১ এবং ২২ রান করেন আশিকুর রহমান। শিরোপা জেতার জন্য একেবারেই নগণ্য এই রান। ১৪০ রানের মামুলি টার্গেট পেয়ে আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান হয়ে ওঠে স্বাগতিক পাকিস্তান। অল্পরানের টার্গেটে নেমেও বাংলাদেশের বোলারদের তুলোধুনো করতে থাকেন তারা। ফাইনালের সেরা নিসার আলী ৩১ বলে ১৪টি বাউন্ডারিতে ৭২ রান সংগ্রহ করেন। ৩৩ বলে ৪৭ রান আসে মোহাম্মদ সফদারের ব্যাট থেকে। তাতে ৫৮ রান হাতে রেখেই প্রথমবারের মতো ব্লাইন্ড বিশ্ব ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয় পাকিস্তান। আর ২০২২ সালের পর বাংলাদেশ আবারও রানার্সআপ। আবারও আশা ভঙ্গ হয় লাল-সবুজের দলের।

অবশ্য জয় দিয়েই ব্লাইন্ড ক্রিকেট টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু করেছিল বাংলাদেশ দল। কিন্তু বিশ্বকাপে অংশ নেওয়ার মতো পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ছিল না বাংলাদেশ ব্লাইন্ড ক্রিকেট দলের। মাত্র ১৫ দিনের প্রস্তুতি নিয়ে পাকিস্তান যায় লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা। লাহোরের সেই ম্যাচে প্রতিপক্ষ ছিল প্রতিবেশী নেপাল। লাহোরে হয়েছে গ্রুপ পর্বের ১৫টি ম্যাচ। আর সেমিফাইনাল ও ফাইনালসহ বাকি ৯ ম্যাচ হয়েছে মুলতানে। অবশ্য একেবারেই নতুন নেপালের সঙ্গে পুরো ২০ ওভারও ব্যাটিং করতে পারেনি বাংলাদেশের দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীরা। ৩ বল বাকি থাকতেই ১৭৯ রানে অলআউট হয়। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৫৪ রান করে আরিফ হোসেন। সালমান ৩৪ আর আবিদ হাসান করেন ২৬ রান। জবাবে, বাংলাদেশের বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে নেপালের ব্যাটাররা খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি। ৬ উইকেটে ১১২ রানে থামে তাদের ইনিংস। ভারত থাপা দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৩১ রান করেন। বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে আসমত আলী ২টি এবং মোহাম্মদ সালমান ও আরিফুল্লাহ ১টি করে উইকেট তুলে নেন। ৬৭ রানের বড় জয় নিয়ে ফুরফুরে মেজাজে তখন বাংলাদেশ ব্লাইন্ড ক্রিকেট দল।

পরের ম্যাচেই বাংলাদেশকে লড়তে হয় দক্ষিণ এশিয়ার আরেক দেশ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। নেপালের বিপক্ষে জয় বিদেশ-বিভূঁইয়ে বাংলাদেশকে আত্মবিশ্বাসী করে। নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে অনুপ্রাণিতও করে। শুরুতেই ব্যাটিংয়ে নামা বাংলাদেশ দল ৪ উইকেটে তোলে ১৬৭ রান। সর্বোচ্চ ৪২ রান করেন আশিকুর রহমান। আর মোহাম্মদ সালমান ও তারিফ তাবান দুজনের ব্যাট থেকেই আসে ৩৬ রান করে। রানের হিসেবে

প্রতিপক্ষের জন্য তেম বড় কোনো চ্যালেঞ্জ না হলেও, ৭ উইকেট হারানো লঙ্কানদের ১৪২ রানের বেশি সংগ্রহ করতে দেননি বাংলাদেশের বোলাররা। ২১ রানে ৩ উইকেট নিয়ে তো ম্যাচ সেরাই হয়ে যান মাহিদুল ইসলাম। ২৫ রানের এই জয় বাংলাদেশ ব্লাইন্ড ক্রিকেট দলকে স্বপ্নে কাছে নিয়ে যায়। আরও বড় হতে থাকে তাদের চাহিদা। আত্মবিশ্বাস বাড়ে, সঙ্গে বাড়ে ভালো কিছু করে দেখানোর স্পৃহাও।

তৃতীয় ম্যাচে এসে হোঁচট খায় বাংলাদেশ ব্লাইন্ড ক্রিকেট দল। গ্রুপের ম্যাচে স্বাগতিক পাকিস্তানের কাছে হেরে যায় ৮ উইকেটে। প্রথমে ব্যাট করে ৬ উইকেটে ১৪৬ রান তোলে বাংলাদেশ। জবাবে, বদর মুনিরের অলরাউন্ড পারফরমেন্সে ২ উইকেটে ১৪৭ তুলে জয় পায় পাকিস্তান। তাও আবার বাকি ছিল ৪৪ বল। স্বাগতিকদের শক্তিমত্তার পরিচয় পেয়ে যায় বাংলাদেশ। অবশ্য তখন বাকি আফগানিস্তান ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ম্যাচ। কিন্তু বাংলাদেশকে ঠেকানোর মতো কোনো শক্তি কিংবা সামর্থ্য ছিল না আফগান অথবা আফ্রিকানদের। পারেওনি তারা। আফগানিস্তানকে ৮ উইকেটে এবং দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১০ উইকেটে হারিয়ে গ্রুপের দ্বিতীয় স্থানে থেকে সেমিফাইনালে পৌঁছে যায় বাংলাদেশের দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ক্রিকেট দল। সেমিফাইনালে পাকিস্তানের প্রতিপক্ষ ছিল নেপাল। আর বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা। গ্রুপের ম্যাচে তেমনটা না হলেও সেমিফাইনালে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তোলে লঙ্কানরা। তার আগে মোহাম্মদ সালমানের ৯৭ ও আরিফ হোসেনের ৮১ রানে ২৪৪ রানের বিশাল স্কোর পায় ৬ উইকেট হারানো বাংলাদেশ। জবাবে শ্রীলঙ্কাও একেবারে কম যায় না। প্রায় ছুঁয়েই ফেলেছিল এই স্কোর। শেষ পর্যন্ত ৯ উইকেটে ২৩৮ রানে থামে তারা। আর বাংলাদেশ, ৬ রানের রুদ্ধশ্বাস জয়ে টানা দ্বিতীয়বারের মতো পৌঁছে যায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে। যেখানে তাদের অপেক্ষায় আছে স্বাগতিক পাকিস্তান।

ফাইনালে স্বাগতিকদের সঙ্গে পেরে ওঠেনি লাল-সবুজের পতাকাধারীরা। তবে বেশকিছু রেকর্ড করেছে বাংলাদেশ ব্লাইন্ড ক্রিকেট দল। টুর্নামেন্টের ৭ ম্যাচে সর্বোচ্চ ৩৬৬ রান সংগ্রহ করেন বাংলাদেশের আরিফ হোসেন। ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ সংগ্রহ তার ৮৯ রান। ফিফটি করেছেন ৫টি। কোনো ছক্কার মার না থাকলেও ৪৩টি বাউন্ডারি হাকিয়েছেন ঢাকার ছেলে আরিফ। আর মোহাম্মদ সালমানের সংগ্রহ দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩১৫ রান। তার ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ সংগ্রহ ৯৭ রান। কোনো সেঞ্চুরি নেই ফিফটি করেছেন ২টি। আর একটি ওভার বাউন্ডারির পাশাপাশি ৪১টি বাউন্ডারির মার এসেছে সালমানের ব্যাট থেকে। বোলিংয়ে আসমত আলী ৭ উইকেট তুলে নেন আর আরিফুল্লাহ পান ৫ উইকেট। এবারের টুর্নামেন্টে মোট ৫৩৬১ রান হয়েছে। শিরোপা জিততে না পারলেও ৬ দলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রান সংগ্রহ করেছে বাংলাদেশ। ১১৭৪ রান করেছে তারা। দলীয়ভাবে রান সংগ্রহে বাংলাদেশের পেছনেই আছে ষষ্ঠ হওয়া শ্রীলঙ্কা। তাদের সংগ্রহ ১০৩৫ রান। নেপাল ৮৫৭ রান। আর চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তানের পুঁজিতে ৮৪০ রান। সাউথ আফ্রিকা ৮০১ এবং নেপাল সংগ্রহ করে ৬৫৪ রান। সেঞ্চুরি হয়েছে মাত্র ২টি। ফিফটি হয়েছে ২৩টি। ছক্কা হয়েছে ৭টি। তার মধ্যে ৬টিই এসেছে স্বাগতিক পাকিস্তানের ব্যাটারদের কাছ থেকে। মাত্র একটি ছক্কা মেরেছে বাংলাদেশ। আর বাউন্ডারি হয়েছে ৪১১টি। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১০৬টি বাউন্ডারি হাকিয়েছে বাংলাদেশ। পাকিস্তান ১০০টি, শ্রীলঙ্কা ৮৯টি, নেপাল ৪০টি, আফগানিস্তান ৩৯টি এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটাররা মেরেছেন ৩৭টি বাউন্ডারি।

শিরোপা জিততে না পারলেও কোনো ক্ষোভ কিংবা হতাশা নেই বাংলাদেশ ব্লাইন্ড ক্রিকেট কাউন্সিলের কর্মকর্তাদের মধ্যে। কোনো রকম পৃষ্ঠপোষকতা কিংবা সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া দেশের দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ক্রিকেটাররা দেশের জন্য যে সম্মান বয়ে এনেছেন তাতেই তারা খুশি। বিবিসিসির আন্তর্জাতিক বিষয়ক পরিচালক মঈন ইকবাল মনে করেন, বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের দিকে নজর দেওয়ার এখন সেরা সময়। বিশেষ চাহিদাসম্পন্নরা যে সমাজের বোঝা নয়, সেটা তারা আবারও প্রমাণ করল। সুযোগ পেলে সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষের মতো তারাও দেশের মান বাড়াতে পারেন। শুধু সরকার ও দেশের বিত্তবানদের প্রতি একটু সহমর্মিতা ও সহৃদয়তা চায় বাংলাদেশ ব্লাইন্ড ক্রিকেট দল। সেই সহযোগিতা পেলে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে দেশের সম্মান আরো বাড়ানো সম্ভব বলে মনে করেন বাংলাদেশ ব্লাইন্ড ক্রিকেট দলের আন্তর্জাতিক বিষয়ক পরিচালক।

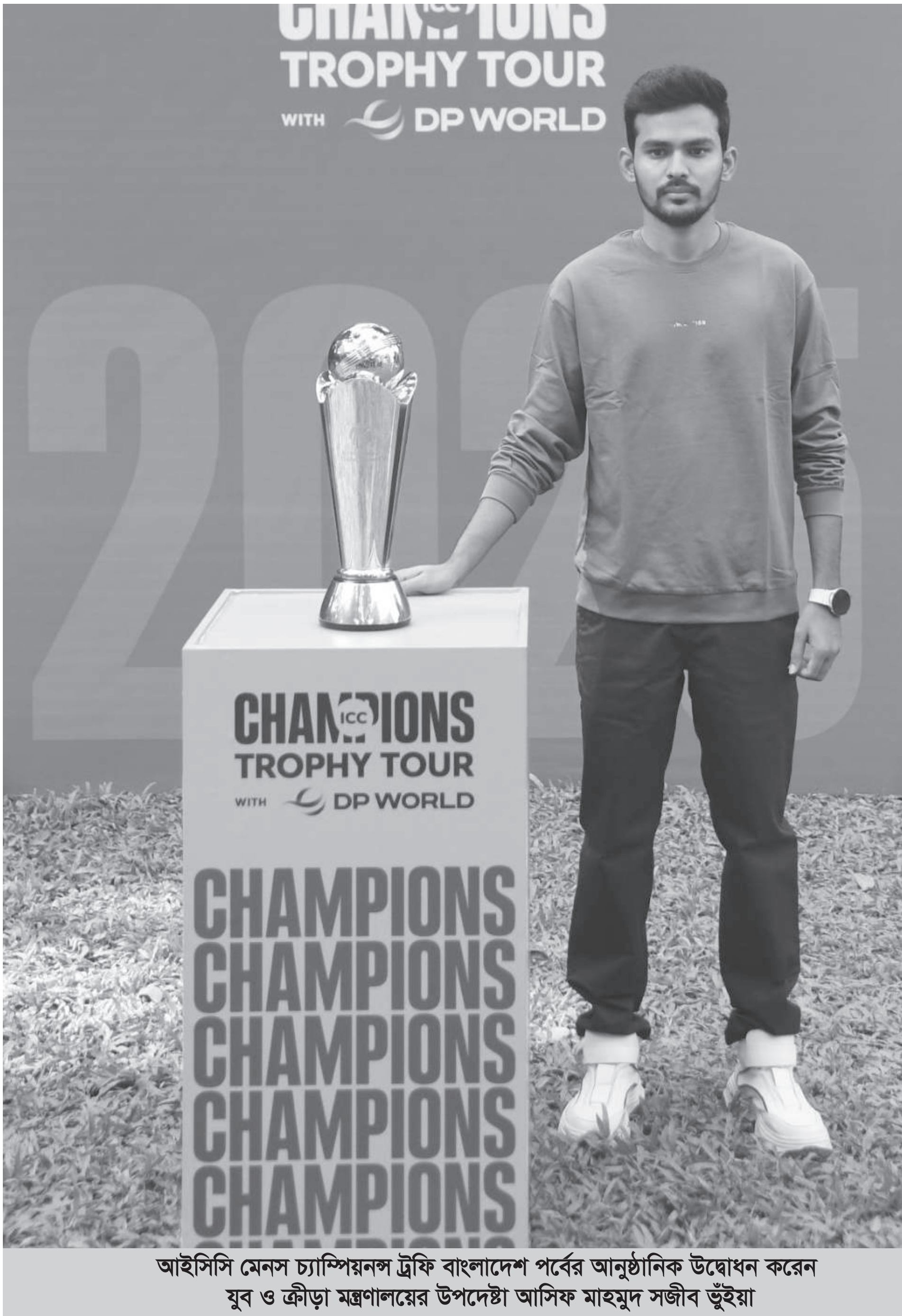

আইসিসি মেনস চ্যাম্পিয়নস্স ট্রফি বাংলাদেশ পর্বের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া

শহীদ ফুটবলার মজিবর রহমান

মিয়াজান কবীর

রাজধানী ঢাকা শহরের বুক চিড়ে বয়ে গেছে বুড়িগঙ্গা। কত জয়-পরাজয়ের ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে রয়েছে এই বুড়িগঙ্গা নদীটি। বুড়িগঙ্গার দক্ষিণ পাড়ে কেরানীগঞ্জ উপজেলার একটি গ্রাম নাম তার আগানগর। এই আগানগরে ১৯৪১ সালে জন্মগ্রহণ করেন মজিবর রহমান। তাঁর বাবার নাম চাঁন মিয়া আর মায়ের নাম হালিমা খানম। বাবা-মায়ের দুই মেয়ে ও এক ছেলের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার ছোট। মজিবর রহামানের শিক্ষায় হাতেখড়ি আগানগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। তারপর ভর্তি হন হাম্মাদিয়া হাইস্কুলে। ছেলেবেলা থেকেই খেলাধুলার প্রতি ছিল তার প্রবল ঝোঁক। ফলে লেখাপড়ার প্রতি অমনোযোগী ছিলেন তিনি। ফুটবল খেলার টানে তার লেখাপড়ায় ছেদ ঘটে। ১৯৬২ সালে মজিবর রহমান ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান ফায়ার সার্ভিস অ্যাথলেটিক ক্লাবে যোগ দেন। বাংলাদেশের প্রখ্যাত ফুটবল কোচ সাহেব আলী ও বজলুর রহমানের কাছে ফুটবল খেলার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। দক্ষ কোচের প্রশিক্ষণে মজিবর রহমান একজন সুনিপুণ ফুটবল খেলোয়াড় হয়ে ওঠেন। খেলা নৈপুণ্যতা, সাহসিকতা, প্রতিপক্ষকে প্রতিরোধ কৌশলতায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন তিনি। নিজ প্রতিভায় অল্প কিছুদিনের মধ্যে তিনি দর্শকনন্দিত হন।

মজিবর রহমানের গায়ের রং ছিল কালো। তাই তার খেলার সাথীরা তাঁকে 'কালে খাঁ' বলে ডাকতেন। দীর্ঘদেহী, বলিষ্ঠ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী মজিবর রহমান (কালে খাঁ) খেলতেন রাইটস সুপার ব্যাকে। খেলার মাঠে ডিফেন্সকে ঘিরে অতন্দ্রপ্রহরীর মতো দণ্ডায়মান থেকে প্রতিপক্ষকে প্রতিরোধ গড়ে তুলতেন ব্যাঘ্রের ক্ষিপ্রতায়। একজন দুর্ধর্ষ খেলোয়াড় হিসেবে কালে খাঁকে সমীহ করতেন প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়রা।

১৯৬৪ সালের কথা। তখন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ছিল খুবই শক্তিশালী টিম। শুধু তা-ই নয়, পরপর দুই বছর অপরাজিত টিম হিসেবে ঢাকা স্টেডিয়ামে আলোড়ন সৃষ্টি করে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। তাদের ডিফেন্সে রয়েছে বলাই, আবিদ হোসেন, পিন্টু, ক্যাপ্টেন আমিনের মতো দুর্ধর্ষ খেলোয়াড়। ফরোয়ার্ডে অনন্য মুসা, রহমতউল্লাহ, আবদুল্লাহ, প্রতাপ হাজরা প্রমুখ। খেলার আগে পরিকল্পনা করা হলো খেলার মাঠের রক্ষণভাগকে আরও সুদৃঢ় করতে হলে দুর্ধর্ষ মুসাকে প্রতিরোধ করতে হবে। সেই পরিকল্পনা মতে মুসাকে প্রতিরোধের ভার দেওয়া হলো কালে খাঁকে। ঢাকা ফুটবল লিগের সেই নাটকীয় ও অবিস্মরণীয় খেলায় ফায়ার সার্ভিস ৩-২ গোলে বিজয় লাভ করে। মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের দুর্ধর্ষ অনন্য খেলোয়াড় মুসাকে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে রুখে দিয়ে কালে খাঁ সে খেলায় উজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছিলেন। মুসা তখন খেলার মাঠে শীর্ষে অবস্থান করছে। তৎকালীন পাকিস্তানি ফুটবলের প্রাণ, ক্ষিপ্র, কৌশলী চাতুর্যপূর্ণ ও অসাধারণ

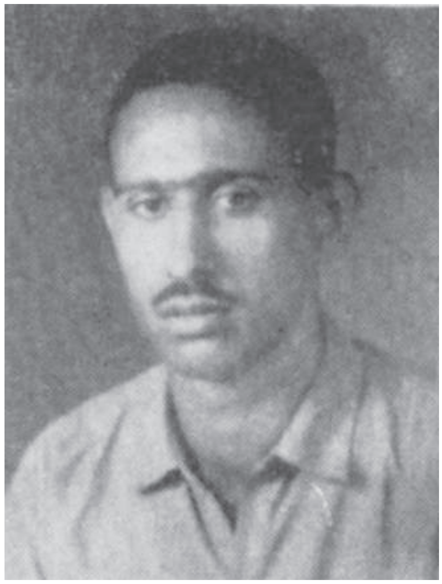

ফুটবল শিল্পী মুসাকে রুখে দেওয়া তখন দুঃসাধ্য ছিল। কিন্তু মুসার দুর্দণ্ডতার এক ধাপ বেশি এগিয়ে কালে খাঁ সেদিন সুকৌশলে মুসাকে রুখে দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের বহুল প্রচারিত ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা 'মর্নিং নিউজে' খবর প্রকাশিত হয়েছিলো 'দশ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় অঘটন।'

কালে খাঁ ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন সহজ-সরল-সাদাসিধে-বিনয়ী-নম্র স্বভাবের মানুষ। কিন্তু খেলার মাঠে ছিলেন উদ্দাম, দুর্ধর্ষ, দুরন্ত, দুর্দান্ত ক্ষিপ্রতায় ব্যাঘ্রের চেয়েও গতিশীল। এই দুর্ধর্ষ খেলোয়ারের গতিশীলতায় ফায়ার সার্ভিস অ্যাথলেটিক ক্লাব সজীব হয়ে ওঠে। 'জায়ান্ট কিলার' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে ফায়ার সার্ভিস অ্যাথলেটিক ক্লাব। এই সুনামের মূলে অন্যদের মধ্যে কালে খাঁর অবদানও ছিল অপরিসীম। তিনি একজন চৌকষ খেলোয়াড় হিসেবে জাতীয় টিমে অনন্য ভূমিকা রেখেছেন। কালে খাঁ যিনি বড় ম্যাচে নামীদামি খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে ভালো খেলার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দিয়ে দক্ষতার ছাপ রেখেছেন। অপর দিকে খেলার মাঠের বাইরে তাঁর রসাত্মক কথা শুনে খেলোয়াড়রা নতুন উদ্দীপনায় উজ্জীবিত হয়ে উঠতেন। ১৯৬৮ সালে ইস্ট পাকিস্তান ফুটবল ফেডারেশনের খেলোয়াড় হিসেবে পাকিস্তানের করাচিতে খেলায় অংশগ্রহণ করেন কালে খাঁ। ফায়ার সার্ভিস অ্যাথলেটিক ক্লাবের একমাত্র খেলোয়াড় হিসেবে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। কালে খাঁ শুধু একজন ভালো খেলোয়াড় ছিলেন, তা নয়, তিনি একজন ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে জাতীয় জীবনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

১৯৬৬ সালে তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান ফুটবল ফেডারেশনের অধীনে 'আগানগর পল্লী মঙ্গল সমিতি' (এপিএস) নামে একটি ফুটবল টিম গঠন করেন। এ ছাড়া তার হাতে গড়া নামীদামি খেলোয়াড় হিসেবে অনেকেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। সারা দেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নির্মমভাবে চালায় নৃশংস হত্যাযজ্ঞ। দেশের পরিস্থিতি হয়ে ওঠে সংকটময়। পাকিস্তানি সামরিক জান্তা সরকার সারা বিশ্বে সমালোচিত হয়ে পড়ে। বিপাকে পড়ে পাকিস্তান সরকার এক কূটকৌশল আঁটে। বিশ্বের কাছে দেশের পরিস্থিতি স্বাভবিক রয়েছে বোঝাতে তৎপর হয়ে ওঠে। দেশের ভাবমূর্তি তুলে ধরতে সরকারি অফিসের ফুটবল টিম নিয়ে খেলার আয়োজন করতে জোর প্রচেষ্টা চালায় সামরিক সরকার। সরকারের এই হীন কৌশল বুঝতে পেরে সরকারি অফিসের ফুটবল টিমগুলো খেলা থেকে বিরত থাকে। ঢাকার মাঠে যাতে খেলা না হতে পারে এ ব্যাপারে কালে খাঁও বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

নিজের জীবনের নিরাপত্তার কথা বুঝতে পেরে অনেক খেলোয়াড় সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে চলে যান। ফায়ার সার্ভিস অ্যাথলেটিক খেলোয়াড়দের মধ্যে সীতাংশু বিকাশ পাল, আমিনুল ইসলাম সুরুজ, বিকাশ চন্দ্র পাল ভারতে গিয়ে আশ্রয় নেন। সীতাংশু বিকাশ পাল, আইনুল হক, সুভাষ চন্দ্র ও অন্যদের উদ্যোগে ভারতের ত্রিপুরায় গড়ে ওঠে 'শরণার্থী একাদশ' নামে একটি ফুটবল টিম, যা মানুষের মুখে মুখে 'জয় বাংলা একাদশ ফুটবল টিম নামে পরিচিতি লাভ করে। ফায়ার সার্ভিস অ্যাথলেটিক ক্লাবের ফুটবলার আমিনুল ইসলাম সুরুজ 'স্বাধীন বাংলা ফুটবল টিমে' খেলোয়াড় হিসেবে অনন্য ভূমিকা পালন করেন। আর বিকাশ চন্দ্র পাল নদীয়ায় খেলার মাঠে স্বতন্ত্র দলে ফুটবল খেলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে তোলেন।

কালে খাঁ দেশের ভিতরে থেকে গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা করতে থাকেন। তার সময়কালে অন্যতম দ্রুতগামী সেরা খেলোয়াড় মুসাকে যেমন খেলার মাঠে রীতিমতো বোতলবন্দী করে রেখেছিলেন, তেমনি এই দুর্ধর্ষ খেলোয়াড় ঘোল খাইয়েছেন পাকিস্তান বর্বর বাহিনীকেও। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে আঘাত হেনেছেন বর্বর দুশমনের ওপর। কিন্তু ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস। তিনি ১৪ ডিসেম্বর ধরা পড়েন হানাদার বাহিনীর কাছে। হানাদার বর্বর বাহিনী অমানষিক নির্যাতন করে নৃশংসভাবে হত্যা করে এই দেশ বরেণ্য দুর্ধর্ষ খেলোয়াড় কালে খাঁকে। নির্মমভাবে হত্যার পর তাঁর লাশ ফেলে দেয় বুড়িগঙ্গা নদীতে। বুড়িগঙ্গা নদী স্বাধীনতা সংগ্রামী যোদ্ধাদের রক্তে বারবার রঞ্জিত হয়েছে। ১৯৭১ সালে ১৪ ডিসেম্বর শহিদ বীর ফায়ার ফাইটার ফুটবলার মজিবর রহমান কালে খাঁর বুকের শোনিত ধারায় বুড়িগঙ্গার জল লালে লাল হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশের মেধা-মননের শূন্যতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পাকিস্তানি বাহিনী এক জঘন্যতম নীল নকশা প্রণয়ন করে। নীল নকশা বাস্তবায়নে ১৪ ডিসেম্বর হানাদার বর্বর বাহিনী নির্মমভাবে হত্যা করে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের। এই নির্মম-নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের নীল নকশার শিকার হয়েছিলেন মজিবর রহমান কালে খাঁ। ইতিহাসের পাতায় এ এক মর্মান্তিক ঘটনা, এক করুণ ট্র্যাজিডি!

ফুটবল উন্মাদনা ও উত্তাল দিনের নানা কথা-৩৮

ইকবাল কবির

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে দুটি ধারায় লাখ লাখ দর্শকের সমাগম ঘটত। এক, বাংলা সিনেমার দর্শক, দ্বিতীয় মোহামেডান-আবাহনীর ফুটবল দর্শক। সিনেমার তারকা, রাজ্জাক-শাবানা, জাফর ইকবাল-ববিতা জুটির যেমন দর্শকপ্রিয়তা ছিল, তাদের ছবি মুক্তি পেলে হাজার দর্শক হলমুখী হতো, তেমনি ফুটবলে সালাউদ্দিন, চুন্নু, পিন্টু, নওশের, সান্টু, সালাম, ওয়াসিম, গাফ্ফার, মহসিন, কায়সার হামিদ, সাব্বিরদের মতো গ্লামার বয় ফুটবল তারকাদের সমন্বয়ে মোহামেডান-আবাহনীকে কেন্দ্র করেই সত্তর হতে নব্বই দশক পর্যন্ত ঢাকার ফুটবল ছিল স্বর্ণযুগ। মোহামেডান-আবাহনীর দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দলের শিরোপা লড়াইকে কেন্দ্র করেই সারা দেশজুড়ে ফুটবল উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছিল। ঢাকার ফুটবলের এই উত্তাল ঢেউ ভারতের ফুটবলের তীর্থস্থান হিসেবে পরিচিত কোলকাতা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কোলকাতা থেকে অনেক দর্শক ঢাকায় মোহামেডান-আবাহনীর খেলা দেখতে ঢাকায় আসতেন। ঢাকার ফুটবল উন্মাদনা ও উত্তাল দিনের কথাগুলো এভাবেই বর্ণনা করছিলেন, পুরান ঢাকার ফুটবলপাগল ক্রীড়া সংগঠক, কোচ মো. ইশতিয়াক নান্নু। সত্তর দশকের মাঝামাঝি বাবা মো. সুলতানের হাত ধরে কিশোর বয়সেই ঢাকা স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে পা রাখেন।

বাংলাদেশের ফুটবল উন্মাদনা ও উত্তাল দিনের স্মৃতি আজও তাঁর কাছে জীবন্ত মনে হয়। সত্তর দশকের কথা, আমি যখন স্কুলে পা রাখি, তখন ফাহিম আলম ও শামীম মামা আমাদের বাড়ির গেটেই ঢাকা মোহামেডানের বড় বড় পতাকা উড়াতেন। ধবধবে সাদার মধ্যে তিনটি খাড়া রেখা টানার ঐতিহ্যবাহী পতাকা। তখন মামাদের কাছ থেকেই মোহামেডানের খেলার বর্ণনা শুনতাম। কিন্তু আমি ছোট হওয়ায় তারা আমাকে মাঠে নিয়ে যেত না। ঢাকা স্টেডিয়ামে খেলা দেখে এসে মোহামেডানের জয়ের গল্প মামাদের মুখ থেকেই শুনতাম। আর এভাবেই মাঠে গিয়ে খেলা না দেখেই সাদা-কালো মোহামেডানের ভক্ত হয়ে যাই। আর বাবা রহমতগঞ্জ ডাইলপট্টিতে একটি দোকানে চাকরি করতেন। তাই বাবা পাড়ার ক্লাব রহমতগঞ্জের খেলার দিন স্টেডিয়ামের মাঠে গিয়ে খেলা দেখতেন এবং রহমতগঞ্জের সাপোর্টার ছিলেন। আমার ফুটবল পাগল সাপোর্ট দেখে সত্তর দশকের মাঝামাঝি হবে আমাকে সঙ্গে নিয়ে বাবা রিকশায় বসিয়ে ঢাকা স্টেডিয়ামে রহমতগঞ্জের সঙ্গে মোহামেডানের খেলা দেখাতে নিয়ে গেলেন। খুবই আনন্দ লাগছিল মাঠে বসে মোহামেডানের খেলা দেখব। কিন্তু দুঃখ নিয়ে ফিরে আসি, রহমতগঞ্জের সুলতানের গোলে মোহামেডান হারতে থাকলে মারামারি কারণে খেলা পরিত্যক্ত হয়। বাবার দলের কাছে হেরে যাওয়ায় বাবার হাত ধরেও হাটছিলাম না। বাবা সামনে আমি পেছনে পেছনে হেটে হেটে আসি। সে দিনের দুঃখের কথা আজও মনে পড়ে। ঢাকা স্টেডিয়াম চেনার পর আর বাবার সঙ্গে খেলা দেখতে যেতাম না। তখন ঢাকা স্টেডিয়ামে উত্তর গ্যালারি এক টাকা আর পশ্চিম গ্যালারি দুই টাকা টিকিট ছিল। যেভাবেই হোক, এক টাকা জোগার করতে পারলেই মোহামেডানের খেলা দেখতে ফুলবাড়িয়ার রেললাইন ধরে হাঁটতে

হাঁটতে গুলিস্তান দিয়ে ঢাকা স্টেডিয়ামে চলে যেতাম। স্কুল ছুটির পর স্কুল ড্রেস পরেই বই সঙ্গে নিয়ে মোহামেডানের প্র্যাকটিস দেখতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠ ও ক্লাবে গিয়ে বসে থাকতাম। ১৯৭৮ সাল। আমি তখন ক্লাস থ্রিতে পড়ি। একটাকাও নাই খেলা দেখব। বিকেল থেকেই মোহামেডান ক্লাবে গিয়ে বসে রইলাম। ঢাকা মোহামেডান তখন মশালের নিচ দিয়ে উত্তর দিক দিয়ে ক্লাব থেকে হেঁটে হেঁটে স্টেডিয়ামে প্রবেশ করত। মোহামেডান ও ওয়ারীর খেলা। আগেই বললাম, আমার কাছে টিকিট কেনার টাকাও ছিল না। ক্লাব থেকে যখন বল বয় ক্লাবের বুট, বল, পানির বালতি নিয়ে বের হচ্ছিল আমি সুযোগ খুঁজছিলাম কীভাবে তাদের সঙ্গে আমিও মাঠে ঢুকব। দেশসেরা স্ট্রাইকার এনায়েত ভাইয়ের হাতে দেখলাম একজোড়া বুট। আমি তার হাত থেকে বুট জোড়া নিয়ে তার সঙ্গেই হাঁটতে হাঁটতে মাঠে ঢুকে পড়লাম। এনায়েত ভাই আহাম্মেদ বাওয়ানীর স্কুল ড্রেস বই সঙ্গে দেখেই হয়তো বুঝতে পেরেছিল আমি ছাত্র, ফ্রি খেলা দেখতে তার বুট হাতে নিয়েছি। তাই তিনি কিছু বলেননি। সেই দিন আমার এত আনন্দ লেগেছিল, যা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। কারণ, দেশসেরা খেলোয়াড় এনায়েত ভাইয়ের বুট জোড়া আমার মতো কিশোর হাতে নিয়ে তার সঙ্গে মাঠে ঢুকে খেলোয়াড়দের সঙ্গে সাইড লাইনে বসে খেলা দেখার ঘটনাটি আমার জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা। ওই খেলায় ঢাকা মোহামেডান ৫-০ গোলে ওয়ারীকে হারিয়ে ছিল। এর পর থেকে আমি একা একাই ঢাকা স্টেডিয়ামে গিয়ে খেলা দেখার নেশায় মেতে উঠি। বিশেষ করে মোহামেডানের সঙ্গে আবাহনীর খেলার ৮-১০ দিন আগে থেকেই মানসিক উত্তেজনা দিন পার করতাম। কী হবে ফলাফল, মোহামেডান জিতবে তো, এমন নানান প্রশ্ন মাথায় ঘুরপাক খেত। রাতে টেনশনে ঘুম হতো না। নান্নু বললেন, মাঠে সবচেয়ে বেশি আনন্দ লাগত, যখন মোহামেডানের খেলোয়াড়রা লাইন ধরে গেট দিয়ে স্টেডিয়ামে প্রবেশ করত আর গ্যালারি থেকে সাপোর্টারদের মুহুমুহু করতালি আর গোটা স্টেডিয়াম মোহামেডান মোহামেডান ধ্বনিতে প্রকম্পিত হয়ে উঠত। মো. ইশতিয়াক নান্নু বললেন, ১৯৮০ সালে মোহামেডান আবাহনীর ম্যাচে আবাহনীর রক্ষণভাগের খেলোয়াড় হাফিজ মোহামেডানের রামা লুসাইকে মারলে খেলোয়াড়দের মধ্যে হাতাহাতি ও সেই দিন মাঠে ঢুকে পরা দুই দলের সাপোর্টারদের মধ্যে তুমুল মারামারি শুরু হলে পুলিশের গ্যাসে চোখের জ্বালাপোড়া নিয়ে স্টেডিয়াম থেকে কোনোক্রমে বের হয়ে জীবন বাঁচিয়ে ছিলাম, যা আজও আমার জীবন দুঃসহ স্মৃতি। ওই দিন ঢাকা স্টেডিয়ামে গেট দিয়ে বের হতে গিয়ে ইয়াসিন নামে আমলিগোলার এক সাপোর্টার এবং দৌড়ে পালাতে গিয়ে হারুন নামে আরেকজন বাস চাপায় নিহত হয়েছিলেন। ঢাকা স্টেডিয়ামের চারপাশ দুই দলের সাপোর্টার ও পুলিশের সঙ্গে ত্রিমুখী লড়ায়ে গোটা এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। ফুটবলের সেই উন্মাদনা এখন আর নাই। এর কারণ হিসেবে তিনি মনে করেন, মূলতঃ পুরান ঢাকার সাপোর্টাররাই ছিল ঢাকা স্টেডিয়ামের ফুটবলপাগল। এরা ব্যবসা, দোকান, বা চাকরিজীবীরা অফিস শেষে বিকেল ও সন্ধ্যার পর খেলা দেখতে স্টেডিয়ামের গ্যালারি মাতিয়ে রাখতেন। কিন্তু যখন থেকেই ফুটবল মিরপুরে যাওয়া শুরু করল, তখন থেকেই দর্শক কমতে শুরু করে। কারণ, পুরান ঢাকা থেকে মিরপুর যাতায়াত কষ্ট ছাড়াও রাস্তায় ছিনতাই ও হামলার শিকার হয়ে নাজেহাল ও জীবন হারানোর আশঙ্কা থাকত। তাই পুরান ঢাকার সাপোর্টাররা আস্তে আস্তে খেলা দেখা বন্ধ করে দেয়। তিনি বলেন, ফুটবলের সেই উত্তাল জোয়ার হারিয়ে যাওয়ার পেছনে মূলতঃ সাংগঠনিক ব্যর্থতা আছে। সালাউদ্দিনকে দিয়ে বুঝা গেছে একজন ভালো তারকা ফুটবলার হলেও তিনি যোগ্য সংগঠক নন। আগে জেলায় জেলায় লিগ হতো।

জাতীয় যুব সোহরাওয়ার্দী কাপ, জাতীয় ফুটবল, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল, স্কুল- কলেজ ফুটবল এবং ঢাকার প্রথম বিভাগ হতে পাইওনিয়ার পর্যন্ত সব লিগগুলো নিয়মিত হতো। বিভিন্ন পাড়া-মহল্লায় বয়সভিত্তিক ৪ ফুট ১০ ইঞ্চি উচ্চতার কিশোর ফুটবল টুর্নামেন্টগুলো নিয়মিত হতো। খেলাধুলায় নেই নিবেদিত সংগঠক। আগে লিগ কমিটি ও ফুটবল ফেডারেশন ঢাকা স্টেডিয়ামে থাকাকালীন সময়ে ঢাকার বিভিন্ন লিগে অংশ নেওয়া ক্লাবগুলোর সংগঠকদের আড্ডায় স্টেডিয়াম এলাকা জমজমাট থাকত। কিন্তু সালাউদ্দিন ফুটবল ফেডারেশনের দায়িত্ব নেওয়ার পর ফেডারেশনের লিগ কমিটির অফিসগুলোয় কেবল শুধু মেম্বার ছাড়া অন্যদের প্রবেশ নিষেধ করে দেয়। এতে নিবেদিত সংগঠকদের মধ্যে হতাশ ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ফুটবল পাগল নান্নু, আশির দশকেই পুরান ঢাকার ফুটবল সংগঠক ও পাইওনিয়ার লিগ কমিটির সাবেক সম্পাদক আজফারু-জ্জামান-সোহরাব ভাইয়ের অনুপ্রেরণায় পাইওনিয়ার লিগে ফুটবল দল গঠন করেন। পুরান ঢাকার ভিন্ন পাড়া-মহল্লার শিশু-কিশোরদের মাদক নেশা থেকে দূরে রাখতে মৌলভীবাজার গোলাম মোস্তফা লেন কিশোর সংঘ গঠন করে সারা দেশের বিভিন্ন টুর্নামেন্টে অংশ নিয়ে চ্যাম্পিয়ান হয়ে এলাকা কে পরিচিত করে তুলেন। ফুটবল পাগল নিবেদিত এই সংগঠক ১৯৯৯ সালে বিয়ে করেছেন, স্ত্রী তারানা বেগম। এক কন্যা শাবা বেগম ও ছেলে মো. আমান পড়া লেখা করছেন। নান্নু এখন আর মাঠে যান না। একটি বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি করেন।

অপেক্ষাটা রাজিনেরও ছিল . . .

রফিকুল ইসলাম কামাল

সন্দেহ নেই অপেক্ষটা অনেক বেশি দীর্ঘ। ২৬ বছর! একেকটা বছর গেছে আর অপেক্ষার নাটাই কেবলই যেন দূরে সরে গেছে। কখনো কখনো শেষ লাইনটা মাড়ানোর ঠিক আগে হড়কে গেছে পা। তবে সেসব এখন অতীত। অপেক্ষা আর প্রতীক্ষার দুয়ার মাড়িয়ে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো জাতীয় ক্রিকেট লিগের চ্যাম্পিয়ন এখন সিলেট! জয়ের বরমাল্য পরে সিলেট যতিচিহ্ন এঁকে দিয়েছে অপেক্ষার পথে। ছেদ পড়েছে রাজিনের অপেক্ষার সময়েও। রাজিন মানে রাজিন সালেহ–জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক; অবসর নেওয়ার পর থেকে যিনি কোচ হিসেবে নিজেকে পরিচয় করিয়েছেন।

বাংলাদেশে জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) শুরুটা ১৯৯৯-২০০০ মৌসুমে। যদিও সেবার লিগের মর্যাদা প্রথম শ্রেণির ছিল না। পরের মৌসুম থেকে অবশ্য প্রথম শ্রেণির মর্যাদা নিয়ে নিয়মিত আয়োজিত হচ্ছে জাতীয় ক্রিকেট লিগ। দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটে লংগার ভার্সনে এটিই সর্বোচ্চ প্রতিযোগিতা। ক'দিন আগে শেষ হয়েছে এই লিগের ২৬তম আসর; যেখানে দাপুটে ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়নের খেতাব ছিনিয়ে নিয়েছে সিলেট বিভাগ। ২৬ বছরের মধ্যে এই প্রথমবার! শিরোপা জিততে সিলেটের যে এত দীর্ঘ প্রতীক্ষায় থাকতে হবে, তা অবশ্য শুরুতে টের পাওয়া যায়নি। কারণ, জাতীয় লিগের সেই শুরুর আসরেই রানার্সআপ হয়েছিল এই বিভাগকে প্রতিনিধিত্ব করা দল। কিন্তু পরের সময়ে প্রত্যাশার সঙ্গে প্রাপ্তির মেলবন্ধন আর ঘটাতে পারেনি তারা। এর মধ্যে তিনবার অবশ্য শিরোপা ছোঁয়ার খুব কাছেই ছিল সিলেট। তবে প্রতিবারই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে রানার্স-আপ হয়ে। শেষমেশ অমিত হাসান ও পিনাক ঘোষদের ব্যাটে ভর করে এবং সৈয়দ খালেদ আহমেদ, তোফায়েল আহমেদ ও রেজাউর রহমান রাজাদের বোলিংয়ে চড়ে জাতীয় লিগের চ্যাম্পিয়নশিপ নিশ্চিত করেছে সিলেট। লিগে ৭৮৫ রান করে শীর্ষে অমিত হাসান। ৪৫৬ রান তুলে শীর্ষ দশে স্থান করে নিয়েছেন সিলেট বিভাগের আরেক ব্যাটার পিনাক ঘোষ। সৈয়দ খালেদ ২৪ উইকেট নিয়ে বোলিংয়ে শীর্ষ দশের চারে; তোফায়েল ২০ উইকেট নিয়ে নয়ে এবং রাজা সমানসংখ্যক উইকেট নিয়ে দশে। এ ছাড়া ব্যাটিংয়ে আসাদুল্লাহ আল গালিব, তৌফিক খান তুষার, বোলিংয়ে নাসুম আহমেদ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে কার্যকর ভূমিকা রেখেছেন। তাদের সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সিলেট এবার চ্যাম্পিয়ন। অপেক্ষার অবসান।

অপেক্ষা শেষ হলো রাজিন সালেহরও। ২০০০-০১ মৌসুমে জাতীয় ক্রিকেট লিগে অভিষেক ঘটেছিল সিলেটের ছেলে রাজিন সালেহর। টানা খেলে গেছেন ২০১৮-১৯ মৌসুম অবধি। ১৪৮ ম্যাচে প্রায় সাড়ে ৮ হাজার রান করেছেন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে। কিন্তু দেড় যুগের এই খেলোয়াড়ি জীবনে জাতীয় লিগের শিরোপা রাজিনের জন্য ছিল অধরা। আক্ষেপ, অতৃপ্তি নিয়েই ২০১৮ সালের নভেম্বরে অবসরের ঘোষণা দেন বাংলাদেশের হয়ে ২৪টি টেস্ট ও ৪৩টি ওয়ানডে খেলা রাজিন সালেহ। খেলোয়াড়ি জীবন শেষে কোচিং পেশায় ঝুঁকেন এই ডানহানি ব্যাটার। আর কোচিংয়ে জড়ানোর ছয় বছরের মাথায় এসে শিরোপাস্বপ্নকে পূর্ণতা পেতে দেখলেন রাজিন।

যেবার অবসরে যান, সেবারই সিলেটের কোচ হন রাজিন সালেহ। তখন জাতীয় লিগে দ্বিস্তর পদ্ধতি বিদ্যমান ছিল। সেবার দ্বিতীয় স্তরে থাকা সিলেট রাজিনের কোচিংয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়ে প্রথম স্তরে উন্নীত হয়। এরপর মাঠে গড়ানো আরও তিনটি আসরে স্পষ্ট উন্নতির গ্রাপরেখা আঁকতে থাকে সিলেট। রাজিনের কোচিংয়ে এ তিন আসরের দুটিতেই শিরোপার কাছে গিয়েও রানার্স-আপ হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয় তাদের। এবার জাতীয় লিগ ফের এক স্তর পদ্ধতিতে ফিরে আসে। আর এবারই শিরোপার সঙ্গে নিজেদের দূরত্বকে মাড়িয়ে যায় সিলেট। এ বিভাগের প্রথম ট্রফির সঙ্গে যোগ হয় রাজিনেরও প্রথম।

স্বভাবতই রাজিন সালেহর উচ্ছ্বাসটা অনেক বেশি, 'খেলোয়াড়ি জীবন শেষে কোচিংয়ে এসে ৬ বছরে বেশকিছু সাফল্য পেয়েছি। কিন্তু জাতীয় লিগে এই প্রথম সিলেট চ্যাম্পিয়ন হলো। এটার আনন্দ আসলে অন্য যেকোনো কিছুর চেয়েও বেশি। কোচিং ক্যারিয়ারে আমার অনেকগুলো অর্জনের মধ্যে এটাই সেরা।'

জাতীয় লিগের ব্যস্ততার কারণে সিলেট এবার জাকির হাসান ও জাকের আলী অনিকদের দলে পায়নি। ফলে ব্যাটিং নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিলই। বোলিংয়ে নাসুম আহমেদও জাতীয় দলের ব্যস্ততায় দুই রাউন্ড খেলতে পারেননি। ইবাদত হোসেনও সদ্যই চোট থেকে ফিরেছেন। সবমিলিয়ে যাত্রাপথ মোটেও মসৃণ ছিল না রাজিন সালেহর জন্য। সে কারণেই রাজিনের উচ্ছ্বাস পেয়েছে বাড়তি মাত্রা, 'গেল বছরের বিসিএলে (বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগ) ইস্ট জোন প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হয় আমার কোচিংয়ে। তবে তখন সবাই-ই ধরে নিয়েছিল যে ইস্ট জোনই চ্যাম্পিয়ন হবে। কারণ, দলটা শক্তিশালী ছিল। আমার মধ্যেও ততটা আবেগ কাজ করেনি। কিন্তু এবারের জাতীয় লিগের বিষয়টা ভিন্ন। আমাদের ব্যাটিংটা একটু দুর্বল ছিল। তাই স্বাভাবিকভাবেই ভালো লাগছে বেশি।' অমিত-খালেদের এক সুতোয় গেঁথে অবিস্মরণীয় সাফল্যের নেপথ্যের কারিগর রাজিন সালেহ বলছিলেন, 'শিরোপার স্বাদ সব সময়েই অন্য রকম, সেটা যেখানেই হোক। এটা একটা বড় সফল্য। ক্রিকেটার হিসেবে পারিনি, তবে কোচ হিসেবে পারলাম–এটা আরও ভালো তৃপ্তি দিচ্ছে আমাকে।' সব সময়ের বিনয়ী রাজিন সালেহ অবশ্য কৃতিত্বের ভাগ পুরোটাই দিচ্ছেন খেলোয়াড়দের, 'সব কৃতিত্ব আমি ক্রিকেটারদের দিতে চাই, তারাই মাঠে খেলেছে।'

কোচিং পেশায় আসার পর ২০২২ সালে জাতীয় দলের ফিল্ডিং কোচ হিসেবে কাজ করেন রাজিন সালেহ। সামনে যদি বিসিবি থেকে জাতীয় দলে কাজের ডাক আসে, সানন্দে তা গ্রহণ করবেন তিনি। রাজিন বলছিলেন, 'বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের হয়ে, জাতীয় দলে কাজ করা গর্বের বিষয়। বোর্ডে ফারুক ভাই আছেন। ভালো ভালো সব পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে সালাউদ্দিন ভাই যুক্ত হয়েছেন (মোহাম্মদ সালাউদ্দিন, জাতীয় দলের সিনিয়র সহকারী কোচ)। আমাকে যদি কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়, অবশ্যই করব।'

শব্দজট-৬১৬

ন	রে	ন্দ্র	মো	দি	স্টে	ডি	য়া	ম
জি								ঈ
ব		উ	ই	লি	য়া	ম	স	ন
উ								
ল্লা		টে	স্বা	বা	ডু	মা		প্যা
হ				ব				ট
	বা	ট	পা	র		শা	না	কা
						দা		মি
রো	হি	ত		সা	কি	ব		ন্স

শব্দজট-৬১৬ বিজয়ী

শাবনাজ আক্তার পুতুল
১৬ শেরেবাংলা (সুরক্ষা ক্লিনিকের বিপরীতে)
খুলনা

শব্দজট-৬১৬ বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি আগামী ২৫ ডিসেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। -সম্পাদক

শব্দজট-৬১৬ এর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। আক্কাছ হোসেন, চরমোল্লাজী, চতলাবাজার, লালমোহন, ভোলা; ২। মো. আব্বাছ উদ্দিন, সহকারী শিক্ষক (শারীরিক শিক্ষা) করিমগঞ্জ মা.বি. লালমোহন, ভোলা; ৩। রোকসানা আক্তার, ৯/আই সরকারি স্টাফ কোয়ার্টার, ধানমন্ডি-১৫, ঝিগাতলা, ঢাকা; ৪। মো. জামাল উদ্দিন, গ্রাম- আসমানিয়া, পোস্ট- নারান্দিয়া, থানা- তিতাস, জেলা- কুমিল্লা; ৫। আয়েশা আক্তার, গ্রাম- মমিনপুর, থানা- চাটখিল, জেলা- নোয়াখালী; ৬। মো. হেলাল উদ্দিন, গ্রাম- চরফৈজুদ্দিন, পোস্ট-হাজিরহাট, থানা- মনপুরা, জেলা- ভোলা; ৭। মেহেদী হাসান, এমএম আলী রোড, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম; ৮। সানজিদা আক্তার সাজিদা, প্রযত্নে- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৯। মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ১০। বিনিয়া বিথি বন্নি, পিতা- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ১১। নুর-জাহান বেগম, ৪৫/১, হাজী ইসমাইল লিংক রোড, সোনাডাঙ্গা, খুলনা; ১২। এমএইচ স্বাধীন, ২ আখতার চেম্বার, ৮১ স্যার ইকবাল রোড, খুলনা; ১৩। সোহাগ মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়াা, ঢাকা; ১৪। রওশন আরা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়াা, ঢাকা; ১৫। সোহেল মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়াা, ঢাকা; ১৬। শাবনাজ আক্তার পুতুল, ১৬ শেরেবাংলা (সুরক্ষা ক্লিনিকের বিপরীতে) খুলনা; ১৭। অমিত দস্তিদার মন, দাশগুপ্ত ভবন, ৯নং রামকৃষ্ণ মিশন লেন, আসকার দিঘীর

শব্দজট ৬১৫ বিজয়ী
মো. আবদুল মান্নান

শব্দজট-৬১৮

১								২
		৩		৪		৫		
								৬
							৭	
						৮		
				৯				
১০						১১		

নাম..

ঠিকানা..

....

....

মোবাইল ....

শব্দজট ৬১৮-এর সূত্র

সূত্রঃ পাশাপাশি:

১। সদ্য নিয়োগ পাওয়া বাংলাদেশ ক্রিকেট জাতীয় দলের বাংলাদেশি সিনিয়র সহকারী কোচ।৩। বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের অলরাউন্ডার "সাইলেন্ট কিলার নামে খ্যাত"। ৭। বাংলাদেশি তীরন্দাজ এর নামের শেষ অংশ। ১০। আফগান ক্রিকেট দলের স্পিনার ও অধিনায়ক । ১১। বাংলাদেশি ওপেনার।

সূত্রঃ উপর-নিচ

১। বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের আয়োজনে সামার ওপেন র‍্যাঙ্কিং ব্যাডমিন্টনে ট্রেবল জয় করা বাংলাদেশি নারী অ্যাথলেট। ২। আফগান অলরাউন্ডার । ৩। বাংলাদেশ প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক ইনিংসে ৬ উইকেট শিকার করা তরুন পেসার। ৪। বাংলাদেশি টেস্ট ক্রিকেটার। ৫। লঙ্কান ক্রিকেটার এর নামের শেষ অংশ। ৬। বাংলাদেশি নারী ফুটবল জাতীয় দলের অধিনায়ক। ৮। বাংলাদেশি নারী ফুটবলার। ৯। ক্রিকেট খেলায় ব্যাটসম্যানেরা সাধারনত যা সংগ্রহ করে।

মোঃ ইমরান হোসেন
গ্রামঃ আসমানিয়া, পোঃ নারান্দিয়া, থানাঃ তিতাস, জেলাঃ কুমিল্লা ।

পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম-৪০০০; ১৮। মুক্তা রাণী, দাশ গুপ্ত ভবন, ৯নং রামকৃষ্ণ মিশন লেন, আসকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ১৯। সোমা দস্তিদার, বাংলাদেশ টি-স্টোরস্ ৩১ নং মো. আলী শাহ্ লেন, ইমামগঞ্জ, চকবাজার, চট্টগ্রাম; ২০। রুবি দস্তিদার, দোয়েল আহম্মেদ টাওয়ার, ৪৯/৫০ জামাল খান বাই লেন আসকার দিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম পাড় কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২১। প্রত্যয়ী রায়, দোয়েল আহম্মেদ টাওয়ার, ৪৯/৫০ জামাল খান লেন আসকার দিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম পাড় কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২২। মোহাম্মদ রাসেদুল আলম, কামাল উল্লাহ বাড়ি, আলম মঞ্জিল, আমতলী, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম; ২৩। মো. মামুনুর রশিদ, মেসার্স ইসমাইল স্টোর, ৪ নং বসুপাড়া মেইন রোড, খুলনা; ২৪। মো. জাকির উল্লাহ পাতা, সাধারণ সম্পাদক, ক্রীড়াজগত পাঠক ফোরাম, ঢাকা; ২৫। রূপম দস্তিদার, এস স্টোর ২৭৭/এ, আসকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২৬। ইসমাঈল হুসাইন শিহাব, শিক্ষার্থী, বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ইন ইলেকট্রিক অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, দুর্গাপুর, বরিশাল।

ঢাকার ফুটবলের গোড়ার কথা

মো. নূর হোসেন মাসুম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৯৬৭

ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগ ১৯৬৭

দৈনিক আজাদ ১৩ মে ১৯৬৭

ঢাকা মোহামেডান-৩ রেলওয়ে পাইওনিয়ার-০

(কামাল, বশির, গফুর)

উদ্বোধনী খেলায় মোহামেডান দলের ৩-০ গোলে জয়লাভ।

ঢাকা স্টেডিয়ামে গতকাল শুক্রবার স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের উদ্বোধনী দিবসের খেলায় শক্তিশালী মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ৩-০ গোলে নবাগত রেলওয়ে পাইওনিয়ার দলকে পরাজিত করিয়াছে। গত বৎসরের লীগ বিজয়ী মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের পূর্ববর্তী সকল খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করা সত্ত্বেও প্রথম দিনে ব্যক্তিগতভাবে কোনো খেলোয়াড়ই উল্লেখযোগ্য ক্রীড়া প্রদর্শন করিতে সক্ষম হন নাই। রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের মধ্যে তরুণ রফিক দৃঢ়তার পরিচয় দেন। জহীর, তোরাব আলী, রসুল বক্স ও গফুর বিপক্ষ দলের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের কেবলমাত্র বাধাদানেই সক্ষম হন। আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের সমঝোতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। পক্ষান্তরে রেলওয়ে পাইওনিয়ার দলের তরুণ খেলোয়াড়েরা যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া খেলিলেও গোলদাতার অভাবের দরুন গোল পরিশোধের সুযোগ সৃষ্টি হইলেও গোল করা সম্ভবপর হয় নাই। গোলরক্ষকের অসতর্কতার দরুন রেলওয়ে দলকে শেষ পর্যন্ত তিন গোলে পরাজয় বরণ করিতে হয়। প্রথমার্ধে বিজয়ী দল এক গোলে অগ্রগামী থাকে।

খেলার বিবরণ

চমৎকার ফুটবল উপযোগী মাঠে উল্লেখযোগ্য লোক সমাগমের মধ্যে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সহিত রেলওয়ে পাইওনিয়ার দলের তরুণ খেলোয়াড়েরা পাল্লা দিতে থাকেন। খেলার ৬ মিনিটের সময় মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের রাইট আউট কামাল প্রথম গোলের সুযোগ হারান। দুই মিনিট পর রেলওয়ে পাইওনিয়ার দলের লেফট আউট নওয়াবের একটি পাস সেন্টার ফরোয়ার্ড জেমস আয়ত্তে আনিয়াও গোল মারিতে ব্যর্থ হন। খেলার ১০ মিনিটের সময় মোহামেডান দলের লেফট আউট মুসা একটি বল সুন্দরভাবে লব করিয়া বিপক্ষ দলের গোলমুখে নিক্ষেপ করিলে সেন্টার ফরোয়ার্ড হাফিজ ও রাইট আউট কামাল বলটি হইতে গোল করিতে ব্যর্থ হন। প্রথমার্ধের ১৫ মিনিটের সময় মোহামেডান স্পোর্টিং দলের লেফট ইন বশির একটি বল সেন্টার ফরোয়ার্ড হাফিজ আউটকে পাস দেন। রাইট আউট কামাল উহা হইতে মৌসুমের প্রথম গোল করেন। বিরতির পূর্বে রেলওয়ে পাইওনিয়ার দলের স্টপার কানাই একটি নিশ্চিত গোল রক্ষা করিয়া দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেন।

বিরতির পর

বিরতির পর রেল দলের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়েরা বেশ কয়েক বার বিপক্ষ দলের গোল সিমানা পর্যন্ত বল লইয়া অগ্রসর হইতে সক্ষম হইলেও গোলদাতার অভাবে গোল করা সম্ভবপর হয় নাই। দ্বিতীয়ার্ধের ১০ মিনিটের সময় মোহামেডান দলের লেফট হাফ গফুরের পাস হইতে লেফট ইন বশির স্বীয় দলের পক্ষে দ্বিতীয় গোলটি করেন (২-০)। খেলা শেষ হইবার ৬ মিনিট পূর্বে বিজয়ী দলের লেফট হাফ গফুর দিনের শেষ গোলটি করেন (৩-০)।

ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব : নুরুন্নবী, জহীর, তোরাব আলী, রফিক, রসুল বক্স, গফুর, কামাল, আব্দুল্লাহ, হাফিজ, বশির, মুসা।

রেলওয়ে পাইওনিয়ার : মহিউদ্দিন, অমল, কানাই, গিয়াস, এস খান, ফজল, নুরুল্লাহ, আলিম, জেমস, মনোজ, নওয়াব।

রেফারী : ইসা খান

ওয়ারী ও পুলিশের খেলা ১-১ গোলের অমীমাংসিত

পুলিশ এসি-১ ওয়ারী ক্লাব-১

(গফুর) (নিশিথ)

আউটার স্টেডিয়ামে গতকাল স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের অপর খেলায় পুলিশ এসি ও ওয়ারী ক্লাব দল ১-১ গোলে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করিয়া পয়েন্ট বণ্টন করিয়া লইয়াছে। খেলার ১৪ মিনিটের সময় পুলিশ এসি দলের লেফট ইন গফুর দিনের প্রথম গোলটি করেন (১-০)। ২৫ মিনিটের সময় ওয়ারী ক্লাবের সেন্টার ফরোয়ার্ড নিশীথ গোলটি পরিশোধ করিয়া খেলার সমতা আনেন (১-১)।

পুলিশ এসি : এস, মালাকার, মাইনুদ্দিন, কায়েস, আখতার, নুরু, হাফিজ, আফতাব, ফজলু, সাত্তার, গফুর, হরি নারায়ন।

(ওয়ারী দল খেলোয়াড়দের তালিকা না দেওয়ায় উক্ত দলের খেলোয়াড়দের নাম দেওয়া সম্ভবপর হইল না)

রেফারী : মোহাম্মদ আলী।

দৈনিক সংবাদ ১৪ মে ১৯৬৭

ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-২ ফায়ার সার্ভিস-২

(আলী ইমাম, সাবের) (সরফুদ্দিন, আইনুল)

ভিক্টোরিয়া ও ফায়ার সার্ভিস দলের খেলা অমীমাংসিত

ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব ও ফায়ার সার্ভি দলের মধ্যে গতকল্য শনিবার স্থানীয় স্টেডিয়ামের প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের খেলা ২-২ গোলে অমীমাংসিতভাবে সমাপ্ত হইয়াছে। বিরতির সময় খেলা ১-১ গোলে অমীমাংসিত ছিল। ফায়ার সার্ভিস দলের পক্ষে এই দিন রাইট ইন সরফুদ্দিন একটি ও স্টপার আইনুল হক একটি গোল করেন। ভিক্টোরিয়া দলের পক্ষে সেন্টার ফরোয়ার্ড আলী ইমাম একটি ও রাইট আউট সাবের একটি গোল করেন। ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবের পক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকজন খেলোয়াড় খেলিলেও এ দল আশানুরূপ ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়। পুরোভাগে খেলোয়াড়দের মধ্যে সমঝোতার অভাব ও এলোপাথারি বল আদান প্রদান বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। অপর দিকে উদীয়মান খেলোয়াড় সমন্বয়ে গঠিত ফায়ার সার্ভিস দল এই দিন উন্নত ও সমঝোতাপূর্ণ ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন করে। প্রথমার্ধে এই দল কয়েকটি চমৎকার আক্রমণ ধারা রচনা করে। কিন্তু সুযোগ্য স্কোয়ারের অভাবে তাহারা খেলায় জয়লাভ করতে পারে নাই। ভিক্টোরিয়া দলের পুরো ভাগে সেন্টার ফরোয়ার্ড আলী ইমাম ও রাইট ইন ইউসুফ পরিশ্রম করিলেও পুরোভাগে সমঝোতা না থাকায় তাহাদের আক্রমণ ধারা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ফায়ার সার্ভিস দলের পক্ষে রক্ষণভাগে রাইট ব্যাক মজিবুলু লেফট ব্যাক আবুল, লেফট হাফ জলিল ভালো খেলেন। পুরোভাগে রাইট আউট কামাল রাইট ইন সরফুদ্দিন ও লেফট আউট ওহাব সমঝোতার মাধ্যমে কয়েকটি আক্রমণ ধারা রচনা করিয়া ভিক্টোরিয়া দলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখে। এ দলের পুরো ভাগে খেলোয়াড়দের চমৎকার ক্রীড়া নৈপুণ্যের জন্য ভিক্টোরিয়া দলের একটি মূল্যবান পয়েন্ট নষ্ট হয়।

খেলার বিবরণ

খেলার ১০ মিনিটের সময় ভিক্টোরিয়া দলের গোলের সম্মুখে ফায়ার সার্ভিস দলের লেফট ইন আশরাফ দলের লেফট ইন সরফুদ্দিনকে একটি বল চমৎকারভাবে ঠেলিয়া দেন। সরফুদ্দিন উহা হইতে কোণাকুণিভাবে দিনের প্রথম গোল করেন (১-০)। ইহার দুই মিনিট পরে সরফুদ্দিন গোলদানে উপর্যুপরি দুটি সুযোগ পান। কিন্তু কোনো গোল করিতে পারেন নাই। ইহার পর কিয়ৎক্ষণ ফায়ার সার্ভিস দল খেলায়, এক তরফা প্রাধান্য বিস্তার করে। বাইশ মিনিটের সময় ভিক্টোরিয়া দল একটি কর্নার লাভ করে। টিপু উহা লব করিলে সেন্টার ফরোয়ার্ড আলী ইমাম ইহা হইতে হেড করিয়া সহজে ফায়ার দলের গোল রক্ষক মোতালেবকে পরাভূত করেন (১-১)। বিরতি পর্যন্ত খেলা ১-১ গোলে অমীমাংসিত ছিলো। বিরতির পর এগার মিনিটের সময় ফায়ার সার্ভিস দলের গোলের সমুক্ষে একটি জটলা হয়। ভিক্টোরিয়া দলের রাইট আউট সাবের উহা হইতে গোল করিয়া দলকে (২-১) গোলে অগ্রগামী করেন। ২৪ মিনিটের সময় ফায়ার সার্ভিস দলের আইনুল ভিক্টোরিয়া দলের গোলের সম্মুখে একটি জটলা হইতে দর্শনীয়ভাবে গোল করিয়া খেলার সমতা আনয়ন করেন। ইহার পর ফায়ার সার্ভিস দল কয়েকটি উপর্যুপরি সুযোগ লাভ করিয়াও কোনো গোল করিতে ব্যর্থ হন।

ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব : দুলু, আবদুল্লাহ, সালেহ, সাদেক, আলী

মোহাম্মদ, চুন্নু, সাবের, ইউসুফ, আলী ইমাম, জানি, টিপু।
ফায়ার সার্ভিস : মোতালেব, মজিবুল, আইনুল হক, আবুল, সামাদ, জলিল, কালাম, সরফুদ্দিন, শাহাবুদ্দিন, আশরাফ, ওয়াহাব।
রেফারী : জনাব মীর কবির উদ্দিন।

অপর খেলায় রহমতগঞ্জের ২-০ গোলে জয়লাভ।
রহমতগঞ্জ এম এফ এস-২ সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-০
(শাহ্জাহান-২)

আউটার স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের অপর খেলায় গতকল্য শনিবার রহমতগঞ্জ দল ২-০ গোলে সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী দলকে পরাজিত করিয়া পূর্ণ পয়েন্ট অর্জন করে। রহমতগঞ্জ দলের রাইট ইন শাহজাহান এই দুটি গোল করেন। প্রথমার্ধে রহমতগঞ্জ ১-০ গোলে অগ্রগামী ছিল। খেলার ২৯ মিনিটের সময় ও দ্বিতীয়ার্ধের ২৭ মিনিটের সময় শাহজাহান এই দুটি গোল করেন।

দৈনিক আজাদ ১৫ মে ১৯৬৭
ইপি আইডিসি- ৩ পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব-২
(হাশেম-২, আত্মঘাতী-১) (বাবুল-২)
ইপিআইডিসির নিকট পাক পিডব্লিউডি পরাজিত

ঢাকা স্টেডিয়ামে ইপিআইডিসি ও পাক ডিডব্লিউডি দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের খেলায় গতকাল রবিবার ইপি আইডিসি দল ৩-২ গোলে পাক পিডব্লিউডি দলকে পরাজিত করিয়াছে। চলতি মৌসুম লীগ প্রতিযোগিতায় অন্যতম শক্তিশালী ইপিআইডিসি দলের গতকালের খেলায় আক্রমণভাগের খেলোয়াড়গণ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু রক্ষণভাগের খেলোয়াড়েরা অনুরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শনে ব্যর্থ হইয়াছেন। বিশেষ করিয়া আমিন, গফুর, সাইফুদ্দিনের খেলার মান পূর্ববর্তী বৎসর অপেক্ষা নিম্নমুখী হইয়া পড়িয়াছে। পুরোভাগে আলী হাফিজ, হাশেম ও জব্বার ভবিষ্যতে আরও সমঝোতা পূর্ণ খেলা প্রদর্শন করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়। পক্ষান্তরে পাক পিডব্লিউডি দলের আক্রমণভাগে অধিকাংশ খেলোয়াড়ই উক্ত দলে নবাগত। খেলোয়াড়দের মধ্যে সমঝোতা পূর্ণভাবে বল আদান প্রদান না হওয়ায় এবং আউটদ্বয়কে ঠিকমতো বল জোগান না দেওয়ায় বিপক্ষ গোলে চাপ সৃষ্টি করা সম্ভবপর হয় নাই। পাক পিডব্লিউডি দলের গোলরক্ষক মতিন কয়েকটি নিশ্চিত গোল রক্ষা করেন। রাইট ব্যাক হামিদ, স্টপার, কানু, রাইট হাফ বিমল দৃঢ়তার পরিচয় দেন।

খেলার বিবরণ

ছুটির দিনে বিপুলসংখ্যক ফুটবল রসিকদের উপস্থিতিতে ইপিআইডিসি দল হাওয়ার অনুকূলে থাকিয়া বিপক্ষ দলের আক্রমণ চালাইতে থাকে। খেলার দুই মিনিটের সময় ইপিআডিসি দলের লেফট আউট গাজী একটি চমৎকার লব করিলে রাইট আউট সলিমুল্লাহ বলটিকে হেড করিয়া গোলের বাহিরে পাঠাইয়া দেন। খেলার ১৯ মিনিটের সময় ইপিআইডিসি দলের লেফট ইন জব্বার ব্যাক সীমানার ১০ গজ দূর হইতে একটি তীব্র শট করিলে বলটি পাক পিডব্লিউডি দলের স্টপার কানুর পায়ে লাগিয়া নিজ দলের গোলে প্রবেশ করে (১-০)। অল্পক্ষণের মধ্যে ইপিআইডিসি দলের লেফট হাফের একটি লম্বা লব লেফট ইন জব্বার হেড করিয়া সেন্টার ফরোয়ার্ডের দিকে ঠেলিয়া দিলে হাশেম উহাতে হেড করিয়া দিনের দ্বিতীয় গোলটি করেন (২-০)। খেলার ২৬ মিনিটের সময় বিজয়ী দলের লেফট আউট গাজীর ব্যাক পাস হইতে একটি সুন্দর বল পাইয়া সেন্টার ফরোয়ার্ড হাশেম স্বীয় দলের পক্ষে তৃতীয় গোলটি করেন (৩-০)। বিরতির দুই মিনিট পূর্বে পাক পিডব্লিউডি দলের রাইট ইন বাবুল স্বীয় প্রচেষ্টায় একটি বলকে আয়ত্তে আনিয়া বিপক্ষ দলের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের ডজ দিয়া চমৎকারভাবে বাম পা দিয়া ইপিআইডিসি দলের গোলরক্ষককে পরাভূত করিয়া একটি গোল পরিশোধ করেন (৩-১)। পথমার্ধেই ইপিআইডিসি দল ৩-১ গোলে অগ্রগামী থাকে।

বিরতির পর

বিরতির পর পাক পিডব্লিউডি দল অবশিষ্ট গোল দুটি পরিশোধের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে থাকেন। দ্বিতীয়ার্ধের ১৭ মিনিটের সময় বিজিত দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড ধীরেন একটি তীব্র শট বিপক্ষ দলের গোলরক্ষক হাকিমের হাতে লাগিয়া ফেরত আসে। খেলার শেষ মুহূর্তে ইপি আইডিসি দলের স্টপার গফুরের মধ্যে মাঠে একটি ফাউল হয়। পাক পিডব্লিউডি দলের স্টপার কানু শটটি ধীরে গোল মুখে আগাইয়া দিলে রাইট ইন বাবুল হেড করিয়া আরও একটি গোল পরিশোধ করেন (৩-২)।
ইপি আইডিসি : হাকিম, আমিন, গফুর, সাইফুদ্দিন, মুসা, মোরশেদ, সলিমুল্লাহ, আলী হাফিজ, হাশেম, জব্বার, গাজী।
পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব : মতিন, হামিদ, কানু, বাতেন, বিমল, আকরাম, রোকন, বাবুল, ধীরেন, ওয়াহিদুজ্জামান, হাশেম উদ্দিন।
রেফারী : ঈসা খান।

রেলওয়ে পাইওনিয়ার দলের পূর্ণ পয়েন্ট লাভ।
রেলওয়ে পাইওনিয়ার ক্লাব-২ আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব- ০
(আলিম, নুরুল্লাহ)

আউটার স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত গতকাল রবিবার প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের অপর খেলায় নবাগত রেলওয়ে পাইওনিয়ার দল ২-০ গোলে আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবকে পরাজিত করিয়া পূর্ণ পয়েন্ট লাভ করিয়াছে। প্রথমার্ধ গোলশূন্যভাবে শেষ হইবার পর দ্বিতীয়ার্ধের দশ মিনিটের সময় রেলওয়ে পাইওনিয়ার দলের রাইট আউটের নিকট হইতে একটি বল পাইয়া লেফট ইন আলিম প্রথম গোলটি করেন (১-০)।
১২ মিনিট পর বিজয়ী দলের রাইট ইন নুরুল্লাহ স্বীয় দলের পক্ষে দ্বিতীয় গোলটি করেন (২-০)। আজাদ স্পোর্টিং দলের খেলোয়াড়েরা খেলায় গোল করিবার বহু সুযোগ হারান।
রেলওয়ে পাইওনিয়ার : মহিউদ্দিন, এস খান, ফজল, অমল, গিয়াস, কানাই, মনোজ, নুরুল্লাহ, জেমস, আলিম, নওয়াব।
আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব : এহতেশাম, সিরাজ, মোবাশ্বের, আহমেদ, নজরুল, গিয়াস, দেবু, নরেন, আবুল, মিন্টু, বটু।
রেফারী : নজর মোহাম্মদ। (চলবে)

বাংলাদেশ টার্গেটবল এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে নেপালের কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত প্রথম দক্ষিণ এশীয় টার্গেট বল (নারী-পুরুষ) দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় তাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিওএ'র মহাপরিচালক ব্রি. জে. এম সামস এ খান (অব) সহ অতিথিরা

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ট্রফি নিয়ে উল্লসিত প্রগতি সেবা সংঘের খেলোয়াড়রা

প্রগতি সেবা সংঘ চ্যাম্পিয়ন

ওমর ফারুক রুবেল

মেঘনা ব্যাংকের পৃষ্ঠপোষকতায় ও ক্রিকেট কমিটি অব ঢাকা মেট্রোপলিসের (সিসিডিএম) ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত ঢাকা তৃতীয় বিভাগ ক্রিকেট লিগের ২০২৪-২৫ মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে প্রগতি সেবা সংঘ। শিরোপা জেতার ফলে আগামীবার দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে ক্লাবটি। রানার্সআপ হয়েছে রাইজিং স্টার ক্রিকেট ক্লাব। এবারের আসরে দুই গ্রুপে বিভক্ত হয়ে অংশগ্রহণ করে মোট ২০টি দল। ‘এ’ গ্রুপে ছিল- প্রগতি সেবা সং, রাইজিং স্টার ক্রিকেট ক্লাব, প্যাসিফিক ক্রিকেট ক্লাব, ট্যালেন্ট হান্ট ক্রিকেট একাডেমি, আলফা স্পোর্টিং ক্লাব, কাঁঠালবাগান গ্রিন ক্রিসেন্ট ক্লাব, শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র, নাখালপাড়া ক্রিকেটার্স, ধানমন্ডি ক্রিকেট ক্লাব ও যাত্রাবাড়ি ক্রীড়া চক্র। ‘বি’ গ্রুপের দলগুলো হলো- তেজগাঁও ক্রিকেট একাডেমি, স্যাফায়ার স্পোর্টিং ক্লাব, প্যারাডাইস স্পোর্টিং ক্লাব, ভাইকিংস ক্রিকেট একাডেমি, রেঞ্জার্স ক্রিকেট একাডেমি, পূর্বাচল স্পোর্টিং ক্লাব, মহাখালী ক্রিকেট একাডেমি, উত্তরখান ক্রীড়া চক্র, ওল্ড ঢাকা ক্রিকেটার্স ও রেগুলার স্পোর্টিং ক্লাব। আসরে সর্বাধিক রান সংগ্রাহক হয়েছেন প্যারাডাইস স্পোর্টিং ক্লাবের ডানহাতি ব্যাটসম্যান আল জোবায়ের (১৬ ইনিংসে ৪৩.০০ গড়ে ৬০২ রান, সেঞ্চুরি ২টি, সর্বোচ্চ ১৪০)। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৫৪৫ রান (ইনিংস ১৬, গড় ৩৮.৯৩) করেছেন চ্যাম্পিয়ন প্রগতি সেবা সংঘের মোহাম্মদ রিফাত চৌধুরী। সবচেয়ে বেশি উইকেট শিকারি বোলারের স্বীকৃতি পেয়েছেন একই দলের বাঁহাতি স্পিনার মোহাম্মদ ফয়সাল কবির (১৬ ইনিংসে ১৩.০০ গড়ে ৪০ উইকেট)। ব্যাটে-বলে দুর্দান্ত নৈপুণ্য দেখিয়ে (১২ ইনিংসে ২৮.১৭ গড়ে ২২৮ রান এবং ১৬ ইনিংসে ১১.৪৭ গড়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৮ উইকেট) প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্টের পুরস্কার জিতেছেন স্যাপফায়ার স্পোর্টিং ক্লাবের স্পিন অলরাউন্ডার আবিদ ঢালি।

উল্লেখ্য, এবারের জাতীয় ক্রিকেট লিগে (এনসিএল) স্পন্সর করেছে মধুমতি ব্যাংক। আর ঢাকার ক্রিকেট লিগের (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগ) জন্য স্পন্সরশিপ নিয়েছে মেঘনা ব্যাংক।

নিষিদ্ধ হয়েছেন ৯ জন

এবারের ঢাকা তৃতীয় বিভাগ ক্রিকেট লিগে আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে ৮ ক্রিকেটার ও ১ জন টিম অফিশিয়ালকে এক বছরের জন্য নিষিদ্ধ ও জরিমানা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিসিবি জানায়, কোড অব কন্ডাক্ট ভাঙার দায়ে ৮ ক্রিকেটার ও ১ জন ক্লাব কর্মকর্তাকে সব ধরনের প্রতিযোগিতায় এক বছরের নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে গত ১৮ নভেম্বর। পিকেএসএফএর ১ নম্বর মাঠে সুপার লিগের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল তেজগাঁও ক্রিকেট একাডেমি ও স্যাফায়ার স্পোর্টিং ক্লাব। ওই ম্যাচে মাঠেই বিবাদে জড়িয়ে পড়েন দুই দলের খেলোয়াড়রা। পরে ঘটনার তদন্তে নামে ক্রিকেট কমিটি অব ঢাকা মেট্রোপলিসের (সিসিডিএম) টেকনিক্যাল কমিটি। প্রত্যক্ষ প্রমাণ পর্যালোচনার পরেই শাস্তি ঘোষণা করেছে সিসিডিএম। শাস্তি পাওয়া ক্রিকেটাররা হলেন- তেজগাঁও ক্রিকেট একাডেমির ইয়াসিন আরাফাত, রিফাত আল ইমন (অনিক), তাসিন আহমেদ রনবি, রাব্বি হাসান, পারভেজ আহমেদ জয় ও দলটির টিম অফিশিয়াল রবিন এবং স্যাফায়ার স্পোর্টিংয়ের রানা খান, সাইফুল ইসলাম শাওন ও মোহাম্মদ হৃদয়। তাঁরা সবাই বিসিবির আচরণবিধির লেভেল-৪ ভঙ্গ করেছেন। আচরণবিধি ভঙ্গের বিষয়ে বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদ বলেন, ‘ঘরোয়া প্রতিযোগিতার কোনো পর্যায়েই শৃঙ্খলা ভঙ্গের কোনো ধরনের ঘটনায় নমনীয় হবে না বিসিবি। এটি সব খেলোয়াড় এবং কর্মকর্তাদের কাছে বার্তা যে আচরণবিধি ভঙ্গের ঘটনায় বোর্ড কঠোর পদক্ষেপ নেবে।’

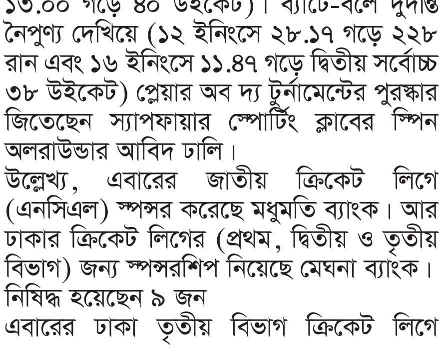

প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্ট স্যাফায়ার স্পোর্টিং ক্লাবের অলরাউন্ডার আবিদ ঢালি

৪৮ বর্ষ ৯ সংখ্যার কুইজমালার সঠিক উত্তর:

১. ২০২২
২. সাবিনা
৩. ঋতুপর্না

৪৮ বর্ষ ৯ সংখ্যার কুইজ বিজয়ী

কচি
৪০/০১, রামকৃষ্ণ মিশন রোড, সিটি কর্পোরেশন, ময়মনসিংহ-২২০০।

বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ২৫ ডিসেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে।-সম্পাদক

'পাক্ষিক ক্রীড়াজগত' পত্রিকার কুইজ বিভাগে থাকছে তিনটি প্রশ্ন। সঠিক উত্তরদাতা বিজয়ীর নাম ও ছবি ছাপানোর পাশাপাশি পুরস্কার থাকছে ৫০০ টাকা। সঠিক উত্তরদাতা একাধিক হলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। প্রত্যেক সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে। কুইজ বিভাগে অংশ নিতে হলে অবশ্যই নিচের কুপনটি পূরণ করে আগামী ১০ জানুয়ারি ২০২৫-এর মধ্যে পাক্ষিক ক্রীড়াজগত, ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে। এই কুপন ব্যতীত কুপনের ফটোকপি কুইজ হিসেবে বিবেচিত হবে না। কুপনে স্থান সংকুলান না হলে প্রয়োজনে বাড়তি কাগজ যুক্ত করা যাবে। - সম্পাদক

'ক্রীড়াজগত' কুইজমালা ৪৮ বর্ষ ■ ১১ সংখ্যা ■ ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪

প্রশ্ন : ২০২৪ সালে পুরুষদের যুব এশিয়া কাপ হকিতে বাংলাদেশ কততম স্থান লাভ করেছে?

প্রশ্ন : ২০২৪ সালে পুরুষদের যুব এশিয়া কাপ হকি কোন দেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে?

প্রশ্ন : ২০২৪ সালে পুরুষদের যুব এশিয়া কাপ হকিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কোন দেশ?

উত্তর : ১) ....

উত্তর : ২)..

উত্তর : ৩) ....

উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানা : ....

....

....

মোবাইল :..

৪৮ বর্ষ ৯ সংখ্যার কুইজমালা সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। মিসেস নুর জাহান বেগম, ৪৫/১, হাজী ইসমাইল লিংক রোড, খুলনা; ২। মো. মোশাররফ হোসেন, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা; ৩। সোহেল মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়াা, ঢাকা; ৪। রওশন আরা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়াা, ঢাকা; ৫। সোহাগ মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়াা, ঢাকা; ৬। আব্বাছ হোসেন, চরমোল্লাজী, চতলাবাজার, লালমোহন, ভোলা; ৭। রুবি দস্তিদার, দোয়েল আহম্মেদ টাওয়ার, ৪৯/৫০ জামাল খান বাই লেন আসকার দিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম পাড় কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ৮। অমিত দস্তিদার মন, দাশগুপ্ত ভবন, ৯নং রামকৃষ্ণ মিশন লেন, আসকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ৯। রূপম দস্তিদার, এস স্টোর ২৭৭/এ, আসকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম; ১০। মুক্তা রাণী, দাশ গুপ্ত ভবন, ৯নং রামকৃষ্ণ মিশন লেন, আসকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ১১। মো. হেলাল উদ্দিন, গ্রাম- চরফৈজুদ্দিন, পোস্ট- হাজিরহাট, থানা- মনপুরা, জেলা- ভোলা; ১২। মো. ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ, আইডি-২৬১৮, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টম্যান্ট ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড, ৫১ কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা, চট্টগ্রাম-৪২০৮; ১৩। সানজিদা আক্তার সাজিদা, প্রযত্নে- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ১৪। মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ১৫। বিনিয়া বিথি বন্নি, পিতা- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ১৬। কচি, ৪০/০১, রামকৃষ্ণ মিশন রোড, সিটি কর্পোরেশন, ময়মনসিংহ-২২০০; ১৭। প্রত্যয়ী রায়, দোয়েল আহম্মেদ টাওয়ার, ৪৯/৫০ জামাল খান বাই লেন আসকার দিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম পাড় কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম; ১৮। মোহাম্মদ রাসেদুল আলম, কামাল উল্লাহ বাড়ি, আলম মঞ্জিল, আমতলী, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম; ১৯। সোমা দস্তিদার, বাংলাদেশ টি-স্টোরস্ ৩১ নং মো. আলী শাহ্ লেইন, ইমামগঞ্জ, চকবাজার, চট্টগ্রাম; ২০। রোকসানা আক্তার, ৯/আই সরকারি স্টাফ কোয়ার্টার, ধানমন্ডি-১৫, ঝিগাতলা, ঢাকা; ২১। মো. আব্বাছ উদ্দিন, সহকারি শিক্ষক (শারীরিক শিক্ষা) করিমগঞ্জ মা.বি. লালমোহন, ভোলা; ২২। মো. জামাল উদ্দিন, গ্রাম- মাসমানিয়া, পোস্ট- নারান্দিয়া, থ ানা- তিতাস, জেলা- কুমিল্লা; ২৩। আজাহারুল ইসলাম কচি, অব. প্রাপ্ত কর্মকর্তা, অগ্রণী ব্যাংক লি. আঞ্চলিক কার্যালয়, ময়মনসিংহ; ২৪। মো. মামুনুর রশিদ, মেসার্স ইসমাইল স্টোর, ৪ নং বসুপাড়া মেইন রোড, খুলনা; ২৫। আয়েশা আক্তার, গ্রাম- মমিনপুর, থানা চাটখিল, জেলা- নোয়াখালী; ২৬। মো. জাকির উল্লাহ পাতা, সাধারণ সম্পাদক, ক্রীড়াজগত পাঠক ফোরাম, ঢাকা জেলা; ২৭। মো. আনিসুর রহমান ফরহাদ, প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি বাংলাদেশ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন ৭৮ নং অলংকার, ০৩ নং গলি (মাজার বাড়ি) ফিরিঙ্গী বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০; ২৮। মাহেদী হাসান, এমএম আলী রোড, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম; ২৯। মো. বেলায়েত হোসেন, বাসা-২০, রোড-১১, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা; ৩০। মানজুর আরমান দীপ্র, বিকম প্রথম বর্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাড়ি-১/বি/১, মিরপুর-১২৩, পল্লবী ঝিলপাড়, ঢাকা-১২১৬; ৩১। একে এম মকবুল হোসাইন, বেনীচাকীলেন, দক্ষিণ কাটনার পাড়া, বগুড়া; ৩২। শাবনাজ আক্তার পুতুল, ১৬ শেরে বাংলা রোড, (সুরক্ষা ক্লিনিকের বিপরীতে) খুলনা।

বিশেষ ঘোষণা

লেখক, সাংবাদিক, গবেষক, সংগ্রাহক, ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়ানুরাগীসহ সংশ্লিষ্ট অনেকেই পাক্ষিক 'ক্রীড়াজগত' পত্রিকার পুরনো সংখ্যার খোঁজ করেন। কিন্তু সংখ্যাগুলো দুর্লভ হয়ে যাওয়ায় তা সংগ্রহ কিংবা প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করতে পারেন না। তাঁদের সুবিধার্থে 'ক্রীড়াজগত' পত্রিকার পুরনো সংখ্যাগুলো ফেসবুক পেইজে ধারাবাহিকভাবে দেওয়া হচ্ছে। ফেসবুক অ্যাকাউন্টধারীরা তাঁদের আইডিতে ঢুকে A nostalgic journey to Bangladesh sports সার্চ করলে আপলোডকৃত সংখ্যাগুলো দেখতে পারবেন।

খুলনা জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে ইয়াং টাইগার অনূর্ধ্ব-১৮ জাতীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের খুলনা বিভাগীয় উপপরিচালক মো. আবুল হোসেন হাওলাদার

স্কুল ফুটবল উন্মাদনা ও চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্মৃতি

ইকবাল কবির

সত্তর দশকে ঢাকার ফুটবল জনপ্রিয়তা যখন তুঙ্গে তখন পাড়া-মহল্লার শিশু-কিশোররা বল হাতে মাঠে নামত, বড় মাপের ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন দেখত। সেই সময় ফুটবলের জনপ্রিয়তা ও ফুটবলারদের সম্মান সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের পেছনে ফেলে দিয়েছিল। তাই শিশু-কিশোররা স্বপ্ন দেখত নান্নু, মঞ্জু, টুটুল, ইউসুফ, সান্টু, নওশের, হাফিজ, সালাউদ্দিন, চুন্নু বা নীলুর মতো তারকা ফুটবলার হওয়ার। আর সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপদিতে ফুটবল নিয়ে মেতে থাকে এক কিশোর, নাম মাহাবুব। মাহাবুবরা তখন পুরান ঢাকার বকশিবাজারে থাকে। বড় ভাই আবু ইউসুফ ছিলেন তুখড় ডিফেন্ডার। ১৯৭৫ সালের কথা। সোহরাওয়ার্দী কাপ জাতীয় যুব ফুটবল টুর্নামেন্টে ঢাকা জেলা বরিশাল জেলাকে ২-১ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ান হওয়ার গৌরব অর্জন করে। সেই দিনের ফাইনালে ঢাকা জেলার দুটি গোলই করেছিলেন মাহাবুবের বড় ভাই আবু ইউসুফ। ভাইয়ের খেলা দেখতে কিশোর মাহাবুব মাঠের সাইডলাইনেই বসে ছিলেন। ঢাকা জেলার বিজয় আনন্দ আর বড় ভাইয়ের সম্মান দেখে মাহাবুব তখনই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন, কিসের চাকরি-বাকরি কামকাজ এখন থেকে আমি ফুটবলারই হবো। ভাইয়ের মতো নাম করব। যেমন ভাবনা, তেমনি কাজ। পরদিন সকাল থেকেই ফুটবল নিয়ে পরে থাকতেন নবকুমার স্কুলের মাঠে। কিশোর বয়সে চাকরি ফেলে ফুটবলার স্বপ্ন দেখতে থাকেন। ভরদুপুরে মাঠে ফুটবল নিয়ে পরে থাকতে দেখে নবকুমার স্কুলের গেম টিচার হামিদ স্যার ডেকে নেন মাহাবুবকে। পড়ালেখা নাই সারাদিন মাঠে ফুটবল নিয়ে পরে থাকস কেন? স্যারের এমন প্রশ্নের জবাবে মাহাবুব বলেন আমি বড় ভাইয়ের মতো ফুটবলার হতে চাই। এবার গেম টিচার হামিদ স্যার মাহাবুবকে প্রধান শিক্ষক মান্নান স্যারের কাছে নিয়ে বলেন এই ছেলে সারাদিন রোদবৃষ্টি উপেক্ষা করে ফুটবল নিয়ে মাঠেই পরে থাকে। মান্নান স্যারকেও একই কথা বললেন, আমি ফুটবলার হতে চাই। স্যার বললেন, তুই আমার স্কুলে ভর্তি হয়ে যা। এরপর স্যার নবকুমার স্কুলে ভর্তি করিয়ে ইন্টার স্কুল ফুটবল টুর্নামেন্টে নবকুমার স্কুলের হয়ে খেলার জন্য মাহাবুবকে রেডি হতে বললেন। তখন মাহাবুব আনন্দে দিশাহারা। শুরু হলো মাহাবুবের ফুটবল জীবনের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পালা। একই সময়ে নবকুমার স্কুলে আরও যোগ দিলেন, মালা, ওমরসহ আরও অনেকে। ওই বছরই নবকুমার স্কুল ইন্টার স্কুল ফুটবলের ফাইনালে সিদ্ধেশ্বরী স্কুলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ান হওয়ার গৌরব অর্জন করে। হেড স্যার মান্নান ও গেম টিচার হামিদ স্যার দারুণ খুশি স্কুলের সাফল্যে। কারণ, ইন্টার স্কুল ফুটবলে নবকুমার স্কুলের সাফল্যের সুনাম রয়েছে। কিন্তু তাঁদের এই আনন্দে বাদ সাধল সিদ্ধেশ্বরী স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রটেস্ট। তাঁরা অছাত্রদের নিয়ে দল গঠন করেছে–এমন অভিযোগ তুলল কর্তৃপক্ষের কাছে। তখন নবকুমারের হেড মান্নান স্যার ছিলেন সারা দেশের স্কুল শিক্ষকদেরও নেতা। দুই স্কুলের বক্তব্য তুলে ধরার সময় মান্নান স্যার বলেন, 'আমার স্কুলের হয়ে খেলে যাঁরা গরিব কিশোর বয়সে স্কুলের অবসরে কোথাও চাকরি করে এমন পোলাপান। আর আপনারা খেলিয়েছেন কলেজের ছেলেদের স্কুলছাত্র বানিয়ে। তখন সিদ্ধান্ত হলো নবকুমার স্কুলে অভিযুক্তরা আসলেই ছাত্র কি না, তার

তদন্ত করতে একটি কমিটি করা হলো। কমিটি সরেজমিনে তদন্ত করে দেখবে। যে দিন কমিটি স্কুলে এলো সেই মাহাবুব, ওমরসহ সবাইকে ক্লাসে উপস্থিত থাকতে বললেন, মান্নান স্যার ও হামিদ স্যার। কিন্তু তারা যেকোনো ক্লাসে বসে আছে বা পাঠ্যবই কি এর নামও জানেন না অনেকে। এ সময় ওমর বলছিলেন, তাঁকে যদি জিজ্ঞাসা করে এই বইয়ের নাম কী, আমি তার বলতে পারব না।

এ নিয়ে সবাই বেশ হাসাহাসি করছিল। মান্নান ও হামিদ স্যার দূর থেকেই ক্লাসে তাঁদের দেখিয়ে তদন্ত কমিটিকে বললেন, দেখেন আমার ছাত্ররা কি সুন্দর ক্লাস করছে। এরপর ক্লাসের হাজিরা খাতায় তাঁদের নাম চেক করে চলে যায় তদন্ত কমিটি। সত্তর দশকের স্কুল ফুটবলের জনপ্রিয়তা, শিরোপা লড়াইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতার বর্ণনা এভাবেই করছিলেন মাহাবুব।

ঢাকার ফুটবল লিগে মাহাবুবরা তিন ভাই নিয়মিত খেলেছেন। বড় ভাই আবু ইউসুফ যিনি ঢাকার লিগে বড় ইউসুফ নামে ফুটবল দর্শকদের কাছে পরিচিত। ফুটবলার ইউসুফের নতুন করে পরিচিতি তুলে ধরার প্রয়োজন নেই। মাহাবুবের ছোট মামুনও খেলেছেন ঢাকার প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগে। তিন ভাইই ফুটবলার। মাহাবুব এর ফুটবলার পেছনে বড় ভাই আবু ইউসুফ আদর্শ ও মডেল হিসেবে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ। পারিবারিক অর্থসংকটের কারণে স্কুলের গণ্ডিতেই পড়া ছেড়ে একটি কারখানায় কাজ-কর্মে লেগে যান। কিন্তু ফুটবলের জনপ্রিয়তা, উন্মাদনা ও ফুটবলারদের সম্মান দেখে কারখানার চাকরি ফেলে শুরু করেন ফুটবল অনুশীলন। সকাল থেকেই নিজে নিজে ফুটবল নিয়ে পরে থাকতেন নবকুমার স্কুলের মাঠে। বলই তার একমাত্র সঙ্গী হয়ে উঠে। ১৯৭৬ সালে সারা দেশের বিভিন্ন স্কুল থেকে শতাধিক ফুটবলারদের নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প করে তৎকালীন ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ (বর্তমান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ) বোর্ড। কোচ ছিলেন, আনজাম ভাই, কামাল ভাই ও সাহেব আলী ভাই। মূলতঃ তাঁরা তরুণ ফুটবলার তৈরির লক্ষ্যে তিন মাসের একটি ক্যাম্প করেছিলেন। সেই স্কুল ফুটবলারদের ক্যাম্পে নবকুমার স্কুলের সাতজন খেলোয়াড় ছিলেন। স্কুল ক্যাম্প থেকেই মাহাবুব খেলেন দ্বিতীয় বিভাগ ফুটবল লিগের ক্লাব জিনজিরা স্পোর্টিং এর হয়ে। লেফট ব্যাক পজিশনের খেলোয়াড় মাহাবুব পরের বছর ডাক পান প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগের ক্লাব আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবে। ট্রায়ালে ডাকা হয় দুই থেকে আড়াই শ খেলোয়াড়ের মধ্য থেকে বাছাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। প্রথমেই সবাইকে আউটার স্টেডিয়ামে ২০টি চক্কর দিতে বলা হয়। ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আজাদ স্পোর্টিং-এ সুযোগ করে নেন মাহাবুব। তবে দলে নিয়মিত খেলার

সুযোগ না পাওয়ায় প্রথমে হতাশ হয়ে পরলেও আস্থা ছাড়েননি। বিশেষ করে আজাদ স্পোর্টিংয়ের কর্মকর্তা অগ্রণী ব্যাংকের খালেক ভাই মাহাবুবকে ধৈর্য ধরার আহ্বান জানান। ১৯৭৮ সাল সুযোগ এসে এসে যায়। গেলবারের অপরাজিত লিগ চ্যাম্পিয়ান আবাহনী ক্রীড়া চক্রের বিরুদ্ধে আজাদ স্পোর্টিংয়ের খেলা। রাইট উইং ব্যাক মাহাবুবের দায়িত্ব পরে দেশসেরা লেফট উইং আবাহনীর চুন্নু ভাইকে মোকাবিলার। সেই দিনের খেলায় আবাহনীর বিরুদ্ধে আজাদের প্রতিটি খেলোয়াড়ই হয়ে উঠেছিলেন কঠিন সাহসী যোদ্ধা। সারা খেলায় মাহাবুব চুন্নুকে বোতলবন্দী করে রেখে ছিলেন। ঝাঁকড়া চুলের স্টাইলিশ

স্ট্রাইকার সাথীর গোলে আবাহনীকে ১-০ গোলে হারিয়ে চমক সৃষ্টি করে আজাদ স্পোর্টিং। এরপর আর মাহাবুবকে পেছনে ফিরতে হয়নি। হয়ে উঠেন নিয়মিত ১১ জনের একজন। ১৯৮০ সালে দল বদল করে খেলেন সাধারণ বীমায়, পরের বছরই ডাক পান পুরান ঢাকার ক্লাব রহমতগঞ্জে। একটানা (১৯৮১ থেকে ৮৩) তিন বছর খেলেন রহমতগঞ্জে। ৮৪ ওয়ারীতে, ৮৫ সালে পিডব্লিউডিতে, ৮৬-৮৭ সালে ঢাকা ওয়ান্ডারার্সে, ৮৮ সালে ফরাশগঞ্জ এবং ১৯৮৯ সালে বিআরটিসিতে খেলার পর অনেকটা নীরবেই ফুটবল অঙ্গন থেকে গুটিয়ে নেন। মাহাবুব এক যুগেরও বেশি সময় ঢাকার প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগে খেলেছেন আটটি ক্লাবে। ১৯৮২ সালে মাহাবুব প্রেসিডেন্ট গোল্ডকাপে বাংলাদেশ লাল দলের হয়ে খেলেছেন। সেই বছর লালদল সেমিফাইনালে উন্নতি হয়েছিল। মাহাবুব রক্ষণভাগের খেলোয়াড় হলেও তার জীবনের দুটি সেরা গোল করেছেন আবাহনী ও মোহামেডানের বিরুদ্ধে। ১৯৮২ সালের লিগ ম্যাচে আবাহনীর গোলরক্ষক সুহাসকে পরাজিত একটি গোল করেন। ওই ম্যাচে আবাহনীকে রহমতগঞ্জ ২-০ গোলে পরাজিত করেছিল। ক্ষুব্ধ আবাহনীর সাপোর্টাররা রাত দুইটা পর্যন্ত ড্রেসিং লাউঞ্জে রহমতগঞ্জকে অবরুদ্ধ করে রাখে। পরে পুলিশ প্রহাড়ায় রহমতগঞ্জকে পুরান ঢাকার ক্লাব টেন্টে খেলোয়াড়দের পৌঁছাতে হয়েছিল। ওই ম্যাচে মাহাবুব একটি গোল করায় সাপোর্টাররা তাকেও নাম ধরে খুঁজ ছিল। মাহাবুবের জীবনে এটি দুর্বিষহ স্মৃতি। একই বছর ঢাকা মোহামেডানের বিরুদ্ধে ফ্রি-কিক থেকে গোলরক্ষক মোহসিনকে পরাজিত করে গোল করেন। এটাও জীবনের স্মরণীয় গোল। আশির দশকের লেফট উইং ব্যাক মাহাবুব ঢাকার লিগ ছাড়াও চট্টগ্রাম সিকাস্টমস, সিলেট আবাহনী, খুলনা টাউন ক্লাব এবং রাজশাহী মোহামেডানের হয়ে খেলেছেন। এ ছাড়া সোহরাওয়ার্দী কাপ জাতীয় যুব ও শেরেবাংলা কাপ জাতীয় ফুটবলে থাকা জেলার হয়ে খেলেছেন। বর্তমান ফুটবলের করুন অবস্থা নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে চান না। মাহাবুব ১৯৮৩ সালে বিয়ে করেছেন। দুই মেয়ে ও দুই ছেলের জনক। এখন ব্যবসা করছেন।

নতুন বাফুফের কাছে পুরোনো প্রত্যাশা

শেখ গোলাম আকবর

অতীত স্মতিই মধুর। তবু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অতীত ফিরে আসে না, ফুটবলের প্রসঙ্গ এলেই টাইম মেশিনে অতীতে চলে যাই। আহা কি ছিল সেই মোহামেডান-আবাহনীর দিনগুলো! সোনালি দিনে কোনো শ্রেণিবৈষম্য ছিল না। গুলশান-বনানী থেকে রিকশাঅলা দিনমজুর সবাই তখন ফুটবল ভালোবাসত। ক্রিকেটের গায়ে একটা কৌলিন্যার গন্ধ ছিল। যাঁরা ফুটবল খেলতেন, তাঁরা আবার রোববার সকালে শীতের রোদে ক্রিকেট খেলতেন। অত সিরিয়াসলি নয়, অনেকটা বনভোজনের ঢংয়ে, যা এখনকার আমজনতার পক্ষে বিলাসিতা ছিল। কিন্তু ফুটবল ছিল খুব সিরিয়াস একটা অনুসঙ্গ।

তখনো দুই দলের অধিনায়ক করমর্দন করে খেলা শুরু করতেন, কিন্তু তা ছিল উষ্ণ। তারপর মারামারি, ধাক্কাধাক্কি, গ্যালারিতে বাংলা ও উর্দূ ভাষায় মিশ্রিত এক "ভাষার" কদর্যতা, শেষে নিত্তনৈমত্তিক পুলিশি হস্তক্ষেপ। যে কোন বড় ম্যাচেই ঢাকা বা বড় কোন শহরে বা গ্রামেগঞ্জে যুদ্ধংদেহী পরিবেশ। তখনকার বাংলা সিনেমার মতো মার মার কাট কাট উত্তেজনা। পার্থক্য এখানে যে সিনেমার ফলাফল সবার অগ্রিম জানা আর ফুটবলের রেজাল্টা ছিল অজানা। সারা দেশ দুই ভাগে বিভক্ত–আওয়ামী লীগ বিএনপি নয় মোহামেডান-আবাহনীতে।

সারা দেশ ফুটবল জ্বরে ভাসত। বাড়ির ছাদে পতাকা টাঙ্গানো হতো। ম্যুভিতে মোহামেডান-আবাহনী নিয়ে গান হতো– সেই সোনালি অতীত আর ফিরে আসবে না। এটাই নির্মম সত্য। ফুটবলের জনপ্রিয়তা এখনো দেশে আছে– সেটার বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায় গ্রামেগঞ্জের ফুটবলে। দর্শক উপচে পড়ে মাঠে। সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও এর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে।

তবে দেশের প্রশাসন, মিডিয়া বা শিক্ষা সাহিত্য অঙ্গনে যেমন আমজনতার ভাবাবেগের মূল্যায়ন নেই তেমনি পৃষ্ঠপোষকদের কাছে। আবার গত ১৫ বছরে ফুটবলের সবচেয়ে বড় পোস্টার নিজেই দায়িত্ব নিয়ে ফুটবলকে গোরস্তানে পাঠিয়ে দিয়েছে। বাকি ছিল শুধু জানাজা।

আজকের ফুটবল পুরোপুরি ফিফা নিয়ন্ত্রিত। এখানে সবচেয়ে মূল্যবান সূচক হচ্ছে র‍্যাংকিং। শত কোটি টাকার দুর্নীতি চাপা পড়ে যায় র‍্যাংকিংয়ের উন্নতির মাধ্যমে। যারা সত্তর-আশির দশকের গ্যালারি ভরা দর্শক নিয়ে হা-হুতাশ করেন তাদের হিসাব-নিকাশ একটু ভিন্নভাবে ভাবতে হবে। বাফুফে ছাড়া অন্য কোনো আয়োজনে খেলা হলেই দর্শক উপচে পড়ে কেন? আবার সেই দর্শকশূন্য বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামকে ৬ বছর ধরে সংস্কারের জন্য এত টাকা খরচ করে খেলা বন্ধ করে রাখা হয় কেন? র‍্যাংকিং না দর্শক–আমরা কোনটা চাই?

ফুটবলকে গত ১৫ বছরে গিনিপিগ বানিয়ে প্রফেশনাল লিগের নামে ননপ্রফেশনাল কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। ফুটবল নিয়ে সাবেক সাধারণ সম্পাদক (দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত) কীভাবে বাফুফের প্রতাপশালী সাধারণ সম্পাদক হলেন! এটা কী কোন প্রফেশনাল এপ্রোচ? ইংলিশ বা ফ্রেঞ্চ বা সিরি'আর সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা শিক্ষার হার– কোন দিকে মিল আছে? আমাদের কি কোন প্রাদেশিক শহর আছে? চট্টগ্রাম ছাড়া ঢাকার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো কোনো ভেন্যু আছে? যেখানে ১০ দলের মধ্যে ৮টি দলেরই নিজস্ব মাঠ নেই, সেখানে "হোম অ্যান্ড এওয়ে" নামে চলে হাস্যকর নাটক আমাদের সাবেক সভাপতির মধ্যে রঙ্গিন কাঁচে দেখলে সত্যিই আমরা মধ্য আয়ের দেশ। অভিজাত এলাকার এই রাজপুত্র গণমাধ্যম কর্মীদের বাবার পায়ে জুতা খুঁজতেন।

তাই আজকে বাফুফের উচিত-বাস্তবতায় ফিরে আসা। এ মুহূর্তে দেশের শীর্ষ দুটি ক্লাবের একটির নিজস্ব মাঠ নেই। ফুটবলাররা স্যাতসেঁতে পরিবেশে টিনের ঘরে থাকে। প্রায়ই বেতন বাকি পড়ে। এ রকম অজস্র অভিযোগ। মফস্বলের কথা নাই-বা বললাম। তাই ৮টি বিভাগে পাইলটভিত্তিক ৮টি প্রিমিয়ার লিগ চালু করে এগুলোকে পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। প্রয়োজনে বিভাগীয় ফুটবল কমিটি করতে হবে। সার্ভিসেস দলগুলিকে নিয়মিত স্বাধীনতা কাপ, ফেডারেশন কাপ এ খেলাতে হবে। একটি টুনার্মেন্ট বিদেশি খেলোয়ার মুক্ত রাখতে পারলে বোঝা যাবে, কে আমাদের সেরা স্ট্রাইকার? এই একটি পজিশনের খেলোয়াড় সংকটে আমাদের র‍্যাংকিং পিছিয়ে আছে। আজ দেশে খেলার নতুন আবহাওয়া তৈরি হয়েছে। শহরের আধুনিক ছেলেরা এখন ফুটবলে আবার আগ্রহী হয়ে উঠেছে। এটাকে কাজে লাগাতে হবে। ঢাকা সিটি করপোরেশনকে দিয়ে নিয়মিত পাইওনিয়ার ফুটবল এগিয়ে নিতে হবে। সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য কোচ ও একাডেমিকে ডেভেলপমেন্ট কমিটির আওতায় নিতে হবে।

টুনার্মেন্ট বা লিগের মধ্যে ইউরোপের মতো বিরতি অথবা এক টুনার্মেন্টের মাঝখানে লিগের খেলা দেওয়া যাবে না। আমাদের দর্শকের মেজাজ আর সংস্কৃতি অনুযায়ী ফিকচার করতে হবে। মোটকথা আমরা ইংলিশ লিগ থেকে খেলা শিখবো কিন্তু তাদের অনুকরণ করব না। নিজেরা মাথা খাটাবো। বসুন্ধরা কিংস এরেনা মুল শহর থেকে অনেক উত্তরে। শুধু সেখানে দর্শকের কমতি নেই। অধিকাংশই তরুণ ও কিশোর। উল্লেখযোগ্য মহিলা দর্শকও আছে। আগামী দিনে র‍্যাংকিংয়ের পাশাপাশি এদের ধরে রাখাও বাফুফের জন্য হব বড় চ্যালেঞ্জ।

ক্রীড়াঙ্গনের তৃণমূলের নায়কেরা

মো. জোবায়ের হোসেন

বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের অন্যতম স্তম্ভ মুশফিকুর রহিম। বগুড়া থেকে বেড়ে উঠা দেশের ইতিহাসে অন্যতম সেরা ক্রিকেটার। অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ দলের সদস্য তানজিদ তামিমও বগুড়ার সন্তান। জেলার খেলোয়াড় তৈরি করা ও খেলা আয়োজনে নিরলসভাবে কাজ করছেন অনেকে। যাঁদের অবদানে বগুড়া বাংলাদেশের ক্রীড়া মানচিত্রে একটি অবস্থানে রয়েছে।

সৈয়দ আমিনুল হক দেওয়ান সজল দুই যুগ বগুড়া জেলায় ক্রীড়াঙ্গনে কাজ করছেন। বিশেষ করে সাতারে তার অত্যন্ত নিবেদন। একসময় জেলা ক্রীড়া সংস্থার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। জেলার গণ্ডি পেরিয়ে বাংলাদেশ সাঁতার ফেডারেশনের যুগ্ম সম্পাদক ও পরবর্তী সময়ে সাধারণ সম্পাদকও হয়েছিলেন। বগুড়ায় সাতারের মাধ্যমে আর্থসামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা এখনো করছেন, 'বগুড়া থেকে কয়েকজন জাতীয় সাঁতারু এসেছে। আমি প্রতিনিয়ত সাঁতার নিয়ে কাজ করি নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও। সাতারের মাধ্যমে বগুড়ার অনেক সাতারু আর্থিক সাবলম্বী হয়ে পরিবারের হাল ধরেছে।'

সজলের পাশাপাশি সাতার নিয়ে কাজ করেন রানা। তিনিও জাতীয় পর্যায়ে সাতারু উপহার দিয়েছেন বগুড়া থেকে। বগুড়ায় সাতারের একটি বিশেষ সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে সজল-রানাদের মাধ্যমে।

দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা ফুটবল। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের ফুটবলে বগুড়ার তেমন কোনো নামডাক নেই জাতীয় পর্যায়ে। সত্তর-আশির দশকে কয়েকজন ছিলেন যাঁরা ঢাকা ফুটবলে খেলেছেন। ফুটবলের হারানো গৌরব ফেরানোর জন্য কাজ করে যাচ্ছেন বগুড়া জেলার অন্তর্গত সোনাতলা এলাকার রাকিব। ২০১৫ সালে সোনাতলা ফুটবল একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেই একাডেমিতে ছেলেমেয়ে মিলিয়ে সকাল-বিকেলে প্রায় ১৫০ জন ফুটবলের তালিম নেয়। সাবেক ফুটবলার রাকিব বাফুফের মাধ্যমে এএফসি সি লাইসেন্স কোচিং সনদ অর্জন করেছেন। নিজের অর্জিত জ্ঞান দিয়েই সোনাতলার বাচ্চাদের ফুটবল শেখান। একাডেমিতে ফুটবল শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় কয়েকজন সহকারী কোচও রেখেছেন। সহকারী কোচদের আর্থিক সম্মানী দিতে হলেও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কিছুই নেন না। বেশ সংগ্রাম করেই একাডেমি চালিয়ে ফুটবলার তৈরির ব্রত রাকিবের, 'আমি কলেজের শারীরিক শিক্ষক। নিজের আয় ও আরও কয়েকজনের আর্থিক সহায়তা একাডেমি পরিচালনা করছি। যাঁরা শিখতে আসেন, তাঁদের অনেকেরই আর্থিক সামর্থ্য নেই। আবার অর্থ নিলে অনেকে আসবেও না। আমার এখানে অনেক নারী ফুটবলার আছে যাঁদের বুট, বলও কিনে দিতে হয়।'

রাকিবের মতো নিবেদিতপ্রাণ ফুটবল ব্যক্তিত্ব রোকন। বগুড়া শহরে করেছেন সাবেক

সৈয়দ আমিনুল হক দেওয়ান সজল

রাষ্ট্রপতির নামে শহীদ জিয়াউর রহমান ফুটবল একাডেমি। সেখানে শহরের অনেক তরুণ ফুটবল শেখে প্রতিনিয়ত। একাডেমির মাধ্যমে খেলা ও সামাজিক উন্নয়ন হলেও সামাজিক-রাজনৈতিক নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে পড়েছিলেন রোকন। শত সমস্যা সত্ত্বেও রোকন তার ফুটবল সেবা অব্যাহত রেখেছেন।

ক্রীড়া পরিদপ্তর দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের খেলাধুলা নিয়ে কাজ করে। প্রতিটি জেলায় একজন জেলা ক্রীড়া অফিসার দায়িত্ব পালন করেন। বগুড়া জেলায় ক্রীড়া অফিসার হিসেবে কাজ করছেন মো. আলমগীর হোসেন। ক্রীড়া অফিসারকে জেলার সব খেলা ও খেলা সংশ্লিষ্টদের নিয়েই সম্পৃক্ত থাকতে হয়।

বগুড়ার তৃণমূলের কাজ করা ব্যক্তিদের সম্পর্কে ক্রীড়া অফিসার আলমগীর বলেন, 'ভলিবলে বেশ নিবেদিত প্রাণ টুটুল। তিনি নিজস্ব অর্থায়নে একটি ভলিবল গ্রাউন্ড করে দিয়েছেন। সেখানেই ভলিবল চর্চা হয়। ফুটবলে অঞ্চলভিত্তিক অনেকেই রয়েছে। সান্তাহারে আলমগীর, ধলুটে মান্নান, সোনাতলায় রাকিব শহরেও আছে বেশ কয়েকজন। ক্রীড়া পরিদপ্তরের মাধ্যমে আমরা প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের সর্বাত্মক চেষ্টা করি।' ক্রিকেটে ইয়াং স্টার ক্লাবের বিশেষ অবদান। এই ক্লাবটি বগুড়ায় বেশ প্রসিদ্ধ। নিজ জেলার পাশাপাশি বিভাগীয় পর্যায়েও ক্লাবটির ভালো কৃত্তিত্ব রয়েছে। বগুড়ার ক্রিকেটের আতুড়ঘর হিসেবে খ্যাত ইয়াং স্টার।

অন্য জেলার মতো বগুড়ায় অবকাঠামো এবং পৃষ্ঠপোষকতার সংকট অনেক। কয়েক বছর জেলা ক্রীড়া সংস্থার কমিটি থাকায় সেই কাছ থেকে দেখেছেন সজল। সেই থেকে তার পর্যবেক্ষণ, 'বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়াম অনেক দিন ব্যবহার হয়নি। সম্প্রতি আবার এখানে খেলা শুরু হয়েছে। চান্দু স্টেডিয়ামের পাশে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাঠে ফুটবল হয়। একটি জেলা অনেক জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হয়। আবার জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে জেলা পর্যায়ে অনেক খেলা আয়োজনও করতে হয়। উভয় ক্ষেত্রে অনেক অর্থের প্রয়োজন। ক্রীড়া সংস্থার সেই রকম কোনো আয় নেই জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের অনুদান ছাড়া। তাই জেলা ক্রীড়া সংস্থার কমিটিতে যাঁরা থাকেন, তাঁদেরই অর্থ সংস্থান করতে হয়। অর্থ সংস্থানের সাপেক্ষে আয়োজন, অংশগ্রহণ ও প্রস্তুতির বিষয়টি নির্ভর করে।'

মরুর বুকে ক্রিকেট মাঠ

ফারুক হোসেন খান

বাংলাদেশ পরাজিত আফগানদের কাছে
বিশ্ব জয়ের সম্ভাবনা আরকি কিছু আছে?
যুদ্ধ বিধ্বস্ত আফগান কম শক্তির দল,
তাদের কাছে হেরে গেলে চোখ করে টলমল।

দু'জন মিলে খতম করে নবি-রশিদ খান
নতুন দল গঠন করে নাম দেয় আফগান,
দলের হয়ে যুদ্ধ করে নাম আল্লাহ গজনফর
ছাব্বিশ রানে ছয় উইকেট নেইকো ভয়-ডর।

দ্বিতীয় খেলায় আটষট্টি রানে টাইগারদের জয়,
নাজমুল হোসেন শান্তর ছিয়াত্তর রান কভু তোমার নয়,
প্রিয়াদের আটানব্বই সহ দুশত চৌচল্লিশ রান
শেষ খেলায় পাঁচ উইকেটে জিতে যায় আফগান।

তামিম-মুশফিক-সাকিব বিহীন তিনশ দশদিন পরে
খেলতে গিয়ে হারল দেশ টফি উঠেনি ঘরে।
আঠারো শো চুরাশি সালে আ. রহমান মুখাতি
মরুর বুকে ক্রিকেট মাঠ গড়ে পেয়ে গেলেন সুখ্যাতি।